ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ,—

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ ॥ ১ ॥

কথিতাঃ পূর্ব্বষট্‌কাভ্যামর্থাজ্জীবাদয়োঽত্র যে।
স্বরূপাণি বিশোধ্যন্তে তেষাং ষট্‌কেঽন্তিমে স্ফুটম্ ॥
ভক্তৌ পূর্ব্বোপদিষ্টায়াং জ্ঞানং দ্বারং ভবত্যতঃ।
দেহজীবেশবিজ্ঞানং তদ্বক্তব্যং ত্রয়োদশে ॥

আদ্যষট্‌কে নিষ্কামকর্ম্মসাধ্যং জীবাত্মজ্ঞানং পরমাত্মজ্ঞানোপযোগিতয়া দর্শিতম্; মধ্যষট্‌কে তু 'ভক্তি' শব্দিতং পরমাত্মোপাসনং তন্মহিমনিগদ-

---

প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এইসকলের তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে পরম-রহস্য-স্বরূপ ভক্তিতত্ত্ব স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য প্রথমে আত্মার স্বরূপ ও বদ্ধ-জীবের কর্ম্মসকল ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং নিরুপাধিক ভক্তিস্বরূপও বলিলাম; তাহাতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ ত্রিবিধ অভিধেয়ের বিচার সমাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি বিজ্ঞান-বিচার-দ্বারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বিশেষ

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥ ২ ॥

পূর্ব্বকং উপদিষ্টম্; তচ্চ কেবলং তত্ত্বশাতাকরং সত্তৎপ্রাপকম্। আর্ত্তা-দীনাং তু তমুপাসীনানামার্ত্তিবিনাশাদিকরং তদেকান্তিপ্রসঙ্গেন কেবলং সত্তৎপ্রাপকঞ্চ। যোগেন জ্ঞানেন চোপসৃষ্টং ঐশ্বর্য্যপ্রধানতদ্রূপোপ-লম্ভকং মোচকং চেত্যুক্তম্; তথাস্মিন্নন্ত্যষট্‌কে প্রকৃতি-পুরুষ-তৎসংযোগ-হেতুক-জগত্তদীশ্বরস্বরূপাণি কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-স্বরূপাণি চ বিবিচ্যন্তে।

ব্যাখ্যা করিতেছি; তাহা শ্রবণ করত তোমার নিরুপাধিক-ভক্তিতত্ত্বে অধিকতর দার্ঢ্য হইবে। আমি যখন ব্রহ্মাকে ভাগবত-শাস্ত্রের মূল চতুঃ-শ্লোক বলিয়াছিলাম, তখনও "জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতম্। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥" এই বাক্য-দ্বারা জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য (প্রয়োজনপ্রেম) ও তদঙ্গ (অভিধেয়-সাধনভক্তি) এই চারিটি বিষয়ের উপদেশ দিই। এই চারিটি বিষয় ভাল করিয়া না বুঝিলে রহস্যোদয় হয় না; অতএব তোমাকেও বিজ্ঞান উপদেশপূর্ব্বক রহস্যোপ-যোগিনী বুদ্ধি অর্পণ করিতেছি। বিশুদ্ধভক্তি উদিত হইলে অহৈতুক-জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহজেই উদিত হয়। তুমি ভক্তি আচরণপূর্ব্বক এই দুইটি আনুষঙ্গিক ফল অনুভব কর। হে কৌন্তেয়! এই শরীরের নাম ক্ষেত্র; যিনি এই ক্ষেত্রকে অবগত হন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ ॥ ১ ॥

ক্ষেত্র-বিচারে ও ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারে তিনটি তত্ত্ব দেখিতে পাইবে; সেই তিনটি তত্ত্বের নাম—ঈশ্বর, জীব ও জড়। যেমত এক-একটি শরীরে জীবাত্মরূপ এক-একটি ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন, তদ্রূপ আমাকেই সমস্ত-জগতের প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞরূপ ঈশ্বর জানিবে, আমার ঐশী শক্তির দ্বারা আমিই পরমাত্মরূপে সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ। এইরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক যাঁহাদের ত্রিতত্ত্ব-বোধ হয়, তাঁহাদের জ্ঞানই 'বিজ্ঞান' ॥ ২ ॥

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩ ॥

জ্ঞানবৈশদ্যায় এতাবত্রয়োদশেঽস্মিন্নধ্যায়ে দেহ-জীব-পরেশ স্বরূপাণি বিবেচনীয়ানি ; দেহাদিবিবিক্তস্যাপি জীবাত্মনো দেহসম্বন্ধহেতুস্তদ্বিবেকানুসন্ধিপ্রকারশ্চ বিমর্শনীয়ঃ। তদিদমর্থজাতমভিধাতুং ভগবানুবাচ,—ইদমিতি। হে কৌন্তেয়! ইদং সেন্দ্রিয়প্রাণং শরীরং ভোক্তুর্জীবস্য ভোগ্যসুখদুঃখাদি-প্ররোহকত্বাৎ ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে তত্ত্বজ্ঞৈঃ। এতচ্ছরীরং দেবোঽহং মানবোঽহং স্থূলোঽহং কৃশোঽহমিত্যজ্ঞৈরাত্মভেদেন প্রতীয়মানমপি যঃ শয্যাসনাদিবদাত্মনো ভিন্নমাত্মভোগমোক্ষসাধনঞ্চ বেত্তি, তং বেদ্যাচ্ছরীরাত্তদ্বেদিতৃতয়া ভিন্নং তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপজ্ঞাঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি প্রাহুঃ। ভোগমোক্ষসাধনত্বং শরীরস্যোক্তং শ্রীভাগবতে,—"অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ। হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈর্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্" ইতি। শরীরাত্মবাদী তু ক্ষেত্রজ্ঞো ন,—ক্ষেত্রত্বেন তজ্জ্ঞানাভাবাৎ ॥ ১ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞানাজ্জীবাত্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞত্বমুক্তম্। অথ পরমাত্মনস্তদাহ,—ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মামিতি। হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রেষু মাঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি ; অপিরবধারণে। জীবাঃ স্বং স্বং ক্ষেত্রং স্বভোগমোক্ষসাধনং জানন্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ প্রজাবৎ ; অহন্তু সর্ব্বেশ্বর এক এব সর্ব্বাণি তানি নিয়ম্যানি ভর্ত্তব্যানি চ জানন্ তৎসর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞো রাজবদিত্যর্থঃ। সর্ব্বেশ্বরস্যাপি ক্ষেত্রেশ্বরস্যাপি ক্ষেত্রজ্ঞত্বং,—"ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজং চাপি শুভাশুভে। তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ। কিং জ্ঞানমিত্যপেক্ষায়া-

সেই ক্ষেত্র কি, তাহা কিপ্রকার, তাহার বিকার কি, কাঁহা হইতে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ কি এবং তাহার প্রভাব কি?—তাহা আমি সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥

মাহ,—ক্ষেত্রেতি। ক্ষেত্রেণ সহিতৌ ক্ষেত্রজ্ঞৌ জীবপরৌ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ, তৎসহিতয়োস্তয়োর্মিথো বিবেকেন যজ্জ্ঞানং তদেব জ্ঞানং মম মতম্ ; ততোঽন্যথা ত্বজ্ঞানমিত্যর্থঃ। ইদমত্র বোধ্যম্,—প্রকৃতিজীবেশ্বরাণাং ভোগ্যত্ব-ভোক্তৃত্ব-নিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম্মকত্বান্মিথঃসংপৃক্তানামপি তেষাং ন তত্তদ্ধর্ম্মসাঙ্কর্য্যং চিত্রাম্বররূপবদিত্যেবমাহ সূত্রকারঃ,—"ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ" ইতি শ্রুতয়শ্চ প্রকৃত্যাদীনাং বিবিক্ততদ্ধর্ম্মকতামাহুঃ,—"পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি", "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা", "ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ", "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ", "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥" "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ" ইত্যাদয়ঃ। অত্রাপি 'ক্ষরাক্ষর'শব্দবোধ্যাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরূপাদ্যুগলাৎ স্বস্য পুরুষোত্তমস্যান্যত্বং বক্ষ্যতি,—'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ' ইত্যাদিভিস্তস্মান্মিথঃ সংপৃক্তানামপি প্রকৃত্যাদীনাং বিবিক্ততয়া জ্ঞানং তাত্ত্বিকমিতি। যত্ত্বেকাত্মবাদিনঃ 'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি' ইত্যত্র সামানাধিকরণ্যপ্রতীত্যা সর্ব্বেশ্বরস্যৈব সতোঽস্যা বিদ্যয়ৈব ক্ষেত্রজ্ঞভাবো রজ্জোরিব ভুজঙ্গমত্বম্ ; তন্নিবৃত্তয়ে হরেরাপ্ততমস্যেদং বাক্যং 'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাম্' ইতি—'রজ্জুরিয়ং ন ভুজঙ্গঃ' ইত্যাপ্তবাক্যাদ্ভুজঙ্গত্বভ্রান্তিরিব

ঋষিগণ-কর্ত্তৃক সেই ক্ষেত্রযাথাত্ম্য ও ক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্যই স্মৃতিশাস্ত্রে বহুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, বেদবাক্য-দ্বারা বিবিধপ্রকারে পৃথক্ পৃথক্ কথিত হইয়াছে এবং ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ বেদান্তসূত্র-দ্বারা হেতু-সহকারে নিশ্চিত সিদ্ধান্তবাক্যে পরিগীত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞত্বভ্রান্তিরস্মাদাক্যাদ্বিনশ্যতীত্যাহুস্তৎ কিলোপদেশ্যাসম্ভবাদেব নিরস্তমিতি 'দেহিনোঽস্মিন্' ইত্যস্য ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্। এবং তু ব্যাখ্যানং যুজ্যতে। চ-শব্দঃ ক্ষেত্রসমুচ্চয়ার্থঃ; ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চ মামেব বিদ্ধি—মদধীনস্থিতিপ্রবৃত্তিকত্বান্মদ্ব্যাপ্যত্বাচ্চ মদাত্মকং জানীহীতি। এবমেবোক্তং,—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। তয়োর্মদধীনপ্রবৃত্তিকত্বাদিভির্মদাত্মকতয়া যজ্জ্ঞানং, তজ্জ্ঞানং মম মতমিতোঽন্যথা ত্বমতমিতি ॥ ২ ॥

সংক্ষেপেণোক্তমর্থং বিশদয়িতুমাহ,—তদিতি। তৎ ক্ষেত্রং শরীরং—যচ্চ যদ্দ্রব্যং, যাদৃক্ যদাশ্রয়ভূতং, যদ্বিকারি যৈর্বিকারৈরুপেতং, যতশ্চ হেতোরুদ্ভূতং যৎ প্রয়োজনকঞ্চ, যদিতি যৎ স্বরূপম্; স চ ক্ষেত্রজ্ঞো

সেইসমস্ত ঋষিবাক্য, বেদবাক্য ও বেদান্তসূত্র-বাক্য হইতে ইহাই সংগৃহীত হয় যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চ মহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি, অব্যক্ত অর্থাৎ ত্রিগুণময় প্রধান, এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এবং বাক্, পাণি, পাদ প্রভৃতি দশটি বাহ্যেন্দ্রিয় ও মনোরূপ একটি অন্তরিন্দ্রিয় এবং গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পাঁচটি বিষয়,—এবম্ভূত চব্বিশটি প্রাকৃত-তত্ত্বই 'ক্ষেত্র'। এই চব্বিশ তত্ত্ব আলোচনা করিলে, ক্ষেত্র কি ও তাহা কিপ্রকার, তাহা জানিবে। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সঙ্ঘাত অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের পরিণামরূপ স্থূলদেহ, চেতনস্বরূপ জীবের আধার (চিদাভাস) জ্ঞানাত্মক লিঙ্গদেহ-ব্যাপার ও ধৃতি—এই-সকলকে ক্ষেত্রের 'বিকার' বলিয়া জানিবে; অতএব তাহারাও ক্ষেত্রান্তর্গত ॥ ৫-৬ ॥

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১ ॥

জীবলক্ষণঃ পরেশলক্ষণশ্চ—যো যৎস্বরূপো যৎপ্রভাবো যচ্ছক্তিকশ্চ, তৎ সমাসেন মে মত্তঃ শৃণু। তদিতি ক্লীবশেষত্বমেকবদ্ভাবশ্চ—"নপুংসকমনপুংসকেনৈকবচ্চাস্যান্যতরস্যাম্" ইতি সূত্রাৎ ॥ ৩ ॥

অমানিত্ব, দম্ভহীনত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা, আচার্য্যোপাসনা অর্থাৎ গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ প্রভৃতির দোষদর্শন, অসক্তি অর্থাৎ পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা, পুত্রাদির সুখদুঃখে ঔদাসীন্য, সর্ব্বদা সমচিত্তত্ব, আমাতে অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তি, বিবিক্ত-স্থানে অবস্থিতি, দুর্জ্জনাকীর্ণ স্থানে অরতি, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যত্ববুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনরূপ মোক্ষানুসন্ধান—এই বিংশতি ব্যাপারকে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'ক্ষেত্রবিকার' বলিয়া আশঙ্কা করে; বস্তুতঃ ইহারা—প্রত্যক্‌জ্ঞানস্বরূপ। ইহাদিগকে আশ্রয় করিলে বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান-লাভ হয়; ইহারা 'ক্ষেত্রের বিকার' নয়, কিন্তু 'ক্ষেত্রবিকার-নাশক ঔষধস্বরূপ'। এই বিংশতি ব্যাপারের মধ্যে 'আমাতে অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তি'ই একমাত্র

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২ ॥

ইদং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্যং কৈর্বিস্তরেণোক্তং যৎ সমাসেন ব্রূষ ইত্যপেক্ষায়ামাহ,—ঋষিভিরিতি। ঋষিভিঃ পরাশরাদিভিরেতৎ ক্ষেত্রাদিস্বরূপং বহুধা গীতম্,—"অহং ত্বঞ্চ তথান্যে চ ভূতৈরুহ্যামপার্থিব। গুণপ্রবাহপতিতো ভূতবর্গোঽপি যাত্যয়ম্ ॥ কর্ম্মবশ্যা গুণা হ্যেতে সত্ত্বাদ্যাঃ পৃথিবীপতে। অবিদ্যা-সঞ্চিতং কর্ম্ম তচ্চাশেষেষু জন্তুষু ॥ আত্মা শুদ্ধোঽক্ষরঃ শান্তো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥" ইত্যাদিভিঃ; তথা ছন্দোভির্বেদৈর্বিবিধৈঃ সর্ব্বৈর্বহুধা তদ্‌গীতং যজুঃশাখায়াং—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদিনা "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যন্তেনান্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়াঃ পঞ্চ পুরুষাঃ পঠিতাস্তেষ্বন্নময়াদিত্রয়ং জড়ং

অবলম্বনীয়া; অন্য উনবিংশতি ব্যাপার ভক্তির অবান্তর ফলরূপে ক্ষেত্রের শুদ্ধতা ও চরমে জীবের অশুদ্ধক্ষেত্র নাশপূর্ব্বক নিত্যসিদ্ধ ক্ষেত্রের উদয় সম্পাদন করে। ভক্তিদেবীর সিংহাসনস্বরূপ ঐ উনবিংশতি ব্যাপারকে 'জ্ঞান' অর্থাৎ 'সবিজ্ঞান জ্ঞান' বলিয়া জানিবে; আর যত কিছু আছে, সে সমুদায়ই 'অজ্ঞান' ॥ ৭-১১ ॥

হে অর্জ্জুন! তোমাকে আমি ক্ষেত্রতত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বলিলাম অর্থাৎ 'ক্ষেত্র' বলিলে যে-শরীরকে বুঝায়, তাহার স্বরূপ, বিকার ও বিকারন্ন প্রক্রিয়া বলিলাম; সেই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, তাহাও বলিলাম; ঐ ক্ষেত্রতত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বের জ্ঞানের নাম যে 'বিজ্ঞান', তাহাও বলিলাম। সম্প্রতি সেই বিজ্ঞান-দ্বারা যে-তত্ত্ব জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই জ্ঞেয়-বস্তু—অনাদি ও মৎপর অর্থাৎ আমার আশ্রিত-তত্ত্ব এবং সৎ ও অসৎ, উভয়ের অতীত 'ব্রহ্ম-শব্দবাচ্য জীব'; তাহার তত্ত্ব বা স্বরূপ অবগত হইলে মদ্ভক্তিরূপ অমৃত-ভোগ-লাভ হয় ॥ ১২ ॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥

ক্ষেত্রস্বরূপং, ততো ভিন্নো বিজ্ঞানময়ো জীবস্তস্য ভোক্তেতি জীবক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপং, তস্মাচ্চ ভিন্নঃ সর্ব্বান্তর আনন্দময় ইতীশ্বরক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপমুক্তম্। এবং বেদান্তরেষু মৃগ্যম্। ব্রহ্মসূত্ররূপৈঃ পদৈর্বাক্যৈশ্চ তদ্‌যাথাত্ম্যং গীতম্—তেষু "ন বিয়দশ্রুতেঃ" ইত্যাদিনা ক্ষেত্রস্বরূপং, "নাত্মা শ্রুতেঃ" ইত্যাদিনা জীবস্বরূপং, "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" ইত্যাদিনেশ্বরস্বরূপম্। স্ফুটমন্যৎ ॥ ৪ ॥

'তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ' ইত্যার্দ্ধকেন বক্তুং প্রতিজ্ঞাতং ক্ষেত্রস্বরূপমাহ,—মহাভূতানীতি দ্বাভ্যাম্। মহাভূতানি পঞ্চ খাদীন্যহঙ্কারস্তদ্ধেতুস্তামসো ভূতাদিসংজ্ঞো বুদ্ধিস্তদ্ধেতুর্জ্ঞানপ্রধানো মহানব্যক্তং তদ্ধেতু ত্রিগুণাবস্থং প্রধানমিন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ বাগাদীনি চ পঞ্চেতি দশ বাহ্যানি রাজসাহঙ্কারকার্য্যাণ্যেকং সাত্ত্বিকাহঙ্কারকার্য্যমন্তরিন্দ্রিয়ং মন ইত্যেবমেকাদশেন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়গোচরাঃ পঞ্চেতি ভূতাদি-খাদ্যন্তরালিকাঃ সূক্ষ্মাঃ শব্দাদিতন্মাত্রাঃ খাদিবিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্তঃ স্থূলাঃ শ্রোত্রাদিপঞ্চকগ্রাহ্যা বিষয়া ইত্যর্থঃ। এবং চতুর্বিংশতি-তত্ত্বাত্মকং ক্ষেত্রং জ্ঞেয়ম্। ইচ্ছাদয়শ্চত্বারঃ প্রসিদ্ধাঃ সংকল্পাদীনামুপলক্ষণমেতৎ, এতে মনোধর্ম্মাঃ,—"কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি শ্রুতেঃ। যদ্যপ্যাত্মধর্ম্মা ইচ্ছাদয়ো "য আত্মা" ইত্যাদৌ "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" ইতি শ্রবণাৎ, "পঠেদ্‌য ইচ্ছেৎ পুরুষঃ" ইতি সহস্রনামস্তোত্রাৎ, "পুরুষঃ সুখ-

কিরণসমূহ যেমত সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ আমার প্রভাবস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্ব সর্ব্বব্যাপী হইয়াছেন; ব্রহ্মাদি পিপীলিকা-পর্য্যন্ত অনন্ত-জীবের অবস্থান(আশ্রয়)স্বরূপ সেই পরমাত্ম-তত্ত্ব—অনন্তজীবগণের অনন্ত পাণিপাদ ও অনন্ত চক্ষু-শির-মুখ ইত্যাদি-সংযুক্তরূপে সকলকেই আবৃত (ব্যাপ্ত) করিয়া বিরাজমান ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪ ॥

দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে" ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ, তথাপি মনোদ্বারাভিব্যক্তের্মনোধর্ম্মত্বমতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতঃ সংঘাতো ভূতপরিণামো দেহঃ, স চ চেতনা ধৃতির্ভোগায় মোক্ষায় চ যতমানস্য চেতনস্য জীবস্যাধারতয়োৎপন্ন ইত্যর্থঃ। অত্র প্রধানাদিদ্রব্যাণি ক্ষেত্রারম্ভকাণীতি, যচ্চেত্যস্য শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাশ্রিতানীতি, যাদৃগিত্যস্যেচ্ছাদীনি ক্ষেত্রকার্য্যাণীতি, যদ্বিকারীত্যস্য চেতনা ধৃতিরিতি, যতশ্চেত্যস্য সংঘাত ইতি, যদিত্যন্তোত্তরমুক্তম্; এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারং জন্মাদিষড়্বিকারোপেতমুদাহৃতমুক্তম্॥৫-৬॥

অথোক্তাৎ ক্ষেত্রাদ্বিভিন্নত্বেন জ্ঞেয়ং ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ং বিস্তরেণ নিরূপয়িষ্যন্ তজ্জ্ঞানসাধনান্যমানিত্বাদীনি বিংশতিমাহ পঞ্চভিঃ,—অমানিত্বং স্বসৎকারানপেক্ষত্বম্, অদম্ভিত্বং ধার্ম্মিকত্বখ্যাতিফলকধর্ম্মাচরণবিরহঃ, অহিংসা পরাপীড়নম্, ক্ষান্তিরপমানসহিষ্ণুতা, আর্জবং ছদ্মিত্বপি সারল্যম্, আচার্য্যোপাসনং জ্ঞানপ্রদস্য গুরোরকৈতবেন সংসেবনম্, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরপাবিত্র্যম্—"শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্॥" ইতি স্মৃতেঃ; স্থৈর্য্যং সদ্বর্ত্মৈকনিষ্ঠত্বম্, আত্মবিনিগ্রহ আত্মানুসন্ধিপ্রতীপাদ্বিষয়ান্মনসো নিয়মনম্, ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিবিষয়েষু প্রতীপেষু বৈরাগ্যং রুচ্যভাবঃ, অনহঙ্কারো দেহাদিষ্বাত্মাভিমানত্যাগঃ, জন্মাদিষু দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনং পুনঃপুনশ্চিন্তনম্, পুত্রাদিষু পরমার্থপ্রতীপেষ্বসক্তিঃ প্রীতিত্যাগঃ, অনভিষ্বঙ্গস্তেষু সুখিষু দুঃখিষু চ সৎসু তৎসুখদুঃখানভিনিবেশঃ, ইষ্টানিষ্টানামনুকূলপ্রতি-

সেই বৃহত্তত্ত্ব—সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক, স্বয়ং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত, অনাসক্ত, শ্রীবিষ্ণুরূপে সর্ব্বভৃৎ ও নির্গুণ অর্থাৎ স্বয়ং প্রাকৃতগুণরহিত, অথচ ত্রিগুণাতীত 'ভগ'শব্দবাচ্য ষড়্গুণের আস্বাদক ॥ ১৪ ॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥

কূলানামর্থানামুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু সমচিত্তত্বং হর্ষবিষাদবিরহঃ, নিত্যং সর্ব্বদা, ময়ি পরেশেঽব্যভিচারিণী স্থিরা ভক্তিঃ শ্রবণাদ্যা—অনন্যযোগেনৈকান্তিত্বেন মদ্ভক্তসেবা, তথা বিবিক্তদেশসেবিত্বং নির্জনস্থানপ্রিয়তা, জনানাং গ্রাম্যাণাং সংসদি রতিত্যাগঃ, অধ্যাত্মমাত্মনি যজ্জ্ঞানং তস্য নিত্যত্বং সর্ব্বদা বিমৃশ্যত্বম্; তত্ত্বং ত্বহমেব পরং ব্রহ্ম,—"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্" ইত্যাদিস্মৃতেঃ, তজ্জ্ঞানস্য যোঽর্থস্তৎপ্রাপ্তিলক্ষণস্তস্য দর্শনং হৃদি স্মরণম্। এতদমানিত্বাদিকং জ্ঞানং পরম্পরয়া সাক্ষাচ্চ তদুপলব্ধিসাধনং প্রোক্তম্,—'জ্ঞায়তে উপলভ্যতেঽনেন' ইতি ব্যুৎপত্তেঃ; যত্ততোঽন্যথা বিপরীতং মানিত্বাদি, তদজ্ঞানং তদুপলব্ধিবিরোধীতি ॥ ৭-১১ ॥

এবং জ্ঞানসাধনান্যুপদিশ্য তৈর্জ্ঞেয়মুপদিশতি,—জ্ঞেয়ং যত্তদিতি। উক্তৈঃ সাধনৈর্যজ্জ্ঞেয়মুপলভ্যং জীবাত্মবস্তু চ, তদহং প্রকর্ষেণ সুবোধতয়া বক্ষ্যামি,—যজ্জ্ঞাত্বা জনোঽমৃতং মোক্ষমশ্নুতে লভতে। তত্র জীবাত্মবস্তূপদিশতি,—অনাদীত্যর্দ্ধকেন। নাস্ত্যাদির্যস্য তৎ জীবস্যাদ্যুৎপত্তির্নাস্ত্যস্তোঽতোঽপি নেতি নিত্যোঽসাবিত্যর্থঃ; এবমাহ শ্রুতিঃ,—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদ্যা। অহমেব পরঃ স্বামী যস্য তৎ,—"প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ" ইতি শ্রুতেঃ, "দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন" ইতি স্মৃতেশ্চ। অপহতপাপ্মত্বাদিনা ব্রহ্ম বৃহত্ত্বা গুণাষ্টকেন বিশিষ্টম্; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসি-

সেই তত্ত্ব—সমস্ত-ভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান; তাঁহা-হইতেই সমস্ত চরাচর; অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি—অবিজ্ঞেয় এবং যুগপৎ দূরস্থ ও নিকটস্থ তত্ত্ব ॥ ১৫ ॥

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬ ॥

তব্যঃ" ইতি ; জীবে ব্রহ্মশব্দস্তু,—"বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ, "স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে", "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ। ন সদিতি তদ্বিশুদ্ধং জীবাত্মবস্তু কার্য্যকারণাত্মকাবস্থাদ্বয়বিরহাৎ সচ্চাসচ্চ নোচ্যতে, কিন্তু পরমাণুচৈতন্যং গুণাষ্টকবিশিষ্টমুচ্যতে,—বিভক্তনামরূপং কার্য্যাবস্থং সদুপমুদিতনামরূপং কারণাবস্থং ত্বসদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অথ পরমাত্মবস্তু পদিশতি,—সর্ব্বতঃ পাণীতি। তৎ পরমাত্মবস্তু ; 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদম্' ইত্যাদি বিস্ফুটার্থম্ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ, সর্ব্বেতি। সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্গুণৈশ্চ তদ্‌বৃত্তিভিরাভাসতে দীপ্যত ইতি তথা, সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্জীবেন্দ্রিয়বৎ স্বরূপভিন্নৈর্বিবর্জিতং সংত্যক্তং প্রাকৃতৈঃ করণৈঃ শূন্যঃ স্বরূপানুবন্ধিভিস্তৈর্বিশিষ্টো হরিরিতি স্বীকার্য্যম্,—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ", "যদাত্মকো ভগবাংস্তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ কিমাত্মকো ভগবান্ জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চেতি বুদ্ধিমনোঽঙ্গপ্রত্যঙ্গবত্ত্বাং ভগবতো লক্ষয়ামহে,—"বুদ্ধিমান্মনোবানঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্" ইতি শ্রুতেঃ ; সর্ব্বভৃৎ সর্ব্বতত্ত্বধারকমপ্যসক্তং সঙ্কল্পেনৈব তদ্ধারণাত্তৎস্পর্শরহিতং নির্গুণং—"সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইতি শ্রুতের্মায়া-গুণাস্পৃষ্টমেব সদ্‌গুণভোক্তৃনিয়ম্যতয়া "গুণানুভবি-বিকারজননীমজ্ঞাম্" ইত্যারভ্য "একস্ত পিবতে দেবঃ স্বচ্ছন্দোঽত্র

সমস্ত-ভূতে বিভক্তরূপে তাঁহার বোধ হয় বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং অবিভক্ত ; প্রতি-জীবাত্মার সহিত ব্যষ্টিপুরুষরূপে অবস্থিত হইয়াও তিনিই সর্ব্বভূতের এক অখণ্ড বিরাট্‌সমষ্টিস্বরূপ পরমেশ্বর ; তিনিই সমস্তভূতের ভর্ত্তা, সংহারকর্ত্তা ও প্রভব(জন্ম)-দাতৃ-তত্ত্ব ॥ ১৬ ॥

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭ ॥
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮ ॥

বশানুগাম্। ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্ ভুঙ্‌ক্তেঽসৌ প্রসভং বিভুঃ ॥" ইতি শ্রবণাৎ ॥ ১৪ ॥

বহিরিতি। ভূতানাং চিজ্জড়াত্মকানাং তত্ত্বানাং বহিরন্তশ্চ স্থিতম্—"অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ" ইতি শ্রবণাৎ ; অচরমচলং চরং চলং চ—"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ" ইতি শ্রুতেঃ ; সূক্ষ্মত্বাৎ প্রত্যক্‌চিৎসুখমূর্ত্তিত্বাদবিজ্ঞেয়ং দেবতান্তরবজ্‌জ্ঞাতুমশক্যমতো দূরস্থঞ্চেতি,—"যন্মনসা ন মনুতে ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্" ইতি শ্রুতেঃ ; গান্ধর্ব্ব-বাসিতেন শ্রোত্রেণ ষড়্‌জাদিবদ্ভক্তিভাবিতেন করণেন তু শক্যং তজ্‌জ্ঞাতুমিত্যাহ,—অন্তিকে চ তদিতি ; "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্", "কশ্চি-

তিনিই সমস্ত-জ্যোতির পরম জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক ; তিনিই সমস্ত অন্ধকারের অতীত অব্যক্তস্বরূপ ; তিনিই জ্ঞান ; তিনিই জ্ঞানগম্য ও জ্ঞেয় ; তিনিই সকলের হৃদয়ে অবস্থিত ॥ ১৭ ॥

হে অর্জ্জুন ! আমি তোমাকে সংক্ষেপতঃ ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-দ্বয়াত্মক এই তিনটি তত্ত্ব বলিলাম;—ইহার নামই 'বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান'। ভগবদ্ভক্তগণ এই জ্ঞান লাভ করিয়া আমার নিরুপাধিক-প্রেমভক্তি লাভ করেন। যাহারা ভক্ত নয়, তাহারা কেবল নিরর্থক সাম্প্রদায়িক অভেদবাদ আশ্রয় করিয়া যথার্থজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হয়। জ্ঞান আর কিছুই নয়,—কেবল ভক্তিদেবীর পীঠস্বরূপ ভক্তির আশ্রয়রূপ জীবাত্মার সত্ত্বশুদ্ধিমাত্র। পুরুষোত্তমতত্ত্ব-বিচারে ইহা আরও স্পষ্টীভূত হইবে ॥ ১৮ ॥

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯ ॥

দ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ" "ভক্তিযোগে হি তিষ্ঠতি" ইত্যাদি-শ্রবণাৎ, "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ" ইত্যাদি-স্মৃতেশ্চ ॥ ১৫ ॥

অবিভক্তমিতি। বিভক্তেষু মিথো ভিন্নেষু জীবেষ্বিবিভক্তমেকং তদ্ব্রহ্ম বিভক্তমিব প্রতিজীবং ভিন্নমিব স্থিতম্—"একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্" ইতি শ্রুতেঃ, "এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বব্যাপি ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্-রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়তে॥" ইতি স্মৃতেশ্চ। তচ্চ ভূতভর্ত্তৃস্থিতৌ ভূতানাং

ক্ষেত্রজ্ঞান ও ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান-দ্বারা কি ফল হইবে, তাহা বলিতেছি। জড়বদ্ধজীব-সত্তায় তিনটি তত্ত্ব লক্ষিত হইবে অর্থাৎ প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মা। সমস্ত ক্ষেত্রই 'প্রকৃতি', জীবই 'পুরুষ' এবং পরমাত্মা—আমার তদুভয়স্থ আবির্ভাব। প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ই—অনাদি অর্থাৎ জড়ীয়-কালের পূর্ব্ব হইতে তাহারা আছে, জড়ীয়কালের মধ্যে তাহাদের জন্ম নয়, এবং আমার পরম-অস্তিত্বস্বরূপ চিন্ময় অখণ্ডকালে আমার শক্তি হইতেই তাহাদের উদয় হইয়াছে। জড়া প্রকৃতি আমাতে লীন ছিল, কার্য্যকালে জড়ীয় কালকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। জীবও আমার নিত্য-শক্তিগত তত্ত্ব, আমার প্রতি বৈমুখ্য-বশতঃ জড়া প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট; জীব বাস্তবিক—শুদ্ধচিৎতত্ত্ব, তাহাতে মদীয়া পর-শক্তি-ক্রমে একটু তটস্থ-ধর্ম্ম নিহিত হওয়ায়, তাহা জড়া প্রকৃতিতেও উপ-যোগিতা লাভ করিয়াছে। চিৎতত্ত্ব কিরূপে জড়ে বদ্ধ হইয়াছে, তাহা বদ্ধযুক্তি ও বদ্ধজ্ঞানের দ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না; যেহেতু আমার অচিন্ত্যশক্তি তোমার জ্ঞানের অধীন নয়। তোমার এই পর্য্যন্ত জানা আবশ্যক যে, বদ্ধজীবের বিকারসকল ও গুণসকল—জড়প্রকৃতিসম্ভূত, উহারা জীবের স্বধর্ম্মগত তত্ত্ব নয় ॥ ১৯ ॥

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০ ॥

পালকং প্রলয়ে তেষাং গ্রসিষ্ণু কালশক্ত্যা সংহারকং, সর্গে প্রভবিষ্ণু প্রধানজীবশক্তিভ্যাং নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবনশীলম্; শ্রুতিশ্চ,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ব্রহ্ম তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি ॥ ১৬ ॥

জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনামপি তদ্ব্রহ্ম জ্যোতিঃপ্রকাশকং,—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকে নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" ইত্যাদিশ্রুতেস্তদ্ব্রহ্ম তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং তেনাস্পৃষ্টমুচ্যতে,—"আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইতি শ্রুত্যা; জ্ঞানং চিদেকরসমুচ্যতে,—"বিজ্ঞানমানন্দঘনং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুত্যা; জ্ঞানং মুমুক্ষোঃ শরণত্বেন জ্ঞাতুমর্হমুচ্যতে,—"তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে" ইতি শ্রুত্যা; জ্ঞানগম্যমুচ্যতে,—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" ইতি শ্রুত্যা; সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি ধিষ্ঠিতং নিয়ন্তৃতয়া স্থিতমুচ্যতে,—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ইতি শ্রুত্যা। ন চ 'সর্ব্বতঃ পাণি' ইত্যাদিপঞ্চকং জীবপরতয়ৈব নেয়ং, তৎ-প্রকরণত্বাদি-বাচ্যং,—জীববদীশ্বরস্যাপি ক্ষেত্রজ্ঞত্বেন প্রকৃতত্বাৎ। 'সর্ব্বতঃ পাণি' ইত্যাদি-সার্দ্ধকস্য ব্রহ্মৈবোপক্রম্য শ্বেতাশ্বতরৈঃ পঠিতত্বাৎ প্রকরণ-শাবল্যস্যোপনিষৎসু বীক্ষণাচ্চ ॥ ১৭ ॥

জড়ীয় কার্য্য ও কারণ অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃত্ব—প্রকৃতির ধর্ম্ম; অতএব প্রকৃতিই তাহাদের হেতু। পুরুষের তটস্থস্বভাব-বশতঃ জড়াভি-মান হইতেই সুখ-দুঃখের ভোক্তৃত্বের উদয় হয়। শুদ্ধজীবের ভোক্তৃত্ব নাই, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জড়প্রকৃতিতে আত্মাভিমান-বশতঃ জীব তটস্থস্বভাব হইতে সেই ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১ ॥

উক্তং ক্ষেত্রাদিকং তজ্‌জ্ঞানফলসহিতমুপসংহরতি,—ইতি ক্ষেত্রমিতি। 'মহাভূতানি' ইত্যাদিনা 'চেতনা ধৃতিঃ' ইত্যন্তেন ক্ষেত্রস্বরূপমুক্তম্; 'অমানিত্বম্' ইত্যাদিনা 'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্' ইত্যন্তেন জ্ঞেয়স্য ক্ষেত্রদ্বয়স্য জ্ঞানং তৎসাধনমুক্তম্; 'অনাদিমৎপরম্' ইত্যাদিনা 'হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্' ইত্যন্তেন জ্ঞেয়ং ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ং চোক্তং ময়া। এতত্ত্রয়ং বিজ্ঞায় মিথো বিবেকেনাবগত্য মদ্ভাবায় মৎপ্রেমণে মৎস্বভাবায় বাসংসারিত্বায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি মদ্ভক্তঃ ॥ ১৮ ॥

এবং মিথো বিবিক্তস্বভাবয়োরনাদ্যোঃ প্রকৃতিজীবয়োঃ সংসর্গস্যানাদিকালিকত্বং সংসৃষ্টয়োস্তয়োঃ কার্য্যভেদস্তৎসংসর্গস্যানাদিকালিকস্য হেতুশ্চ নিরূপ্যতে,—প্রকৃতিমিত্যাদিভিঃ। অবিরবধৃতৌ; মিথঃসংপৃক্তৌ প্রকৃতি-পুরুষাবুভাবনাদ্যেব বিদ্ধি—মদীয়শক্তিত্বান্নিত্যাবেব জানীহি;—তয়োর্মৎ-শক্তিত্বং তু পুরৈবোক্তং 'ভূমিরাপঃ' ইত্যাদিনা। অনাদিসংসৃষ্টয়োরপি তয়োঃ স্বরূপভেদোঽস্তীত্যাশয়েনাহ,—বিকারান্ দেহেন্দ্রিয়াদীন্, গুণাংশ্চ সুখদুঃখাদি প্রকৃতিসম্ভবান্ প্রাকৃতান্, ন তু জৈবান্ বিদ্ধীতি ক্ষেত্রাত্মনা পরিণতায়াঃ প্রকৃতেরন্যো জীব ইতি দর্শিতম্ ॥ ১৯ ॥

অথ সংসৃষ্টয়োস্তয়োঃ কার্য্যভেদমাহ,—কার্য্যেতি। শরীরং কার্য্যং, জ্ঞান-কর্ম্মসাধকত্বাদিন্দ্রিয়াণি কারণানি, তেষাং কর্ত্তৃত্বে তত্তদাকার-স্বপরিণামে প্রকৃতির্হেতুঃ। 'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি' ইত্যগ্রিমাৎ স্বসংসর্গেণ সচেতনাং প্রকৃতিং পুরুষোঽধিতিষ্ঠতি; তদধিষ্ঠিতা তু সা তৎকর্ম্মাণুগুণ্যেন পরিণম-

তটস্থ-স্বভাব হইতেই শুদ্ধজীব বৈকুণ্ঠের শুদ্ধতা ত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসকল ভোগ করেন এবং প্রকৃতিজাত গুণ-সঙ্গ-বশতঃই সদসদ্‌যোনিসমূহে তাঁহার জন্ম হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২ ॥

মানা তত্তদ্দেহাদীনাং স্রষ্টীতি—প্রকৃত্যার্পিতানাং সুখাদীনাং ভোক্তৃত্বে পুরুষো হেতুস্তেষাং ভোগে স এব কর্ত্তেত্যর্থঃ। প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃত্বং সুখাদি-ভোক্তৃত্বঞ্চ পুরুষস্য কার্য্যম্; তচ্চ শরীরাদিকর্ত্তৃত্বং তু তদধিষ্ঠিতায়াঃ প্রকৃতে-রিতি পুরুষস্যৈব কর্ত্তৃত্বং মুখ্যম্; এবমাহ সূত্রকারঃ—"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" ইত্যাদিভিঃ। পরেশস্য হরেরধিষ্ঠাতৃত্বং তু সর্ব্বত্রাবর্জ্জনীয়মিত্যুক্তং, বক্ষ্যতে চ ॥ ২০

প্রকৃত্যধিষ্ঠানে সুখাদিভোগে চ পুরুষস্যৈব কর্ত্তৃত্বমিত্যেতৎ স্ফুটয়তি, তস্য প্রকৃতিসংসর্গে হেতুঞ্চ দর্শয়তি,—পুরুষ ইতি। চিৎসুখৈকরসোঽপি পুরুষোঽনাদিকর্ম্মবাসনয়া প্রকৃতিস্থস্তামধিষ্ঠিত-তৎকৃতদেহেন্দ্রিয়ঃ প্রাণ-বিশিষ্টঃ সন্নেব তৎকৃতান্ গুণান্ সুখাদীন্ ভুঙ্‌ক্তেঽনুভবতি কেত্যাহ,—সদিতি। সতীষু দেবমানবাদিষ্বসতীষু পশুপক্ষ্যাদিষু চ সাধ্বসাধুরচিতাসু যোনিষু যানি জন্মাদীনি, তেষিতি তত্র তত্র পুরুষস্যৈব কর্ত্তৃত্বম্। তৎসংসর্গে হেতুমাহ,—কারণমিতি। গুণেঽসঙ্গোঽনাদিগুণময়বিষয়স্পৃহা। অয়মর্থঃ,—অনাদির্জীবঃ কর্ম্মরূপানাদিবাসনা-রক্তঃ; স চ ভোক্তৃত্বাদ্ভোগ্যান্

জীব—আমার নিত্য সখা; তাহার তটস্থ-স্বভাব বিশুদ্ধভাবে অবস্থিত হইলেই সে আমার প্রতি সাম্মুখ্য লাভ করে; তটস্থ-স্বভাবই তাহার স্বাধীনতা, তদ্দ্বারা আমার বিমল-প্রেম লাভ করিলেই তাহার জৈব-ধর্ম্মের চরিতার্থতা হয়। সেই স্বভাবের অপব্যবহার-দ্বারা জীবের যখন প্রাকৃত-ক্ষেত্রে প্রবেশ হয়, আমিও পরমাত্মরূপে তাহার সহচর হইয়া থাকি। অতএব জীবের দেহে আমি জীবের কার্য্যসকলের উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর-স্বরূপে পরমাত্ম-নামে পরম-পুরুষ বলিয়া সর্ব্বদা লক্ষিত হই এবং জড়বদ্ধ হইয়া জীবের যে-সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, আমি তাহাদের ফল দান করি ॥ ২২ ॥

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩ ॥

বিষয়ান্ স্পৃহয়ংস্তদর্পিকামনাদিসন্নিহিতাং প্রকৃতিমাশ্রয়িষ্যতি যাবৎ সৎপ্রসঙ্গাত্তত্তদ্বাসনা ক্ষীয়তে ; তৎক্ষয়ে তু পরাত্মধামসুখানি ভুঙ্‌ক্তে,—"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্য ইতি। যত্তু প্রকৃতেরিত্যাদেঃ কার্য্যকারণেত্যাদেঃ প্রকৃত্যৈব চেত্যাদেন্ গুণেভ্য ইত্যাদেশ্চাপাততার্থগ্রাহিভিঃ সাংখ্যৈঃ প্রকৃতেরেব কর্ত্তৃত্বমুক্তং, তৎ কিল রভসাভিধানমেব লোষ্ট্রকাষ্ঠবদচেতনায়াস্তস্যাস্তত্ত্বসম্ভাবাৎ। উপাদানাপরোক্ষচিকীর্ষাকৃতিমত্ত্বং খলু কর্ত্তৃত্বং, তচ্চ চেতনস্যৈবেতি শ্রুতিরাহ,—"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ", "এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ইত্যাদিকম্। যচ্চ পুরুষসন্নিধানাচ্চৈতন্যাধ্যাসাত্তস্যাস্তত্ত্বমিত্যাহুস্তন্ন ; যৎ সন্নিধ্যধ্যস্ত-চৈতন্যাত্তস্যাঃ কর্ত্তৃত্বং, তত্তস্যৈব সন্নিহিতস্যেতি সুবচত্বাৎ। ন খলু তপ্তায়সো দগ্ধৃত্বময়োহেতুকমপি তু বহ্নিহেতুকমেব দৃষ্টম্ ; ন চ চলতি জলং ফলতি তরুরিতিবজ্জড়ায়াস্তস্যাস্তত্ত্ব-সিদ্ধির্জলাদিষ্বন্তর্যাম্যধিষ্ঠিতত্বেনেষ্টাসিদ্ধেবিধায়ক-শ্রুতিব্যাকোপাচ্চৈতদেবম্ ; ন হি জড়প্রকৃতিমুদ্দিশ্য স্বর্গাদিফলকং জ্যোতিষ্টোমাদিমোক্ষফলকং ধ্যানঞ্চ স্মৃতিবিধত্তেঽপি তু চেতনমেব ভোক্তারমুদ্দিশ্যেতি পুরুষস্যৈব কর্ত্তৃত্বম্। তচ্চ প্রকৃতেরিতি যদুক্তং, তত্তু তদ্বৃত্তি-প্রাচুর্য্যাদেব যথা করেণ বিভ্রতি পুরুষে করো বিভর্ত্তীতি ব্যপদেশস্তথা প্রকৃত্যা কুর্ব্বতি পুরুষে প্রকৃতিঃ করোতীতি স ভবেদিত্যেকে ; প্রাকৃতৈর্দেহাদিভির্যুক্তস্যৈব

যিনি এই প্রণালীতে নির্গুণপুরুষ-তত্ত্ব ও সগুণপ্রকৃতি-তত্ত্ব অবগত হন, তিনি জড়-জগতে বর্ত্তমান হইয়াও আর পুনঃপুনঃ জন্ম লাভ করেন না অর্থাৎ প্রত্যক্‌ধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক আমার সাম্মুখ্য লাভ করত আমার প্রসাদে আমার পরমধাম প্রাপ্ত হন ॥ ২৩ ॥

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥

পুরুষস্য যজ্ঞযুদ্ধাদিকর্ম্মকর্ত্তৃত্বং, ন তু তৈর্বিযুক্তস্য শুদ্ধস্যেত্যতঃ প্রকৃতেস্তদিত্যপরে ॥ ২১ ॥

দেহে সুখাদিভোক্তৃতয়াবস্থিতং জীবমুক্ত্বা নিয়ন্তৃতয়া তত্রাবস্থিতমীশ্বরমাহ,—উপদ্রষ্টেতি। অস্মিন্ দেহে পরো জীবাদন্যঃ পুরুষোঽস্তি,—যো মহেশ্বরঃ পরমাত্মেতি চ প্রোক্তঃ ; উপদ্রষ্টা সন্নিধৌ পৃথক্‌স্থিত এব সাক্ষী ; অনুমন্তানুমতিদাতা,—তদনুমতিং বিনা জীবঃ কিঞ্চিদপি কর্ত্তুং ন ক্ষম ইত্যর্থঃ ; ভর্ত্তা ধারকঃ ; ভোক্তা পালকঃ ; 'সর্ব্বতঃ পাণি" ইত্যাদিভিরুক্তস্যাপীশস্য জীবেন সহ স্থিতিং বক্তুং পুনরুক্তিঃ ॥ ২২ ॥

এতজ্‌জ্ঞানফলমাহ,—য ইতি। এবং মদুক্তবিধয়া মিথো বিবিক্ততয়া যঃ পুরুষং মহেশ্বরপ্রকৃতিং চ জীবঞ্চ বেত্তি, সর্ব্বথা ব্যবহারসম্পর্কেণ বর্ত্তমানোঽপি ভূয়ো নাভিজায়তে—দেহান্তে বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

হে অর্জ্জুন ! বদ্ধজীব পরমার্থসম্বন্ধে দুইপ্রকারে বিভক্ত অর্থাৎ বহির্ম্মুখ ও অন্তর্ম্মুখ। নাস্তিক, জড়বাদী, সন্দেহবাদী ও কেবল নৈতিক, এইপ্রকার লোকসকল—পরমার্থ-বহির্ম্মুখ ; আর পরকালে বিশ্বাসযুক্ত জিজ্ঞাসু নিষ্কাম কর্ম্মযোগী ও ভক্ত, ইহারা—অন্তর্ম্মুখ। নিতান্ত-অভেদ-বাদ-পরায়ণ সাঙ্খ্যযোগীও বহির্ম্মুখমধ্যেই পরিগণিত। ভক্তগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাঁহারা প্রকৃতির অতিরিক্ত আত্মতত্ত্বে চিদাশ্রয়-দ্বারা পরমাত্মাকে ধ্যান করেন। ঈশানুসন্ধানকারী সাংখ্যযোগিসকল দ্বিতীয়শ্রেণীস্থ ; তাঁহারা চব্বিশতত্ত্বময়ী প্রকৃতিকে আলোচনা করত পঞ্চবিংশতিতম-তত্ত্ব জীবকে শুদ্ধচিৎস্বরূপ জানিয়া ষড়্‌বিংশতিতম-তত্ত্ব যে ভগবান্, তাঁহাতে ক্রমশঃ ভক্তিযোগ বিধান করেন। তদপেক্ষা ন্যূনশ্রেণীতে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগি-সকল বর্ত্তমান ; তাঁহারা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা ভগবদালোচনার সুবিধা প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫ ॥
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬ ॥

মহেশ্বরস্য প্রাপ্তৌ সাধনবিকল্পানাহ,—ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাম্। কেচিদ্-বিশুদ্ধচিত্তা আত্মনি মনসি স্থিতমাত্মানং মহেশ্বরং মাং ধ্যানেনোপসর্জ্জনী-ভূতজ্ঞানেন পশ্যন্তি সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্ত্যাত্মনা স্বয়মেব, ন ত্বন্যেনোপকারকেণ; অন্যে সাঙ্খ্যেনোপসর্জ্জনীভূতধ্যানেন জ্ঞানেন পশ্যন্তি; অন্য-যোগেনোপ সর্জ্জনীভূতজ্ঞানেনাষ্টাঙ্গেন পশ্যন্তি; অপরে তু কর্ম্মযোগেনান্তর্গতধ্যানজ্ঞানেন নিষ্কামেণ কর্ম্মণা ॥ ২৪ ॥

অন্যে ত্বেবমীদৃশানুপায়ানজানন্তঃ শ্রুতিপরায়ণাস্তত্তৎকথা-শ্রবণাদিনিষ্ঠাঃ সাম্প্রতিকা অন্যেভ্যস্তদ্বক্তৃভ্যস্তানুপায়ান্ শ্রুত্বা তং মহেশ্বরমুপাসতে; তেঽপি, চাৎ তৎসঙ্গিনশ্চ ক্রমেণ তানুপলভ্যানুষ্ঠায় চ মৃত্যুমতিতরন্ত্যে-বেতি তৎকথা-শ্রুতিমহিমাতিশয়ো দর্শিতঃ ॥ ২৫ ॥

অথানাদিসংযুক্তয়োঃ প্রকৃতিজীবয়োর্বিয়োগানুসন্ধানায় তয়োঃ সং-যোগেন সৃষ্টিং তাবদাহ,—যাবদিতি। স্থাবরজঙ্গমং কিঞ্চিৎ সত্ত্বং প্রাণি-জাতং যাবদ্যৎপ্রমাণকমুৎকৃষ্টমপকৃষ্টং চ সংজায়তে, তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাদ্বিদ্ধি—ক্ষেত্রেণ প্রকৃত্যা সহ ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সম্বন্ধাজ্জানীহীত্যর্থঃ।

তদপেক্ষা ন্যূনশ্রেণীস্থ পরকালে বিশ্বাসযুক্ত জিজ্ঞাসুসকল ইতস্ততঃ কীর্ত্তনকারিগণের নিকট শ্রবণ করিয়া তত্ত্ব সংগ্রহপূর্ব্বক ভগবদুপাসনা আরম্ভ করেন; ইঁহারাও সাধুসঙ্গ ও সদালোচনা-ক্রমে অবশেষে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ ভক্তি লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

স্থাবর-জঙ্গম-মধ্যে যাহা কিছু আছে, সে সমুদায়ই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিও ॥ ২৬ ॥

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ ॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮ ॥

ঈশ্বরঃ প্রকৃতিজীবৌ নিয়ময়ন্ প্রবর্ত্তয়তি, তৌ তু মিথঃ সম্বধ্নীত, ততো দেহোৎপত্তিদ্বারা প্রাণিসৃষ্টিরিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

অথ প্রকৃতৌ তৎসংযুক্তেষু চ জীবেষু স্থিতমপীশ্বরং তেভ্যো বিবিক্তং পশ্যেদিত্যাহ,—সমমিতি। যস্তত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গী সর্ব্বেষু স্থাবরজঙ্গমদেহবৎসু ভূতেষু জীবেষু সমমেকরসং যথা স্যাত্তথা তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং বিনশ্যৎসু তত্তদ্দেহ-বিমর্দ্দেন বিনাশং গচ্ছৎসু তেষ্ববিনশ্যন্তং তদ্বিলক্ষণং পশ্যতি, স এব পশ্যতি, তদ্যাথাত্ম্যদর্শী ভবতি; তথা চ দ্বৈবিধ্যবিনাশধর্ম্মিভ্যঃ প্রকৃতিসংযোগিভ্যো জীবেভ্য ঐকরস্যাবিনাশধর্ম্মা পরেশো বিবিক্তি ইতি ॥ ২৭ ॥

অথোক্তবিধয়া তেভ্যো বিবিক্তমীশ্বরং পশ্যন্ তদ্দর্শনমহিম্না চ প্রকৃতি-বিকারেভ্যঃ স্ববিবেকঞ্চ লভত ইত্যাশয়েনাহ,—সমং পশ্যন হীতি। সর্ব্বত্র ভূতেষু সমং যথা ভবত্যেবং সম্যগপ্রচ্যুতস্বরূপগুণতয়াবস্থিতমীশ্বরং পশ্যন্না-ত্মানং স্বমাত্মনা প্রকৃতিবিকারবিবেকগ্রাহিণা বিষয়রসগৃধ্নুনা মনসা ন

পরমাত্মরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে সমান অবস্থিত হইয়াও, বিনশ্বর বস্তুর ধর্ম্ম যে বিনাশিত্ব, তাহা স্বীকার করেন না; যিনি পরমাত্মাকে এইরূপে জানেন, তিনিই তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারেন ॥ ২৭ ॥

প্রকৃতির ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়াই বদ্ধজীবসকলের অবস্থার পার্থক্য ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে যিনি বিবেক-দ্বারা সর্ব্বভূতস্থিত আমার ঐশ্বর-ভাবকে সর্ব্বত্র সমান বলিয়া জানেন, তিনি কুপথগামি-মনোদ্বারা তাঁহার জৈব-সত্তার অধঃপাত সাধন করেন না ॥ ২৮ ॥

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥

হিনস্তি নাধঃপাতয়তি ; স তদ্‌রসবিরক্তেন তেন পরামুৎকৃষ্টাং গতিং তদ্‌-বিকারেভ্যঃ সবিবেকখ্যাতিং যাতি ॥ ২৮ ॥

প্রকৃতেঃ স্ববিবেকং কথং যাতীত্যপেক্ষায়াং তত্র প্রকারমাহ,—প্রকৃত্যৈবেতি দ্বাভ্যাম্। যঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি প্রকৃত্যৈব, চান্মদধিষ্ঠিতয়েশ্বরপ্রেরিতয়া ক্রিয়মাণানি পশ্যতি, তথাত্মানং তেষাং কর্ম্মণামকর্ত্তারং পশ্যতি, স এব পশ্যতি স্বযাথাত্ম্যদর্শী ভবতি। অয়মর্থঃ,—ন খলু বিজ্ঞানানন্দস্বভাবোঽহং যুদ্ধযজ্ঞাদীনি দুঃখময়ানি কর্ম্মাণি করোমি, কিন্ত্বনাদিভোগবাসনেনাবিবেকিনা ময়াধিষ্ঠিতা মদ্ভোগসিদ্ধয়ে মদ্বাসনানুগুণেন পরেশেন চ প্রেরিতা সুখদুঃখমোহস্বভাবা প্রকৃতিরেব মদ্দেহাদি-দ্বারা তানি করোতীতি

'দেহেন্দ্রিয়াদির আকারে পরিণতা মৎকর্ম্মফলদাত্রী ঈশ্বরপ্রেরিতা প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্ম করিতেছে, কিন্তু আত্ম-স্বরূপ আমি কিছু করি না', —এরূপ যিনি দেখিতে পা'ন, তিনি আপনাকে সমস্ত-কর্ম্মের মধ্যে 'অকর্ত্তা' বলিয়া দৃষ্টি করেন ॥ ২৯ ॥

যে-সময়ে বিবেকী পুরুষ প্রলয়-সময়ে স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহের সেই-সেই-আকারগত পার্থক্য একমাত্র প্রকৃতিতেই অবস্থিত দেখেন এবং সৃষ্টিসময়ে সেই এক-প্রকৃতি হইতেই ভূতসকলের বিস্তার জানিতে পারেন, তৎকালে তাঁহার প্রকৃতিগত ভেদবুদ্ধি রহিত হয় ; তিনি তখন শুদ্ধচিৎ-তত্ত্বনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মের সহিত চিদাকার-সম্বন্ধে ঐক্য লাভ করেন। এই অভেদবুদ্ধি লাভ করিয়া জীব দ্রষ্টৃস্বরূপ পরমাত্মাকে কিরূপ দর্শন করেন, তাহা পরে বলিতেছি ॥ ৩০ ॥

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

তদ্ধেতুকত্বাৎ সৈব তৎকর্ত্রীতি কর্ম্মকারিণ্যাঃ প্রকৃতেস্তদকর্ত্তা শুদ্ধো জীবো বিবিক্তঃ ; শুদ্ধস্যাপি কর্তৃত্বং তু পশ্যতীত্যনেন ব্যক্তমিতি ॥ ২৯ ॥

যদেতি। অয়ং জীবো যদা ভূতানাং দেবমানবাদীনাং পৃথগ্‌ভাবং তত্তদাকারগতং দেবত্ব-মানবত্ব-দীর্ঘত্ব-হ্রস্বত্বাদিরূপং পার্থক্যমেকস্থং প্রকৃতিগতমেব প্রলয়েঽনুপশ্যতি। ততঃ প্রকৃতিত এব সর্গে তেষাং দেবত্বাদীনাং বিস্তারঞ্চ পশ্যতি, ন ত্বাত্মস্থং তৎ পৃথক্‌ভাবং ন চাত্মনস্তদ্বিস্তারঞ্চ পশ্যতি—স্বপ্রকৃতিবিবিক্তাত্মদর্শী, তদা তদব্রহ্ম সম্পদ্যতে—তদ্বিবিক্তমভিব্যক্তাপহতপাপ্মত্বাদি-বৃহদ্‌গুণাষ্টকং স্বমনুভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

নন্বু পরেশমাত্মানঞ্চ বিবিক্তং পশ্যন্ কৃতার্থো ভবতীত্যুক্তিরযুক্তা ; "এতেভ্য এব ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" ইতি জীবস্য দেহেন সহোৎপত্তিবিনাশশ্রবণাদিতি চেত্তত্রাহ,—অনাদিত্বাদিতি। অয়মাত্মা জীবঃ শরীরস্থোঽপ্যনাদিত্বাৎ পরমব্যয়োঽব্যয়ত্বপ্রধানধর্ম্মত্বাদ্‌-বিনাশশূন্যো নির্গুণত্বাদ্বিশুদ্ধজ্ঞানানন্দত্বান্ন যুদ্ধযজ্ঞাদিকর্ম্ম করোতি ; অতঃ শরীরেন্দ্রিয়স্বভাবেনোৎপত্তিবিনাশলক্ষণেন ন লিপ্যতে। শ্রুত্যর্থস্ত্বৌপচারিকতয়া নেয়ঃ ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মসম্পন্ন জীব তখন দেখিতে পা'ন যে, আত্মা—পরম অব্যয়, অনাদি ও নির্গুণ ; এই শরীরে অবস্থান করিয়াও ক্ষেত্রধর্ম্মে লিপ্ত হন না। লুপ্ত না হইয়াও জীব ক্ষেত্রকে কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা শুন ॥ ৩১ ॥

আকাশ যেরূপ সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত সর্ব্বগত হইয়াও অন্য-বস্তুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মসম্পন্নবিবেকী জীব সর্ব্বদেহস্থিত হইয়াও দেহধর্ম্মে লিপ্ত হন না ॥

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪ ॥

নন্থ শরীরে স্থিতস্তদ্ধর্ম্মৈঃ কুতো ন লিপ্যত ইত্যত্রাহ,—যথেতি। যথা সর্ব্বত্র পঙ্কাদৌ গতং প্রবিষ্টমপ্যাকাশং সৌক্ষ্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মৈর্ন লিপ্যতে, তথাত্মা জীবঃ সর্ব্বত্র দেবমানবাদাবুচ্চাবচে দেহে স্থিতোঽপি তদ্ধর্ম্মৈর্ন লিপ্যতে সৌক্ষ্ম্যাদেব॥

দেহধর্ম্মেণালিপ্ত এবাত্মা সধর্ম্মেণ দেহং পুষ্ণাতীত্যাহ,—যথেতি। যথৈকো রবিরিমং কৃৎস্নং লোকং প্রকাশয়তি প্রভয়া, তথৈকঃ ক্ষেত্রী জীবঃ কৃৎস্নমাপাদমস্তকমিদং ক্ষেত্রং দেহং প্রকাশয়তি চেতয়তি চেতনয়েত্যেবমাহ সূত্রকারঃ,—"গুণাদ্বা লোকবৎ" ইতি॥ ৩৩॥

অধ্যায়ার্থমুপসংহরন্ তজ্জ্ঞানফলমাহ,—ক্ষেত্রেতি। ক্ষেত্রেণ সহিতয়োঃ ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জীবেশয়োরেবং মদুক্তবিধয়ান্তরং ভেদং জ্ঞানচক্ষুষা বৈধর্ম্ম্যবিষয়ক-প্রজ্ঞা-নেত্রেণ যে বিদুস্তথাভূতানাং প্রকৃতেঃ সকাশান্মোক্ষং চ তৎসাধনমমানিত্বাদিকং যে বিদুস্তে প্রকৃতেঃ পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং পরব্যোমাখ্যং মৎপদং যান্তীতি॥ ৩৪॥

হে ভারত! এক সূর্য্য যেরূপ সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করে, ক্ষেত্রী [আত্মাও সমস্ত ক্ষেত্রকে সেইরূপ চেতনধর্ম্ম-দ্বারা প্রকাশ করেন॥ ৩৩॥

জড়া প্রকৃতির সমস্ত-কার্য্যই ক্ষেত্র; এবং পরমাত্মা ও আত্ম-রূপ দ্বিবিধ তত্ত্বাত্মক আত্মতত্ত্বই ক্ষেত্রজ্ঞ। যিনি এই অধ্যায়ের লিখিত প্রণালীমতে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ক্ষেত্রের ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং ভূতসকলের জড়নিষ্ঠ-প্রবৃত্তির মোক্ষ অবগত হন, তিনি প্রকৃতির পরতত্ত্ব পরব্যোম প্রাপ্ত হন॥ ৩৪॥

শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ গুরুপাদ আশ্রয়-পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি আলোচনা করিতে করিতে স্বীয় সমস্ত অনর্থ নাশ করত নিষ্ঠা লাভ

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

জীবেশৌ দেহমধ্যস্থৌ তত্রাদ্যো দেহধর্ম্মযুক্।
বধ্যতে মুচ্যতে বোধাদিতি জ্ঞানং ত্রয়োদশাৎ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

করেন। চিদচিদ্বিবেকাভাবই অনর্থসমূহের মধ্যে প্রধান। সেই অনর্থনিবৃত্ত্যাত্মক জ্ঞান শিক্ষা দিবার উদ্দেশে এই অধ্যায়ে ক্ষেত্র-তত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক কথিত হইয়াছে যে, মহাভূতসমূহ, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও পাঁচটি বিষয়, এই চব্বিশটি—ক্ষেত্র; ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত ও চেতনায়তন মনোবৃত্তি ও ধৈর্য্য, এইগুলি—ক্ষেত্রবিকার, এবং এতদতিরিক্ত কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতির অতীত অনাদি মদ্দাসত্বরূপ ব্রহ্ম-সম্পত্তির যোগ্য চিৎকণস্বরূপ জীব ও সর্ব্বব্যাপী আমার অংশরূপ পরমাত্মা, এই দুইজন—ক্ষেত্রজ্ঞ; ক্ষেত্র ও জীবরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগই 'সংসার'; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞানরূপ সম্বন্ধজ্ঞান-দ্বারাই পরমাত্মাবলোকনক্রমে স্বরূপানাবাপ্তিরূপ অনর্থের নিবৃত্তি হয়;—ইহা স্মরণাঙ্গানুগত তত্ত্ব।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ,—

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥

গুণাঃ স্যুর্বন্ধকাস্তে তু পরিচেয়াঃ ফলৈস্ত্রয়ঃ।
মদ্ভক্ত্যা তন্নিবৃত্তিঃ স্যাদিতি প্রোক্তং চতুর্দ্দশে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে মিথঃসংপৃক্তানাং প্রকৃতিজীবেশ্বরাণাং স্বরূপাণি বিবিচ্য জ্ঞানন্নমানিত্বাদিধর্ম্মৈর্বিশিষ্টঃ প্রকৃতিবন্ধাদ্বিমুচ্যতে, বন্ধহেতুশ্চ গুণসঙ্গ ইত্যুক্তম্। তত্র 'কে গুণাঃ, কস্মিন্ গুণে কথং সঙ্গঃ, কস্য গুণস্য সঙ্গাৎ কিং ফলং, গুণসঙ্গিনঃ কিম্বা লক্ষণং কথং বা গুণেভ্যো মুক্তিঃ?' ইত্যপেক্ষায়াং বক্ষ্যমাণমর্থমাত্মরুচ্যুৎপত্তয়ে ভগবান্ স্তৌতি,—পরমিতি দ্বাভ্যাম্। পরং পূর্ব্বোক্তাদন্যং প্রকৃতিজীবান্তর্গতমেব গুণবিষয়কং জ্ঞানং ভূয়ো বক্ষ্যামি—যজ্‌জ্ঞানানাং প্রকৃতিজীববিষয়কাণামুত্তমং শ্রেষ্ঠং নবনীতবদ্বুদ্ধতত্ত্বাৎ; যজ্‌জ্ঞাত্বোপলভ্য সর্ব্বে মুনয়স্তন্মননশীলা ইতো লোকে পরমাত্মযাথাত্ম্যোপলব্ধিলক্ষণাং সিদ্ধিং গতাঃ; যদ্বা, জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমুপদেশং, তচ্চ

সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পরমতত্ত্ব-সম্বন্ধে সমুদয় কথা বলিয়াছি। জ্ঞানের দ্বারা যে-প্রকারে সেই ভগবত্তত্ত্বরূপ উত্তম জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা আমি পুনরায় বলিতেছি;—যাহা অবগত হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠ সনকাদি মুনিসকল পর-সিদ্ধি-রূপা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

প্রাগুক্তমপি ভূয়ঃ পুনর্বিধান্তরেণ বক্ষ্যামি। তচ্চ জ্ঞানানাং তপঃপ্রভৃতীনাং জ্ঞানসাধনানাং মধ্যে পরমুত্তমমত্যুত্তমং তদন্তরঙ্গসাধনত্বাৎ,—যজ্‌জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয় ইতো লোকাৎ পরাং মোক্ষলক্ষণাং সিদ্ধিং গতাঃ ॥ ১ ॥

ইদমিতি। গুরূপাসনয়েদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য প্রাপ্য জনাঃ সর্ব্বেশস্য মম নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টকস্য সাধর্ম্ম্যং সাধনাবির্ভাবিতেন তদষ্টকেন সাম্যমাগতাঃ সন্তঃ সর্গে নোপজায়ন্তে, সৃজিকর্ম্মতাং নাপ্নুবন্তি, প্রলয়ে ন ব্যথন্তে—মৃতি কর্ম্মতাঞ্চ ন যান্তীতি জন্মমৃত্যুভ্যাং রহিতা মুক্তা ভবন্তীতি মোক্ষে জীব-বহুত্বমুক্তম্;—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যশ্চৈতদবগতম্ ॥ ২ ॥

জ্ঞান—সামান্যতঃ 'সগুণ'; 'নির্গুণ'-জ্ঞানকেই 'উত্তম-জ্ঞান' বলা যায়; সেই নির্গুণ জ্ঞানকে আশ্রয় করিলেই জীব আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ আমার নিত্য অষ্টগুণযুক্ততা লাভ করে। জড়বুদ্ধি নরগণ মনে করে যে, প্রাকৃত ধর্ম্ম, প্রাকৃত রূপ ও প্রাকৃত অবস্থা পরিত্যাগ করিলে জৈবধর্ম্ম রূপ-শূন্য ও অবস্থা-শূন্য হয়। তাহারা জানে না যে, জড়জগতে যেরূপ 'বিশেষ'-নামক ধর্ম্মের দ্বারা বস্তুসকলের পার্থক্য আছে, তদ্রূপ জড়া প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যে মদ্ধামরূপ বৈকুণ্ঠরাজ্য আছে, তাহাতেও একটি বিশুদ্ধ 'বিশেষ-ধর্ম্ম' আছে। সেই 'বিশেষ'-দ্বারা অপ্রাকৃত ধর্ম্ম, অপ্রাকৃত রূপ ও অপ্রাকৃত অবস্থা নিত্য ব্যবস্থাপিত আছে; উহাকে 'আমার নির্গুণ সাধর্ম্ম্য' বলে। নির্গুণজ্ঞানের দ্বারা প্রথমে সগুণ-জগৎকে অতিক্রম করত নির্গুণ-ব্রহ্ম-লাভ হয় এবং তল্লাভান্তে অপ্রাকৃত গুণসকল উদিত হয়। তাহা হইলে সৃষ্টিসময়ে জড়-জগতে জীব আর জন্ম লাভ করে না এবং প্রলয়ে আত্মবিনাশরূপ ব্যথা পায় না ॥ ২ ॥

মমযোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

তদেবং বক্তব্যার্থস্তত্যা তস্মিন্ রুচিং শ্রোতুরুৎপাদ্য 'ভূমিরাপঃ' ইত্যাদিদ্বয়ার্থানুসারাৎ 'যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ' ইত্যাদৌ প্রকৃতিজীব-সংযোগং পরেশহেতুকমভিমতমিহ স্ফুটয়তি,—মমেতি। মহৎ সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য কারণং ব্রহ্মাভিব্যক্ত-সত্বাদিগুণকং প্রধানং মম সর্ব্বেশ্বরস্যাণ্ড-কোটিস্রষ্টুর্যোনির্গর্ভধারণস্থানং ভবতি। প্রধানে ব্রহ্মশব্দশ্চ,—"তস্মাদেতদ্-ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে" ইতি শ্রুতেঃ; তস্মিন্মহতি ব্রহ্মণি যোনিভূতে গর্ভং পরমাণুচৈতন্যরাশিমহং দধাম্যর্পয়ামি;—'ভূমিরাপঃ' ইত্যাদিনা যা জড়া প্রকৃতিরুক্তা, সেহ মহদ্‌ব্রহ্মেত্যুচ্যতে; 'ইতস্ত্বন্যাম্' ইত্যাদিনা যা চেতনা প্রকৃতিরুক্তা, সেহ সর্ব্বপ্রাণিবীজত্বাদ্‌গর্ভশব্দেনেতি;—ভোগক্ষেত্র-ভূতয়া জড়য়া প্রকৃত্যা সহ চেতনভোক্তৃবর্গং সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। ততো মহদ্ধেতুকাৎ প্রকৃতিদ্বয়সংযোগাদ্‌গর্ভাধানাদ্বা সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তানাং সম্ভবো জনির্ভবতি ॥ ৩ ॥

জড়া প্রকৃতির মূল-তত্ত্বই—জগতের মাতৃযোনিত্ব; আমি সেই জগৎ-যোনি 'প্রধান'সংজ্ঞক ব্রহ্মে গর্ভ আধান করি; তাহাতেই সমস্তভূতের উৎপত্তি হয়। আমার পরা প্রকৃতির জড়-প্রভাবই ঐ 'ব্রহ্ম'; তাহাতেই ঐ পরা প্রকৃতির তটস্থ-প্রভাব-গত জীব-রূপ বীর্য্য আধান করি; তাহা হইতেই ব্রহ্মাদি সমস্ত-জীবের জন্ম হয় ॥ ৩ ॥

দেব-তির্য্যগাদি সমস্ত-যোনিতে যত মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপা যোনিই সেইসকলের মাতা, এবং কারণ-চৈতন্যবিগ্রহস্বরূপ আমিই সে-সকলের বীজপ্রদ পিতা ॥ ৪ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥

সর্ব্বেতি। হে কৌন্তেয়! সর্ব্বযোনিষু দেবাদিস্থাবরান্তাসু খনিষু যা মূর্ত্তয়স্তনবঃ সংভবন্তি, তাসাং মহদ্‌ব্রহ্ম প্রধানং যোনিরুৎপত্তিহেতুর্মাতেত্যর্থঃ; জীবপ্রদস্তৎকর্ম্মানুগুণ্যেন পরমাণুচৈতন্যরাশিসংযোজকঃ পরেশোহহং পিতা ভবামি ॥ ৪ ॥

অথ 'কে গুণাঃ, কথং তেষু পুরুষস্য সঙ্গঃ, কথং বা তে তং নিবধ্নন্তি' ইত্যাহ,—সত্ত্বমিতি চতুর্ভিঃ। সত্ত্বাদিসংজ্ঞকাস্ত্রয়ো গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ প্রকৃতেরভিব্যক্তাস্তে স্বকার্য্যে দেহে স্থিতং পুরুষমব্যয়ং বস্তুতো নির্ব্বিকার-মপি নিবধ্নন্ত্যবিবেকগৃহীতৈঃ সুখদুঃখমোহৈঃ স্বধর্ম্মৈস্তং যোজয়ন্তীতি ॥ ৫ ॥

অথ সত্ত্বাদীনাং ত্রয়াণাং লক্ষণানি বন্ধকতা-প্রকারাংশ্চাহ,—তত্রেতি ত্রিভিঃ। তত্র তেষু ত্রিষু মধ্যে সত্ত্বং প্রকাশকং জ্ঞানব্যঞ্জকমনাময়মরোগং দুঃখবিরোধি-সুখব্যঞ্জকমিতি যাবৎ; কুতঃ? নির্ম্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ; তথা চ "প্রকাশসুখকারণং সত্ত্বম্" ইতি। তচ্চ সত্ত্বং স্বকার্য্যে জ্ঞানে সুখে চ যঃ সংযোগো 'জ্ঞান্যহং, সুখ্যহম্' ইত্যভিমানস্তেন পুরুষং নিবধ্নাতি; জ্ঞানং চেদং লৌকিকবস্তুযাথাত্ম্যবিষয়ং সুখঞ্চ দেহেন্দ্রিয়প্রসাদরূপং বোধ্যম্। তত্র

সেই জড়োৎপাদিকা প্রকৃতি হইতেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণ নিঃসৃত হয়; আর তটস্থা-প্রকৃতি হইতে যে-সকল জীব জড়া প্রকৃতির গর্ভে জাত হয়, সেইসকল অব্যয় চিৎস্বরূপ জীবকে দেহিরূপে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত তিনটি গুণ বন্ধন করে ॥ ৫ ॥

প্রকৃতির 'সত্ত্বগুণ'—অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল, প্রকাশকারী ও পাপশূন্য; সত্ত্বগুণই চৈতন্যস্বরূপ জীবকে জ্ঞান ও সুখের সঙ্গ-দ্বারা বদ্ধ করে ॥ ৬ ॥

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥

তত্র সঙ্গে সতি তদুপায়েষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তিস্তৎফলানুভবোপায়েষু দেহেষূৎপত্তিঃ, পুনশ্চ তত্র তত্র সঙ্গ ইতি ন সত্ত্বাদ্বিমুক্তিঃ ॥ ৬ ॥

রজ ইতি রাগঃ স্ত্রীপুরুষয়োর্মিথোঽভিলাষস্তদাত্মকং রজোবৃদ্ধিহেতু-কার্য্যয়োস্তাদাত্ম্যাৎ ; তচ্চ তৃষ্ণাদিসমুদ্ভবং শব্দাদিবিষয়াভিলাষস্তৃষ্ণা, পুত্র-মিত্রাদিসংযোগোঽভিলাষঃ সঙ্গস্তয়োঃ সম্ভবো যস্মাত্তৎ ; তথা চ "রাগতৃষ্ণা-সঙ্গকারণং রজঃ" ইতি। তদ্রজঃ স্ত্রীবিষয়পুত্রাদিপ্রাপকেষু কর্ম্মসু সঙ্গেনা-ভিলাষেণ দেহিনং পুরুষং নিবধ্নাতি—স্ত্র্যাদি-স্পৃহয়া কর্ম্মাণি করোতি, তানি তৎফলানুভবোপায়ভূতান্ স্ত্র্যাদীন্ প্রাপয়ন্তি, পুনরপ্যেবমিতি রজসো ন বিমুক্তিঃ ॥ ৭ ॥

তমস্ত্বিতি। তু-শব্দঃ পূর্ব্বাদ্বয়াদ্বিশেষদ্যোতকঃ। বস্তুযাথাত্ম্যাবগমো জ্ঞানং তদ্বিরোধ্যাবরকতা-প্রধানং প্রকৃত্যংশোঽজ্ঞানং, তস্মাজ্জাতং তমোঽতঃ সর্ব্ব-দেহিনাং মোহনং বিপর্য্যয়জ্ঞানজনকম্ ; তথা চ "বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানাবরকং

'রজোগুণ'কে তৃষ্ণা-সঙ্গজাত অভিলাষাত্মক ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে ; হে কৌন্তেয়, সেই রজোগুণই দেহীকে কর্ম্মসঙ্গে আবদ্ধ করে ॥ ৭ ॥

সমস্ত-দেহীর মোহনকারী অজ্ঞানজাত গুণকেই 'তমঃ' বলিয়া জানিবে ; প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা-সহকারে তমোগুণ জীবকে আবদ্ধ করে ॥ ৮ ॥

সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে বদ্ধ করে, রজোগুণ কর্ম্মে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ প্রমাদে বন্ধন করিয়া ফেলে ॥ ৯ ॥

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥

বিপর্য্যয়জ্ঞানজনকং তমঃ" ইতি। তস্তমঃ প্রমাদাদিভিঃ স্বকার্য্যৈঃ পুরুষং নিবধ্নাতি ; তত্র প্রমাদোঽনবধানমকার্য্যে কর্ম্মণি প্রবৃত্তিরূপং সত্ত্বকার্য্য-প্রকাশবিরোধী, আলস্যমনুদ্যমো রজঃকার্য্যপ্রবৃত্তিবিরোধি, তদুভয়-বিরোধিনী তু নিদ্রা চিত্তাবসাদাত্মেতি ॥ ৮ ॥

গুণাঃ স্বান্যদ্বয়োৎকৃষ্টাঃ সন্তঃ স্বকার্য্যং তন্বন্তীত্যাহ,—সত্ত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। সত্ত্বমুৎকৃষ্টং সৎ স্বকার্য্যে সুখে পুরুষং সংজয়ত্যাসক্তং করোতি ; রজ উৎকৃষ্টং সৎ কর্ম্মণি তং সঞ্জয়তি ; তম উৎকৃষ্টং সৎ প্রমাদে তং সঞ্জয়তি জ্ঞানমা-বৃত্যাচ্ছাদ্যাজ্ঞানমুৎপাদ্যেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

সমেষু ত্রিষু কথমকস্মাদেকস্যোৎকর্ষ ইতি চেৎ প্রাচীন-তাদৃশকর্ম্মোদয়া-ত্তাদৃশাহারাচ্চ স্বভবতীতি ভাববানাহ,—রজ ইতি। সত্ত্বং কর্ত্তৃ রজস্তম-

---

যেখানে সত্ত্বগুণ প্রবল, সেখানে রজঃ ও তমঃ পরাজিত ; যেখানে রজোগুণ প্রবল, সেখানে সত্ত্ব ও তমঃ পরাজিত এবং যেখানে তমোগুণ প্রবল, সেখানে সত্ত্ব ও রজঃ অভিভূত থাকে। এইরূপ গুণসকলের পৃথক্ স্থিতি ও পরস্পর-সম্বন্ধে অবস্থিতি জানিতে হইবে ॥ ১০ ॥

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি-দ্বারা এই জড়দেহের ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারসকলে 'প্রকাশ-গুণ' বৃদ্ধি পায় ; তাহাই 'ঐন্দ্রিয়জ্ঞান' ॥ ১১ ॥

যাহার রজোগুণ বৃদ্ধি পায়, তাহার লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ভ, কর্ম্মা-গ্রহিতা ও স্পৃহা বৃদ্ধি পায় ॥ ১২ ॥

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

শ্চাভিভূয়ো তিরস্কৃত্যোৎকৃষ্টং ভবতি, রজঃ কর্ত্তৃ সত্ত্বং তমশ্চাভিভূয়োৎকৃষ্টং ভবতি, তমঃ কর্ত্তৃ সত্ত্বং রজশ্চাভিভূয়োৎকৃষ্টং ভবতি ; যদোৎকৃষ্টং ভবতি, তদা পূর্ব্বোক্তমসাধারণং কার্য্যং করোতীতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

উৎকৃষ্টানাং সত্ত্বাদীনাং লিঙ্গান্যাহ,—সর্ব্বেতি ত্রিভিঃ। যদা সর্ব্বেষু জ্ঞানদ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু শব্দাদিযাথাত্ম্যপ্রকাশরূপং জ্ঞানমুপজায়তে, তদা তাদৃশজ্ঞানলিঙ্গেনাস্মিন্ দেহে সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ। উতেত্যপ্যর্থে,—সুখলিঙ্গেনাপি তদ্বিদ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

লোভঃ স্বদ্রব্যাত্যাগপরতা, প্রবৃত্তিস্তদ্বৃদ্ধিযত্নপরতা, কর্ম্মণাং গৃহনির্ম্মাণাদীনামারম্ভঃ, অশমো বিষয়ভোগাদিন্দ্রিয়াণামনুপরতিঃ, স্পৃহা বিষয়লিপ্সা, —এতৈর্লিঙ্গৈ রজো বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ ॥ ১২ ॥

অপ্রকাশো জ্ঞানাভাবঃ, শাস্ত্রাবিহিতবিষয়গ্রহরূপোঽপ্রবৃত্তিঃ ক্রিয়া-

---

হে কুরুনন্দন, তমোবৃদ্ধি হইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয় ॥ ১৩ ॥

সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির দেহত্যাগ হইলে হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকদিগের সুখপ্রদ লোক-লাভ হয় ॥ ১৪ ॥

রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিদিগের কুলে জন্মলাভ হয়, এবং তমোগুণাবিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মূঢ় চতুষ্পদাদি-যোনিতে জন্মপ্রাপ্তি হয় ॥ ১৫ ॥

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

বিমুখতা, প্রমাদঃ করাদিস্থেঽপ্যর্থে নাস্তীতি প্রত্যয়ো মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ এতৈর্লিঙ্গৈস্তমো বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ ॥ ১৩ ॥

মৃতিকালে বিবৃদ্ধানাং গুণানাং ফলবিশেষানাহ,—যদেতি দ্বাভ্যাম্। সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি যদা দেহভৃজ্জীবঃ প্রলয়ং যাতি ম্রিয়তে, তদোত্তমবিদাং হিরণ্যগর্ভাদ্যুপাসকানাং লোকান্ দিব্যভোগোপেতান্ প্রতিপদ্যতে লভতে; অমলান্ রজস্তমো-মলহীনান্ ॥ ১৪ ॥

রজসি প্রবৃদ্ধে প্রলয়ং মরণং গত্বা জনঃ কর্ম্মসঙ্গিষু কাম্যকর্ম্মাসক্তেষু নৃষু মধ্যে জায়তে ; তথা তমসি প্রবৃদ্ধে প্রলীনো মৃতো জনো মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

অথ গুণানাং স্বানুরূপকর্ম্মদ্বারা বিচিত্রফলহেতুত্বমাহ,—কর্ম্মণ ইতি। সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণো নির্ম্মলং ফলমাহুর্গুণস্বভাববিদো মুনয়ো মলদুঃখমোহরূপ-রজস্তমঃফল-লক্ষণান্নির্গতং সুখমিত্যর্থঃ ; তচ্চ সাত্ত্বিকং সত্ত্বেন নির্ব্বর্ত্তম্। রজসো রাজসস্য কর্ম্মণঃ ফলং দুঃখং কার্য্যস্য কারণানুরূপ্যাদ্দুঃখপ্রচুরং কিঞ্চিৎ সুখমিত্যর্থঃ। তমসস্তামসস্য কর্ম্মণো হিংসাদেঃ ফলমজ্ঞানচৈতন্যপ্রায়ং দুঃখমেবেত্যর্থঃ। তত্র রজস্তমঃশব্দাভ্যাং রাজসতামসকর্ম্মণী লক্ষ্যে,—'গোভিঃ প্রীণিতমৎসরম্' ইত্যত্র যথা গো-শব্দেন গো-পয়ো

সুকৃত সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফলকে 'নির্ম্মল', রাজসিক কর্ম্মের ফলকে 'দুঃখ' এবং তামসিক কর্ম্মের ফলকে 'অজ্ঞান' বা 'অচেতন' বলা হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয় ॥ ১৭ ॥

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ১৮ ॥
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

লক্ষ্যতে। সাত্ত্বিকাদিকর্ম্মণাং লক্ষণান্যষ্টাদশে বক্ষ্যন্তে,—'নিয়তং সঙ্গ-রহিতম্' ইত্যাদিভিঃ ॥ ১৬ ॥

ঈদৃক্‌ফলবৈচিত্র্যে প্রাগুক্তমেব হেতুমাহ,—সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাৎ প্রকাশ-লক্ষণং জ্ঞানং জায়তে ; অতঃ সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ প্রকাশপ্রচুরং সুখং ফলম্। রজসো লোভস্তৃষ্ণা-বিশেষো যো বিষয়কোটিভিরপ্যভিসেবিতৈর্দুষ্পূরস্তস্য চ দুঃখহেতুত্বাত্তৎপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণো দুঃখপ্রচুরং কিঞ্চিৎ সুখং ফলম্। তমসস্তু প্রমাদাদীনি ভবন্ত্যতস্তৎপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণোঽচৈতন্যপ্রচুরং দুঃখমেব ফলম্ ॥ ১৭ ॥

অথ সত্ত্বাদিবৃত্তিনিষ্ঠানাং তান্যেব ফলান্যূর্দ্ধমধ্যাধো-ভাবেনাহ,—ঊর্দ্ধ-মিতি। তমসি বৃত্তি-শব্দাদিতরয়োশ্চ বৃত্তির্বিবক্ষিতা। সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্ববৃত্তি-নিষ্ঠাঃ সত্ত্বতারতম্যেনোর্দ্ধং সত্যলোকপর্য্যন্তং গচ্ছন্তি ; রাজসা রজোবৃত্তি-নিষ্ঠা মধ্যে পুণ্যপাপমিশ্রিতে মনুষ্য-লোকে তিষ্ঠন্তি—মনুষ্যা এব ভবন্তি রজস্তারতম্যেন। জঘন্যঃ সত্ত্বরজোঽপেক্ষয়া নিকৃষ্টো যো গুণস্তমঃসংজ্ঞস্তদ্-বৃত্তৌ প্রমাদাদৌ স্থিতাস্ত্বধো গচ্ছন্তি—তমস্তারতম্যেন পশুপক্ষিস্থাবরাদি-

---

সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তি ঊর্দ্ধগতি লাভ করে অর্থাৎ 'সত্য-লোক' পর্য্যন্ত যায় ; রাজস লোকেরা নরলোকে স্থান লাভ করে, এবং তামস ব্যক্তিগণ অধঃ-পতিত হইয়া নরকে গমন করে ॥ ১৮ ॥

'গুণসকলই কর্ত্তা, গুণের অন্য কর্ত্তা নাই',—সূক্ষ্মদর্শনের দ্বারা এইরূপ অনুভব করিয়া জীব গুণসকলের অতীত যে ভগবদ্ভাব, তাহা জানিতে পারিলে মদ্ভাবরূপা শুদ্ধভক্তি লাভ করেন ॥ ১৯ ॥

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরা-দুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

যোনিং লভন্তে। তামসা ইত্যুক্তিস্তেষাং সর্ব্বদা তমসি স্থিতিং ব্যনক্তি ॥ ১৮ ॥

এবং গুণবিবেকাৎ সংসারমুক্ত্বা তদ্বিবেকান্মোক্ষমাহ,—নান্যমিতি দ্বাভ্যাম্। দ্রষ্টা তত্ত্বযাথাত্ম্যদর্শী জীবো যদা দেহেন্দ্রিয়াত্মনা পরিণতেভ্যো গুণেভ্যোঽন্যং কর্ত্তারং নানুপশ্যতি,—গুণান্ কর্ত্তৃন্ পশ্যত্যাত্মানং গুণেভ্যঃ পরমকর্ত্তারং বেত্তি, তদা স মদ্ভাবমধিগচ্ছতি। অয়মাশয়ঃ,—ন খলু বিজ্ঞানানন্দো বিশুদ্ধো জীবো যুদ্ধযজ্ঞাদিদুঃখময়কর্ম্মণাং কর্ত্তা, কিন্তু গুণময়-দেহেন্দ্রিয়বানেব সংস্তথেতি গুণহেতুকত্বাদ্‌গুণনিষ্ঠং তৎকর্ম্মকর্ত্তৃত্বং, ন তু বিশুদ্ধাত্মনিষ্ঠমিতি যদানুপশ্যতি, তদা মদ্ভাবমসংসারিত্বং মৎপরভক্তিং বা, লভত ইতি পুরাপ্যেতদভাষি ; ইহ গুণহেতুকং কর্ত্তৃত্বং শুদ্ধস্য নিষিদ্ধং, ন তু শুদ্ধনিষ্ঠমিতি, 'তস্য দ্রষ্টা' ইত্যাদিনোক্তম্ ॥ ১৯ ॥

মদ্ভাবপদেনোক্তমর্থং স্ফুটয়তি,—গুণানিতি। দেহী দেহমধ্যস্থোঽপি জীবো গুণপুরুষবিবেক-বলেনৈতান্ দেহসমুদ্ভবান্ দেহোৎপাদকাংস্ত্রীন্ গুণা-

---

দেহবিশিষ্ট জীব নির্গুণ-নিষ্ঠা-দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি দেহোদ্ভূত গুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিপ্রভৃতি দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্গুণ-প্রেমরূপ অমৃত ভোগ করিতে থাকেন ॥ ২০ ॥

এতাবৎ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন,—হে প্রভো, যিনি উক্ত তিন গুণেরই অতীত হন, তাঁহার কি লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন ; তিনি কিরূপ আচার করেন এবং কিরূপ সাধন-দ্বারা ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান হন ?

শ্রীভগবানুবাচ,—

// প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

নতীত্যোল্লঙ্ঘ্য জন্মাদিভির্বিমুক্তোঽমৃতমাত্মানমশ্নুতেঽনুভবতি। সোঽয়ম-সংসারিত্বলক্ষণো মদ্ভাবো মৎপরভক্তিপাত্রতা-লক্ষণো বা; এবং বক্ষ্যতি,—'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

গুণাতীতস্য লক্ষণমাচারং চ গুণাত্যয়সাধনঞ্চার্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি,—কৈরি-ত্যর্দ্ধকেন। প্রথমঃ প্রশ্নঃ—কৈশ্চিহ্নৈর্গুণাতীতো জ্ঞাতুং শক্য ইত্যর্থঃ; কিমাচার ইতি দ্বিতীয়ঃ—স কিং যথেষ্টাচারো নিয়তাচারো বেত্যর্থঃ। কথং চৈতানিতি তৃতীয়ঃ—কেন সাধনেন গুণানত্যেতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

অর্জ্জুনের তিনটি প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কহিতে লাগিলেন,—"তোমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, 'গুণাতীত ব্যক্তির চিহ্ন কি?' তাহার উত্তর এই যে, দ্বেষরাহিত্য ও আকাঙ্ক্ষা-রাহিত্যই তাহার লিঙ্গ। বদ্ধজীব জড়-জগতে অবস্থিত হইয়া জড়-প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণত্রয়ের মধ্যেই আছেন; সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিলেই কেবল সেই গুণ-ত্রয়ের উচ্ছিত্তি হয়; কিন্তু যে-পর্য্যন্ত না লিঙ্গভঙ্গরূপা মুক্তি ভগবদিচ্ছা-ক্রমে লাভ কর, সে-পর্য্যন্ত নির্গুণতা লাভ করিবার উপায় একমাত্র দ্বেষ-পরিত্যাগ ও আকাঙ্ক্ষা-পরিত্যাগকেই জানিবে। দেহসত্ত্বে 'প্রকাশ', 'প্রবৃত্তি' ও 'মোহ' (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতেই এই তিনটি উদিত হয়) অবশ্যই দেহে অনুস্যূত থাকিবে; কিন্তু ঐসকলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা-দ্বারা প্রবৃত্ত হইবে না এবং দ্বেষ-দ্বারা তাহাদের নিবৃত্তির চেষ্টা করিবে না। এই লিঙ্গদ্বয় যাঁহাতে লক্ষিত হয়, তিনিই 'নির্গুণ'। চেষ্টা-দ্বারাও বিশেষ স্বার্থ-পর আগ্রহ-দ্বারা যাহারা সংসারে প্রবৃত্ত অথবা সংসারকে 'মিথ্যা' জানিয়া যাহারা চেষ্টা-পূর্ব্বক বৈরাগ্য অভ্যাস করে, তাহারা কখনও নির্গুণ নয় ॥

// উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবাতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

যদ্যপি 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা' ইত্যাদিনা পূর্বমিদং 'প্রজহাতি যদা কামান্' ইত্যাদিনোত্তরিতঞ্চ, তথাপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া পৃচ্ছতীতি বিধান্তরেণ তস্য লক্ষণাদীন্যাহ ভগবান্,—প্রকাশং চেত্যাদি পঞ্চভিঃ; তত্রৈকেন লক্ষণং স্বসংবেদ্যমাহ,—প্রকাশং সত্ত্বকার্য্যং, প্রবৃত্তিং রজঃকার্য্যং, মোহং তমঃ-কার্য্যম্; এতানি ত্রীণি সংপ্রবৃত্তান্যুৎপাদকসামগ্রীবশাৎ প্রাপ্তানি দুঃখ-রূপাণ্যপি দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি, বিনাশকসামগ্রীবশান্নিবৃত্তানি বিনষ্টানি

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, 'গুণাতীত ব্যক্তির আচার কি?' তাঁহার আচার এইরূপ,—গুণসকল তাঁহার শরীরে, মনে ও ব্যবহারে আপনআপন-কার্য্য করিতেছে। তিনি গুণগুলিকে কার্য্য করিতে দিয়া স্বয়ং তাহাদের হইতে পৃথক্ চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া উদাসীনের ন্যায় তাহাতে লিপ্ত হন না। তাঁহার দেহচেষ্টা-দ্বারা দুঃখ, সুখ, লোষ্ট্র, প্রস্তর, কাঞ্চন, প্রিয়, অপ্রিয়, নিন্দা ও স্তুতি, এই সমস্ত উপস্থিত হয়; কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি সমান দৃষ্টি করেন এবং স্বস্থ অর্থাৎ চৈতন্যস্থ হইয়া তাহাদিগকে তুল্য জ্ঞান করেন। তাঁহার সাংসারিক ব্যবহার-দ্বারা যে সকল মান-অপমান, শত্রু-মিত্র সঙ্ঘটিত হয়, তিনি সে-সমস্তই লৌকিক ব্যবহারে ন্যস্ত করিয়া, স্বীয় চৈতন্য-সম্বন্ধে কিছুই নয়, এরূপ জানেন। আসক্তি ও বৈরাগ্যের যতপ্রকার আরম্ভ আছে, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক 'গুণাতীত' নাম প্রাপ্ত হন ॥ ২২-২৫ ॥

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

তানি সুখরূপাণ্যপি সুখবুদ্ধ্যা যো নাকাঙ্ক্ষতি ; এতাদৃশদ্বেষরাগশূন্যো গুণাতীতঃ স উচ্যত ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। স্বগতো দ্বেষতদভাবৌ রাগতদভাবৌ চ পরো ন বেদিতুমর্হতীতি স্বসংবেদ্যমিদং লক্ষণম্। অথ পরসংবেদ্যলক্ষণং বক্তুং 'কিমাচারঃ' ইতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ,—উদাসীনেতি ত্রিভিঃ। উদাসীনো মধ্যস্থো যথা বিবাদিনোঃ পক্ষগ্রহৈঃ স্বমাধ্যস্থ্যান্ন বিচাল্যতে, তথা সুখদুঃখাদিভাবেন পরিণতৈর্গুণৈর্যো নাত্মাবস্থিতৈর্বিচাল্যতে, কিন্তু গুণাঃ স্বকার্য্যেষু প্রকাশাদিষু বর্ত্তন্তে, মম তৈর্ন সম্বন্ধ ইতি নিশ্চিত্য তূষ্ণীমবতিষ্ঠতে, নেঙ্গতে গুণকার্য্যানুরূপেণ ন চেষ্টতে, গুণাতীতঃ স উচ্যত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিঞ্চ, সমেতি। যতোঽয়ং স্বস্থঃ স্বরূপনিষ্ঠোঽতএব সমদুঃখসুখঃ সমে অনাত্মধর্ম্মত্বাৎ তুল্যে সুখদুঃখে যস্য সঃ, সমান্যনুপাদেয়তয়া তুল্যানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য সঃ, লোষ্ট্রমৃৎপিণ্ডতুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখসাধনে বস্তুনী যস্য সঃ, ধীরঃ প্রকৃতিপুরুষবিবেককুশলঃ, তুল্যে নিন্দাত্মসংস্তুতী যস্য সঃ,—তৎপ্রয়োজকয়োর্দোষগুণয়োরাত্মগতত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। য ঈদৃশো, গুণাতীতঃ স উচ্যত ইতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ। মানেতি স্ফুটার্থঃ। নিন্দাস্তুতী বাগ্ব্যাপারেণ সাধ্যে, মানাপমানৌ তু কায়মনোব্যাপারেণাপি স্যাতামিতি ভেদঃ। সর্ব্বেতি—দেহযাত্রামাত্রাদন্যৎ সর্ব্বকর্ম্ম গ্রাহ্যম্। য ঈদৃশো গুণাতীতঃ 'উদাসীনবৎ' ইত্যাদ্যুক্তা যস্যাচারাঃ পরৈরপি সংবেদ্যাঃ, স গুণাতীতো বোধ্যো ন তু তদুপপত্তিবাবদূক ইতি ভাবঃ ॥ ২২-২৫ ॥

তোমার তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া তিনি কিরূপে বর্ত্তমান হন? তাহার উত্তর এই যে, অব্যভিচারি-ভক্তিযোগ অর্থাৎ ভক্ত্যুদ্দেশক জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-দ্বারা আমাকে সেবা করিতে করিতে, আমার সাধর্ম্ম্য যে ব্রহ্মভাব, তাহা লাভ করেন ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্তত ইতি তৃতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ,—মাঞ্চেতি। চোঽবধারণে। 'নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারম্' ইত্যাদ্যুক্ত্যা যো গুণপুরুষবিবেকখ্যাতিমবাপ, তস্যৈব তস্য গুণাত্যয়ো ন সংসিধ্যতি, কিন্তু তদ্বানপি যো মাং কৃষ্ণমেব মায়া-গুণাস্পৃষ্টং মায়া-নিয়ন্তারং নারায়ণাদিরূপেণ বহুধাবির্ভূতং চিদানন্দঘনং সার্ব্বজ্ঞ্যাদি-গুণরত্নালয়মব্যভিচারেণৈ-

যদি বল, ব্রহ্মসম্পত্তিই জীবের সর্ব্বপ্রকার সাধনের ফল, তবে কিরূপে ব্রহ্মভূত ব্যক্তি তোমার নির্গুণ প্রেম সম্ভোগ করে? তবে বলি, শুন। আমার নিত্য নির্গুণ-অবস্থায় আমি স্বরূপ(বস্তু)তঃ 'ভগবান্'। আমার জড়শক্তিতে আমার তটস্থ-শক্তির চৈতন্যবীজের আধানকালে, প্রথমোক্ত শক্তির যে আদি-প্রকাশ, তাহাই আমার 'ব্রহ্ম'-স্বভাব। জড়বদ্ধ জীব জ্ঞানালোচনাক্রমে যখন উচ্চোচ্চ অবস্থা লাভ করিতে করিতে আমার ব্রহ্মধাম লাভ করেন, তখন তিনি নির্গুণ-অবস্থার প্রথম-সীমা প্রাপ্ত হন। সেই সীমা লাভ করিবার পূর্ব্বে জড়বিশেষ-ত্যাগরূপ একটি নির্ব্বিশেষভাব উপস্থিত হয়। তাহাতে অবস্থিত হইলে সেই নির্ব্বিশেষতা দূরীভূত হইয়া চিদ্বিশেষ হইয়া পড়ে। এই ক্রমানুসারে জ্ঞানমার্গে সনকাদি ঋষিগণ ও বামদেব প্রভৃতি নির্ব্বিশেষ আলোচকগণ নির্গুণ-ভক্তিরসরূপ অমৃত লাভ করিয়াছেন। মুমুক্ষারূপা দুর্ব্বাসনা-বশতঃ দুর্ভাগ্যক্রমে যাহাদের ব্রহ্মতত্ত্বে সম্যক্ অবস্থিতি না হয়, তাহারাই চরমে নির্গুণ-ভক্তি লাভ করিতে পারে না। বস্তুতঃ নির্গুণ সবিশেষ-তত্ত্ব আমিই—জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম ও ঐকান্তিক-সুখরূপ ব্রজরস, সমুদায়ই এই নির্গুণ সবিশেষতত্ত্বরূপ কৃষ্ণস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

কান্তিকেন ভক্তিযোগেন সেবতে শ্রয়তি, স এতান্ দুরত্যয়ানপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে—গুণাষ্টকবিশিষ্টত্বায় নিজধর্ম্মায় যোগ্যো ভবতি, তং ধর্ম্মং লভত ইত্যর্থঃ। জীবে ব্রহ্মশব্দস্তু উক্ত এব প্রাক্; তথা চ ভক্তিশিরস্কয়ৈব তদ্বিবেকখ্যাত্যা জীবস্য স্বরূপলাভো, ন তু কেবলয়া তয়েত্যুক্তম্। যত্তু 'ব্রহ্মভূয়ায়' ইত্যনেন মদ্রূপতাং স যাতীতি পার্থসারথিনোপদিষ্টমিতি ব্যাচষ্টে, তন্নিরবধানমেব 'তেনৈবেদং জ্ঞানম্' ইত্যাদিনা মোক্ষেঽপি স্বরূপভেদস্যাভিহিতত্বাৎ "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যাদিশ্রুতিষ্বপি তত্র তস্য দৃষ্টত্বাদণুত্ববিভুত্বাদি-নিত্যধর্ম্ম-কৃতত্বেন নিত্যত্বাচ্চ তদ্ভেদস্য তস্মাদ্গুণাষ্টকবিশিষ্টত্বমেব "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি শ্রুতৌ তু ব্রহ্মসদৃশঃ সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ;—"এবৌপম্যেঽবধারণে" ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ, "বা যথা তথৈবেবং সাম্যে" ইত্যমরকোষাচ্চ; অন্যথা ব্রহ্মভাবোত্তরো ব্রহ্মাপ্যয়ো ন সংগচ্ছেত ॥ ২৬ ॥

নন্বু তদ্বিবেকখ্যাত্যা ত্বদেকভক্ত্যা চ গুণাতীতো লব্ধস্বরূপো 'ব্রহ্ম'-শব্দিতো মুক্তঃ কথং তিষ্ঠেদিতি চেত্তত্রাহ,—ব্রহ্মণো হীতি। হির্নিশ্চয়ে। ব্রহ্মণস্তৎপূর্ব্বকয়া তয়া সত্ত্বাদ্যাবরণাত্যয়াদাবির্ভাবিত-স্বগুণাষ্টকস্যামৃতস্য

অসৎ-তৃষ্ণাই দ্বিতীয় অনর্থ। জীব—স্বভাবতঃই নির্গুণ, কিন্তু জড়-প্রকৃতির সংসর্গে সগুণ-প্রায় হইয়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণে আবদ্ধ হইয়াছেন; সেই গুণত্রয়-জন্যই সমস্ত অসৎ-তৃষ্ণার উদয় হয়। নিস্ত্রৈগুণ্য-ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অসৎতৃষ্ণা দূর করা উচিত। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি নববিধা-ভক্তির আলোচনা-কালে যখন সাধু সঙ্গ-লাভ হয়, তখন অসৎ-তৃষ্ণা দূর হয় এবং সাধুর সেবা করিতে করিতেই

মৃতনির্গতস্যাব্যয়স্য তাদ্রূপ্যৈকরসস্য মুক্তস্য মদতিপ্রিয়স্যাহমেব বিজ্ঞানা-নন্দমূর্ত্তিরনন্তগুণো নিরবদ্যঃ সুহৃত্তমঃ সর্ব্বেশ্বরঃ প্রতিষ্ঠা—'প্রতিষ্ঠীয়তেঽত্র 'ইতি' নিরুক্তেঃ;পরমাশ্রয়োঽতিপ্রিয়ো ভবামীতি তাদৃশং মাং পরয়া ভক্ত্যা-নুভবংস্তিষ্ঠতীতি, ন মত্তো বিশ্লেষলেশো, "ন চ পুনরাবর্ত্ততে", "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে", "মুক্তানাং পরমা গতিঃ" ইতি স্মৃতিভ্যঃ। নন্বু মুক্তস্ত্বাং কথং শ্রয়েৎ শ্রয়ণফলস্য মুক্তের্লাভাদিতি চেদস্ত্যতিশয়িতং ফলমিতি ভাবেনাহ,—শাশ্বতস্য চেত্যাদি। নিত্যস্য ষড়ৈশ্বর্য্যশব্দিতস্য ধর্ম্মস্যৈ-কান্তিকস্য মদসাধারণস্য সুখস্য চ বিচিত্রলীলা-রসস্যাহমেব প্রতিষ্ঠেতি। তীব্রানন্দরূপ-মদ্বিভূতিমল্লীলানুভবায় মামেব সমাশ্রয়তীত্যেবমাহ শ্রুতিঃ, —"রসো বৈ সঃ; রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইতি ॥ ২৭ ॥

সংসারো গুণযোগঃ স্যাদ্বিমোক্ষস্তু গুণাত্যয়ঃ।
তৎসিদ্ধির্হরিভক্ত্যৈবেত্যেতদ্বুদ্ধং চতুর্দ্দশাৎ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

হৃদয় ভক্তিমার্গে স্থির হয়। এই অধ্যায়ের ২২ শ্লোক হইতে শেষ-পর্য্যন্ত নিস্ত্রৈগুণ্য-লাভের প্রকার কথিত হইয়াছে। ভগবৎপাদসেবা-প্রক্রিয়ায় মহাপ্রসাদ-সেবন, মহাপ্রসাদ-তুলস্যাদির ঘ্রাণ, শ্রীমূর্ত্তি ও লীলা-স্থানাদির দর্শন, ভগবদ্ভক্তচরিত ও ভগবন্নাম-রূপ-লীলাদির শ্রবণ এবং ভগবৎসম্বন্ধি বস্তুর স্পর্শন-ব্রতরূপ অসদ্বিষয় হইতে চিত্তের প্রত্যাহার-সাধনই শুদ্ধভক্ত-দিগের নিস্ত্রৈগুণ্য-লাভের একমাত্র উপায়,—ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

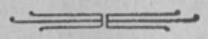

শ্রীভগবানুবাচ,—

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

সংসারচ্ছেদি বৈরাগ্যং জীবো মেঽংশঃ সনাতনঃ।
অহং সর্ব্বোত্তমঃ শ্রীমানিতি পঞ্চদশে স্মৃতম্ ॥

পূর্ব্বত্র বিজ্ঞানানন্দস্যোৎপত্তিক গুণাষ্টকস্যাপি জীবস্য কর্ম্মরূপানাদি-বাসনানুগুণেন ভগবৎসংকল্পেন প্রকৃতিগুণসঙ্গঃ। স চ বহুবিধস্তদ-ত্যয়শ্চ ভগবদ্ভক্তিশিরস্কেন বিবেকজ্ঞানেন ভবেত্তস্মিংশ্চ সতি সংপ্রাপ্ত-নিজস্বরূপো জীবো ভগবন্তমাশ্রিত্য প্রমোদী সর্ব্বদা তস্মিংস্তিষ্ঠতীত্যুক্তম্। অথ তদ্বিবেকজ্ঞানস্থৈর্য্যকরং বৈরাগ্যং জীবস্য ভজনীয়ভগবদংশত্বং ভগবতঃ স্বেতর-সর্ব্বোত্তমত্বং চোক্তেষ্বর্থেষূপযোগায় পঞ্চদশেঽস্মিন্ বর্ণ্যতে। তত্র

হে অর্জ্জুন, যদি তুমি এরূপ মনে কর যে, বেদবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক সংসার আশ্রয় করাই ভাল, তবে বলি, শুন। কর্ম্ম-নির্ম্মিত এই সংসারটি—অশ্বত্থবৃক্ষ বিশেষ; কর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহার শেষ বা নাশ নাই; কর্ম্ম-প্রতিপাদক বেদবাক্যসকলই ইহার পত্র-স্বরূপ। এই বৃক্ষটি—ঊর্দ্ধমূল; ইহার শাখাসকল—অধোভাগে বিস্তৃত অর্থাৎ এই বৃক্ষটি—সর্ব্বোর্দ্ধ মহত্তত্ত্ব, সত্যলোকস্থিত হইতে জীবের কর্ম্মফল-প্রাপকরূপে স্থাপিত। যিনি এই বৃক্ষের নশ্বরত্ব অবগত হন, তিনিই ইহার তত্ত্ববিৎ ॥ ১ ॥

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

তাবদ্গুণবিরচিতস্য সংসারস্য বৈরাগ্যবৈচ্ছেদ্যত্বাৎ সংসারং বৃক্ষত্বেন বৈরাগ্যঞ্চ শস্ত্রত্বেন রূপয়ন্ বর্ণয়তি ভগবান্,—ঊর্দ্ধমূলমিত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ সংসাররূপমশ্বত্থমূর্দ্ধমূলমধঃশাখং প্রাহুঃ;—ঊর্দ্ধে সর্ব্বোপরি সত্যলোকে 'প্রধান'-বীজোত্থ-প্রথমপ্ররোহরূপ-মহত্তত্ত্বাত্মক-চতুর্ম্মুখরূপং মূলং যস্য তম্, অধঃ সত্যলোকাদর্ব্বাচীনেষু স্বর্ভুবর্ভূর্লোকেষু দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাসুর-যক্ষ-রাক্ষস-মনুষ্য-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ-স্থাবরাস্তা নানাদিক্প্রসৃতত্বাচ্ছাখা যস্য তম্; চতুর্ব্বর্গফলাশ্রয়ত্বাদশ্বত্থমুত্তমবৃক্ষম্। তাদৃশেন বিবেকজ্ঞানেন বিনা নিবৃত্তেরভাবাদব্যয়ং প্রবাহরূপেণ নিত্যঞ্চ; তমাহুঃ শ্রুতয়স্তাশ্চ,—"ঊর্দ্ধ-মূলোঽর্ব্বাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। ঊর্দ্ধমূলমর্ব্বাক্শাখং বৃক্ষং যো বেদ সম্প্রতি॥" ইত্যাদিকাঃ। যস্য সংসারাশ্বত্থস্য ছন্দাংসি কাম্যকর্ম্মপ্রতিপাদকানি শ্রুতিবাক্যানি বাসনারূপ-তন্নিদানবর্দ্ধকত্বাৎ পর্ণানি প্রাহুস্তানি ছন্দাংসি—"বায়ব্যং শ্বেতমালভেত, ভূতিকাম ঐন্দ্রমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ প্রজা-কামঃ" ইত্যাদীনি বোধ্যানি; পত্রৈস্তরুর্বর্দ্ধতে শোভতে চ তমশ্বত্থং যো বেদ যথোক্তং জানাতি, স এব বেদবিৎ; বেদঃ খলু সংসারস্য বৃক্ষত্বং ছেদ্যত্বাভিপ্রায়েণাহ,—তচ্ছেদনোপায়জ্ঞো বেদার্থ-বিদিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

কিঞ্চাধ ইতি। তস্যোক্তলক্ষণস্য সংসারাশ্বত্থস্য শাখা অধ ঊর্দ্ধং

এই বৃক্ষের শাখা-সকল কতকগুলি তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া অধো-গামী হইয়াছে; কতকগুলি রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া সমানভাবে আছে; কতকগুলি সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করত ঊর্দ্ধদিকে প্রসৃত হইতেছে। সকল গুলিই প্রকৃতির গুণত্রয়-দ্বারা পুষ্ট হইতেছে। জড়ীয় বিষয়সমূহই ঐ শাখা-গণের পল্লব; বটবৃক্ষের ন্যায় এই অশ্বত্থবৃক্ষের জটাসকল অধোভাগে ফল অনুসন্ধানপূর্ব্বক বিস্তৃত হইতেছে ॥ ২ ॥

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥৪॥
নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

চ প্রসৃতাঃ ; অধো মনুষ্যপশ্বাদিযোনিষু দুষ্কৃতৈরূর্দ্ধঞ্চ দেবগন্ধর্ব্বাদিযোনিষু সুকৃতৈর্বিস্তৃতাঃ; গুণৈঃ সত্ত্বাদিবৃত্তিভিরম্বুনিষেকৈরিব প্রবৃদ্ধাঃ স্থৌল্যভাজঃ ; বিষয়াঃ শব্দস্পর্শাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবা যাসাং তাঃ, শাখাগ্র-স্থানীয়াভিঃ শ্রোত্রাদিবৃত্তিভির্যোগাদ্রাগাধিষ্ঠানত্বাচ্চ শব্দাদীনাং পল্লবস্থানীয়ত্বং, তস্যাশ্বত্থস্যাধশ্চশব্দাদূর্দ্ধং চাবান্তরাণি মূলান্যনুসন্ততানি বিস্তৃতানি সন্তি, তানি চ তত্তদ্ভোগজনিতরাগদ্বেষাদিবাসনারূপাণি ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিকারিত্বান্মূলতুল্যান্যুচ্যন্তে ; মুখ্যং মূলং তাদৃক্ চতুর্ম্মুখস্তত্ত্বাসনাস্ত্বান্তরমূলানি অগ্রোধস্যৈব জটোপজটাবৃন্দানীতি ভাবঃ। তানি কীদৃশানীত্যাহ,—মনুষ্যলোকে কর্ম্মানু-

মনুষ্যলোকে এই বৃক্ষের স্বরূপ অবগত হওয়া কঠিন ; যেহেতু ইহার আদি, অন্ত ও আশ্রয় লক্ষিত হয় না। এই বিনশ্বর দৃঢ়মূল অশ্বত্থ অসঙ্গশস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া সত্য-বস্তুর অন্বেষণ কর্ত্তব্য। সেই সত্যতত্ত্বে অবস্থিত হইলে তাহা হইতে জীব আর নিবৃত্ত হয় না। সেই আদিপুরুষ হইতেই এই চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তি প্রসৃতা হইয়াছে। যদি এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি অনুসন্ধান কর, তবে সেই আদি-পুরুষের প্রতি প্রপত্তি কর ॥ ৩-৪ ॥

অভিমানহীন, মোহ-শূন্য, সঙ্গদোষ-রহিত, নিত্যানিত্য-বিচার-পরায়ণ, নিবৃত্তকাম, সুখদুঃখপ্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহ হইতে মুক্ত, প্রপত্তিবিজ্ঞ পুরুষসকলই সেই অব্যয় পদ লাভ করেন ॥ ৫ ॥

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

বন্ধনানি যতস্ততঃ কর্ম্মফলভোগাবসানে সতি পুনর্মনুষ্যলোকে কর্ম্মহেতুভূতানি ভবন্তীত্যর্থঃ ; স লোকঃ খলু কর্ম্মভূমিরিতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ২ ॥

ন রূপমিতি। অস্যাশ্বত্থস্য রূপমিহ মনুষ্যলোকে তথা নোপলভ্যতে,

সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি আমার সেই অব্যয় ধামকে প্রকাশ করিতে পারেন না। আমার সেই ধাম লাভ করিলে জীবের আনন্দলাভে আর নিবৃত্তি হয় না। মূলতত্ত্ব এই যে, জীবের দুইটি অবস্থা অর্থাৎ সংসার ও মুক্তি ; সংসারিদশায় জীব—দেহাত্মাভিমান-বশতঃ জড়সঙ্গলিপ্সু, আর মুক্তাবস্থায় শুদ্ধজীব—আমার পবিত্র চিদ্‌বিলাস-ভাবের নিরন্তর আস্বাদক। সেই অবস্থা লাভ করিতে হইলে সংসারস্থিত পুরুষের অসঙ্গশস্ত্র-দ্বারা সংসাররূপ অশ্বত্থ-বৃক্ষকে ছেদন করা কর্ত্তব্য। জড়সম্বন্ধি-বস্তুতে আসক্তিকে 'সঙ্গ' বলা যায়। জড়মধ্যে অবস্থিত হইয়াও যিনি জড়সঙ্গ-ত্যাগে সমর্থ, তাঁহার স্বভাব—নির্গুণ ; তিনিই কেবল নির্গুণ-ভক্তি লাভ করেন। সৎসঙ্গকেও 'অসঙ্গ' বলি, অতএব সংসারি-জীব জড়াসক্তি-ত্যাগ ও সৎসঙ্গ অর্থাৎ ভক্তসঙ্গের আশ্রয়-দ্বারা সংসারকে সমূলে ছেদন করিবেন। কেবল সন্ন্যাসলিঙ্গ ধারণ করিয়া যাঁহারা বৈরাগ্য আচরণ করেন, তাঁহাদের সংসারনাশ হয় না। ইতর-তৃষ্ণা ত্যাগপূর্ব্বক পরম-রস-রূপা মদ্ভক্তি অবলম্বন করিলে সংসার-নাশ-রূপা মুক্তিই জীবের অবান্তর ফলস্বরূপে উপস্থিত হয়। অতএব দ্বাদশ-অধ্যায়ে যে ভক্তির উপদেশ হইয়াছে, তাহাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি-জীবের একমাত্র প্রয়োজন। পূর্ব্ব-অধ্যায়ে সমস্ত-জ্ঞানের সগুণতা ও ভক্তির সেবকস্বরূপ শুদ্ধজ্ঞানের নির্গুণতা কথিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সকলপ্রকার বৈরাগ্যের সগুণতা এবং ভক্তির আনুষঙ্গিক-ফলস্বরূপ ইতর বৈরাগ্যের নির্গুণতা প্রদর্শিত হইল ॥ ৬ ॥

// মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

যথোর্দ্ধমূলত্বাদিধর্ম্মকতয়া ময়োপবর্ণিতম্ ; ন চাস্যান্তো নাশ উপলভ্যতে—কথময়মনর্থব্রাতজটিলো বিনশ্যেদিতি ন জ্ঞায়তে ; ন চাস্যাদিকারণমুপলভ্যতে—কুতোঽয়মীদৃশো জাতোঽস্তীতি ; ন চাস্য সংপ্রতিষ্ঠা সমাশ্রয়োঽপ্যুপলভ্যতে—কিং সমাশ্রিত্যোঽয়ং সংতিষ্ঠত ইতি। কিন্তু 'মনুষ্যোঽহং পুত্রো যজ্ঞদত্তস্য, পিতা চ দেবদত্তস্য, তদনুরূপকর্ম্মকারী সুখী দুঃখী, চাস্মিন্ দেশেঽস্মিন্ গ্রামে নিবসামি' ইত্যেতাবদেব বিজ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। যস্মাদেবং দুর্ব্বোধোঽনর্থব্রতে হেতুশ্চায়মশ্বত্থস্তস্মাৎ সৎপ্রসঙ্গলব্ধবস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানেনৈনমসঙ্গশস্ত্রেণ বৈরাগ্যকুঠারেণ দৃঢ়েন বিবেকাভ্যাসনিশিতেন ছিত্ত্বা স্বতঃ পৃথক্কৃত্য তৎপদং পরিমার্গিতব্যমিতি পরেণান্বয়ঃ। সঙ্গো বিষয়াভিলাষস্তদ্বিরোধ্যসঙ্গো বৈরাগ্যং, তদেব শস্ত্রং তদভিলাষনাশকত্বাৎ সুবিরূঢ়মূলং পূর্ব্বোক্তরীত্যাত্যন্তং বদ্ধমূলম্। ততঃ সংসারাশ্বত্থমূলাদুপরিস্থিতং তৎপদং

যদি বল, জীবের এবম্ভূত দুইপ্রকার দশা কিরূপে হয় ? তবে শুন। আমি—পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ভগবান্। আমার অংশ—দ্বিবিধ, অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ ; স্বাংশ-ক্রমে আমি রাম-নৃসিংহাদি-রূপে লীলা প্রকাশ করি ; বিভিন্নাংশ-ক্রমে আমার নিত্যকিঙ্কর-রূপ জীবের প্রকাশ। স্বাংশপ্রকাশে আমার অহংতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে থাকে ; বিভিন্নাংশ-প্রকাশে আমার পারমেশ্বর অহংতত্ত্ব থাকে না, তাহাতে জীবের একটি স্বসিদ্ধ অহংতার উদয় হয়। সেই বিভিন্নাংশগত তত্ত্বস্বরূপ জীবের দুইটি দশা—মুক্তদশা ও বদ্ধদশা ; উভয়-দশায়ই, জীব—সনাতন অর্থাৎ নিত্য ; মুক্তদশায় জীব—সম্পূর্ণরূপে মদাশ্রিত ও প্রকৃতিসম্বন্ধশূন্য, আর বদ্ধদশায় জীব, স্বীয় উপাধিরূপ প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়, এই ছয়টি ইন্দ্রিয়কে স্বকীয়-তত্ত্ববোধে বহন করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

পরিমার্গিতব্যং—সৎপ্রসঙ্গলব্ধৈঃ শ্রবণাদিভিঃ সাধনৈরন্বেষ্টব্যম্। তৎপদং কীদৃশম্ ? তত্রাহ,—যস্মিন্নিতি। যস্মিন্ গতাস্তৈঃ সাধনৈর্যৎ প্রাপ্তা জনাস্ততো ন নিবর্ত্তন্তে—স্বর্গাদিব ন পতন্তি। মার্গণবিধিমাহ,—তমেবেতি। যতঃ পুরাণী চিরন্তনীয়ং জগৎপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা বিস্তৃতা, তমেব চাদ্যং সর্ব্বকারণং পুরুষং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামীতি প্রপত্তিপূর্ব্বকৈঃ শ্রবণাদিভিস্তন্মার্গণমুক্তম্। যো জগদ্ধেতুর্যৎপ্রপত্ত্যা সংসারনিবৃত্তিঃ, স খলু কৃষ্ণ এব,—'অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ' ইত্যাদেঃ, 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী' ইত্যাদেশ্চ তদুক্তেঃ, 'ন তদ্ভাসয়তে' ইত্যাদিনা ব্যক্তীভাবিত্বাচ্চ ॥ ৩-৪ ॥

তৎপ্রপত্তৌ সত্যাং কীদৃশাঃ সন্তস্তৎপদং প্রাপ্নুবন্তীত্যাহ,—নির্ম্মানেতি। মানঃ সৎকারজন্যো গর্ব্বঃ, মোহো মিথ্যাভিনিবেশস্তাভ্যাং নির্গতাঃ, জিতঃ সঙ্গদোষঃ প্রিয়ভার্য্যাদিস্নেহলক্ষণো যৈস্তে, অধ্যাত্মং স্বপরাত্মবিষয়কো বিমর্শঃ স নিত্যো নিত্যকর্ত্তব্যো যেষাং তে, সুখাদিহেতুত্বাত্তৎসংজ্ঞৈর্দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণাদিভির্বিমুক্তাস্তৎসহিষ্ণবঃ, অমূঢ়াঃ প্রপত্তিবিধিজ্ঞাঃ ॥ ৫ ॥

গন্তব্যং পদং বিশিংষন্ পরিচায়য়তি,—ন তদিতি। প্রপন্না যদ্গত্বা যতো ন নিবর্ত্তন্তে, তন্মমৈব ধাম স্বরূপং পরমং শ্রীমৎ। সর্ব্বাবভাসকা অপি সূর্য্যাদয়স্তন্ন ভাসয়ন্তি প্রকাশয়ন্তি,—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি" ইত্যাদি-

মরণান্তেই যে বদ্ধদশা শেষ হয়, তাহা নয়। জীব এই স্থূলশরীর কর্ম্মানুসারেই লাভ করে, এবং সময় উপস্থিত হইলে, পরিত্যাগ করে। এক-শরীর হইতে অন্য-শরীরে গমনকালে সে সেই শরীরসম্বন্ধিনী কর্ম্মবাসনা লইয়া যায়। বায়ু যেরূপ গন্ধের আশয় পুষ্পকোষ হইতে গন্ধ লইয়া অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ জীব সূক্ষ্মভূতসহকারে একটি স্থূল-শরীর হইতে অন্য স্থূল-শরীরে ইন্দ্রিয়সকলকে লইয়া প্রয়াণ করে ॥ ৮ ॥

শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

শ্রুতেশ্চ; সূর্য্যাদিভিরপ্রকাশ্যস্তেষাং প্রকাশকঃ স্বপ্রকাশক-চিদ্বিগ্রহো লক্ষ্মী-পতিরহমেব পদ-শব্দবোধ্যঃ প্রপন্নৈর্লভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

নন্বু ত্বৎপ্রপত্ত্যা যস্তৎপদং যাতি, স জীবঃ ক ইত্যপেক্ষায়ামাহ,—মমৈবেতি। জীবঃ সর্ব্বেশ্বরস্য মমৈবাংশো, ন তু ব্রহ্মরুদ্রাদেরীশ্বরস্য; স চ সনাতনো নিত্যো, ন তু ঘটাকাশাদিবৎ কল্পিতঃ; স চ জীবলোকে প্রপঞ্চে স্থিতো মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি কর্ষতি—পাদাদিশৃঙ্খলা ইব বহতি; তানি কীদৃশীত্যাহ,—প্রকৃতিস্থানি প্রকৃতিবিকারভূতাহঙ্কারকার্য্যাণীত্যর্থঃ। তত্র মনঃ সাত্ত্বিকাহঙ্কারস্য, শ্রোত্রাদিকং তু রাজসাহঙ্কারস্য কার্য্যমিতি বোধ্যম্। ভগবৎপ্রপত্ত্যা প্রাকৃতকরণহীনো ভগবল্লোকং গতস্তু ভাগবতৈর্দেহকরণৈর্বিভূষণৈরিব বিশিষ্টো ভগবন্তং সংশ্রয়ন্ নিবসতীতি সূচ্যতে;—"স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্যমতিসৃজ্য ব্রহ্মাভিসংপদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতি ব্রহ্মণৈবেদং সর্ব্বমনুভবতি" ইতি মাধ্যন্দিনায়নশ্রুতেঃ, "বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ, ভগবৎসংকল্প-সিদ্ধ-

অন্য স্থূল-শরীর লাভ করত তাহাতে শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন, রসন ও ঘ্রাণ-প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয় ও মনকে আশ্রয় করিয়া বদ্ধজীবসকল বিষয়সমূহ সেবা করিতে থাকে ॥ ৯ ॥

মূঢ় লোকেরা জীবের এইরূপ উৎক্রান্তি, স্থিতি ও গুণসম্ভোগ বিবেক-সহকারে বিচার করিয়া দেখে না; যাঁহারা—শুদ্ধজ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহারা এই সমুদায়ের বিচার করিয়া ইহাই স্থির করেন যে, জীবের বদ্ধদশাটি—জীবের পক্ষে বড়ই ক্লেশকর ॥ ১০ ॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥

চিদ্বিগ্রহস্তত্র ভবতীতি। যত্তু ঘটাকাশবজ্জলাকাশবদ্বা জীবে ব্রহ্মণোঽংশো-ঽন্তঃকরণেনাবচ্ছেদাত্তস্মিন্ প্রতিবিম্বনাশাদ্বা ঘটজলনাশে তত্তদাকাশস্য শুদ্ধাকাশত্ববদন্তঃকরণনাশে জীবাংশস্য শুদ্ধব্রহ্মত্বমিতি বদন্তি, ন তৎ সারম্,—'জীবভূতঃ' 'মমাংশঃ' 'সনাতনঃ' ইত্যুক্তিব্যাকোপাৎ; পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়স্য 'দেহিনোঽস্মিন্ যথা" ইত্যত্র প্রত্যাখ্যানাচ্চ, প্রতি বিম্বাদৃশ্যাত্তু তত্ত্বং মন্তব্যমম্বুবদধিকরণবিনির্ণয়াৎ। তস্মাৎ, ব্রহ্মোপসর্জ্জনত্বং জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বং বিধুমণ্ডলস্য শতাংশঃ শুক্রমণ্ডলমিত্যাদৌ দৃষ্টং চেদমেকবস্ত্বেকদেশত্বং চাংশত্ব-মাহুঃ। ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকং বস্তু, জীবো ব্রহ্মশক্তিঃ—'ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাম্' ইতি পূর্ব্বোক্তেরতস্তদেকদেশাত্তদংশো জীবঃ ॥৭॥

'জীবলোকে স্থিত ইন্দ্রিয়াণি কর্ষতি ইত্যুক্তম্; তৎ প্রতিপাদয়তি,—শরীরমিতি। ঈশ্বরঃ শরীরেন্দ্রিয়াণাং স্বামী জীবো যদ্‌যদা পূর্ব্বশরীরা-

যতমান যোগসকল বদ্ধজীবের এইরূপ গতি আত্মতত্ত্বেই অবস্থিত বলিয়া আলোচনা করেন; আর অশুদ্ধচিত্ত যতিসকল চিৎতত্ত্বের আলোচনার অভাবে জীবাত্মার তত্ত্ব অবগত হন না ॥ ১১ ॥

যদি বল, সংসারস্থিত জীব জড় ব্যতীত আর কিছুই আলোচনা করিতে সমর্থ হয় না, তখন তাহার পক্ষে চিদালোচনা কিরূপ হইবে? তবে বলি, শুন। জড়জগতেও আমার চিৎসত্তা দেদীপ্যমান, তাহাকে অবলম্বন করিলেই ক্রমশঃ শুদ্ধচিৎপ্রাপ্তি ও জড়ের নাশ সম্ভব। সূর্য্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে অখিল জগৎ-প্রকাশক তেজ দেখিতেছ, তাহা আমারই তেজ, অপরের নয় ॥ ১২ ॥

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

দন্যচ্ছরীরমবাপ্নোতি, যদা চাপ্যাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি, তদৈতানীন্দ্রিয়াণি ভূতসূক্ষ্মৈঃ সহ গৃহীত্বা যাত্যাশয়াৎ পুষ্পকোশাদ্‌গন্ধান্ গৃহীত্বা বায়ুরিব স যথান্যত্র যাতি, তদ্বৎ ॥ ৮ ॥

তানি গৃহীত্বা কিমর্থং যাতি? তত্রাহ,—শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনি সমনস্কান্যধিষ্ঠায়াশ্রিত্যায়ং জীবো বিষয়ান্ শব্দাদীনুপভুঙ্‌ক্তে—তদর্থং তদ্‌গ্রহণমিত্যর্থঃ। চ-শব্দাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চ প্রাণাংশ্চাধিষ্ঠায়েত্যবগম্যম্ ॥

এবং শরীরস্থত্বেনানুভবযোগ্যমবিবেকিনস্তমাত্মানং নানুভবন্তীত্যাহ,—উদিতি। শরীরাদুৎক্রামন্তং তত্রৈব স্থিতং বা স্থিত্বা বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং সুখদুঃখমোহৈরিন্দ্রিয়াদিভির্ব্বান্বিতং যুক্তমনুভবযোগ্যমপ্যাত্মানং বিমূঢ়াশ্চিরন্তনবাসনাকৃষ্টচিত্ততয়া বিবেকাযোগ্যা নানুপশ্যন্তি নানুভবন্তি। জ্ঞানচক্ষুষো বিবেকজ্ঞাননেত্রাস্তু তং পশ্যন্তি—শরীরাদিবিবিক্তমনুভবন্তি ॥১০

'জ্ঞানচক্ষুষঃ পশ্যন্তি' ইত্যেতদ্বিবৃন্বন্ দুর্জ্ঞানতাং তস্যাহ,—যতন্ত ইতি। কেচিদ্‌যোগিনো যতমানাঃ শ্রবণাদ্যুপায়াননুতিষ্ঠন্ত আত্মনি শরীরেঽবস্থিতমেনমাত্মানং পশ্যন্তি; কেচিদ্‌যতমানা অপ্যকৃতাত্মানোঽনির্ম্মলচিত্তা অতোঽবচেতসোঽনুদিতবিবেকজ্ঞানা এনং ন পশ্যন্তীতি দুর্জ্ঞেয়মাত্মতত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥১১॥

পৃথিবীমধ্যে প্রবেশ করত আমি স্বীয় শক্তি-দ্বারা সমস্ত ভূতকে ধারণ এবং রস(অমৃত)ময় চন্দ্ররূপে আমিই ব্রীহ্যাদি ঔষধ সংবর্দ্ধন করিতেছি ॥

আমিই প্রাণীদিগের শরীরে জঠরানল-রূপে প্রবেশ করত প্রাণ ও অপান বায়ু-সংযোগে ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও চূষ্য, এইরূপ চতুর্ব্বিধ অন্ন পাক করি ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥১৫॥

অথ মদংশস্য জীবস্য সংসার-রক্তস্য মুমুক্ষোশ্চ ভোগমোক্ষসাধনমহমেবেতি ভাবেনাহ,—যদিতি চতুর্ভিঃ। আদিত্যে স্থিতং যত্তেজো যচ্চন্দ্রেঽগ্নৌ চ স্থিতং সৎ সর্ব্বং জগৎ প্রকাশয়তি, তত্তেজো মামকং মদীয়ং বিদ্ধি;—উদিতেন সূর্য্যেণ জ্বলিতেন চ বহ্নিনাদৃষ্টভোগসাধনানি কর্ম্মাণি নিষ্পদ্যন্তে, তিমিরজাড্যনাশাদয়শ্চ সুখহেতবো ভবন্তি। উদিতেন চন্দ্রেণ চৌষধিপোষতাপশান্তি-জ্যোৎস্নাবিহারাস্তথাভূতা ভবন্তীতি তেষাং তত্তৎসাধকং তেজো মত্তেজোবিভূতিরিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

গামিতি। পাংশুমুষ্টিতুল্যাং গাং পৃথিবীমোজসা স্বশক্ত্যাঽঽবিশ্য দৃঢ়ীকৃত্য ভূতানি স্থিরচরাণি ধারয়ামি; মন্ত্রবর্ণশ্চৈবমাহ,—"যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া ইতি; অন্যথাসৌ সিকতামুষ্টিবদ্বিশীর্য্যেত নিমজ্জেদ্বেতি ভাবঃ। তথাহমেব রসাত্মকঃ সোমোঽমৃতময়শ্চন্দ্রো ভূত্বা সর্ব্বা ওষধীর্নিখিলা ব্রীহ্যাদ্যাঃ পুষ্ণামি—স্বাদুবিবিধরসপূর্ণাঃ করোমি। তথা চ ভূমিলোকে স্থিতস্য জীবস্য বিবিধ-প্রাসাদ-বাটিকা-তড়াগাদি-ক্রীড়াস্থানানি নির্ম্মায় নানারসান্ ভুঞ্জানস্য তত্তৎসাধনমহমেবেতি ॥ ১৩ ॥

আমিই সর্ব্ব-জীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত, আমা-হইতেই জীবের কর্ম্মফলানুসারে স্মৃতি, জ্ঞান এবং স্মৃতি-জ্ঞানের অপগতি ঘটিয়া থাকে। অতএব আমি কেবল জগদ্ব্যাপি ব্রহ্মমাত্র নই; কিন্তু জীবহৃদয়স্থিত কর্ম্মফলদাতা পরমাত্মাও বটে। কেবল ব্রহ্ম বা পরমাত্মরূপেই জীবের উপাস্য নই; কিন্তু জীবের নিত্য মঙ্গলবিধাতৃ-স্বরূপ জীবের উপদেষ্টা আমি সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্তকর্ত্তা এবং বেদান্তবিৎ। অতএব সর্ব্বজীবের মঙ্গলসাধনজন্য প্রকৃতিগত ব্রহ্ম, জীবের হৃদয়গত ঈশ্বর বা পরমাত্মা এবং পরমার্থদাতা ভগবান্, এবম্ভূত ত্রিবিধ প্রকাশ দ্বারা আমি বদ্ধজীবের উদ্ধারকর্ত্তা ॥ ১৫ ॥

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

ভোগ্যানামন্নাদীনাং পাকহেতুশ্চাহমেবেত্যাহ,—অহমিতি। বৈশ্বানরো জঠরাগ্নিস্তচ্ছরীরকো ভূত্বা প্রাণিনাং সর্ব্বেষাং দেহমুদরমাশ্রিতঃ প্রাণাপানাভ্যাং তদুদ্দীপকাভ্যাং সমাযুক্তশ্চ সন্নহং তৈর্ভুক্তং চতুর্ব্বিধমন্নং পচামি পাকং নয়ামি; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃপুরুষে যেনেদং অন্নং পচ্যতে" ইত্যাদিনা; তথা চাহমেব জাঠরাগ্নিশরীরস্তত্তদুপকারীত্যেবমাহ সূত্রকারঃ, "শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ" ইত্যাদিনা। অন্নস্য চাতুর্ব্বিধ্যং চ—ভক্ষ্যং, ভোজ্যং, লেহ্যং, চূষ্যঞ্চেতি ভেদাৎ;—দন্তচ্ছেদ্যং চণকপূপাদি ভক্ষ্যং চর্ব্ব্যমিতি চোচ্যতে, মোদকৌদনস্যাদি ভোজ্যং, পায়সগুড়মধ্বাদি লেহ্যং, পক্কাম্রেক্ষুদণ্ডাদি চূষ্যং, সোমবৈশ্বানরয়োঃ স্বাভেদেনোক্তিঃ স্বব্যাপ্যত্বাদিতি বোধ্যম্ ॥ ১৪ ॥

প্রাণিনাং জ্ঞানাজ্ঞানহেতুশ্চাহমেবেত্যাহ,—সর্ব্বস্য চেতি। তয়োঃ সোমবৈশ্বানরয়ো সর্ব্বস্য চ প্রাণিবৃন্দস্য হৃদি নিখিলপ্রবৃত্তিহেতু-জ্ঞানোদয়-দেহেঽহমেব নিয়ামকত্বেন সন্নিবিষ্টঃ—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ইত্যাদি-শ্রবণাৎ। অতো মত্ত এব সর্ব্বস্য স্মৃতিঃ পূর্ব্বানুভূতবস্তুবিষয়ানুসন্ধিজ্ঞানঞ্চ বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্যং জায়তে; তয়োরপোহনং প্রমোষশ্চ মত্তো ভবতি।

যদি বল,—প্রকৃতি যে এক, ইহা বুঝিলাম, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ যে কতগুলি, তাহা ত' বুঝিতে পারি না? তবে বলি, শুন। বস্তুতঃ ইহ লোকে দুইটি বৈ পুরুষ নাই, তাহাদের নাম—'ক্ষর' ও 'অক্ষর'। বিভিন্নাংশগত চৈতন্যরূপ জীব—দ্বিবিধ, অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষর। ক্ষরণস্বভাব-প্রযুক্ত অনেকাবস্থ বদ্ধজীবই 'ক্ষর' পুরুষ; আবার তদভাব-প্রযুক্ত একাবস্থ জীবই 'অক্ষর' বা মুক্ত পুরুষ। ব্রহ্মাদি স্তম্ব-পর্য্যন্ত ভূতসমূহই 'ক্ষর' আর কূটস্থ পুরুষ সর্ব্বদাই একাবস্থ, অতএব 'অক্ষর' ॥ ১৬ ॥

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

এবমুক্তং উদ্ধবেন,—"ত্বত্তো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তত্র শক্তিতঃ" ইতি। এবং সাংসারিকভোগসাধনতাং স্বস্যোক্ত্বা মোক্ষসাধনতামাহ,—বেদৈশ্চেতি। সর্ব্বৈর্নিখিলৈর্বেদৈরহমেব সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণো বেদ্যঃ, "যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে" ইতি শ্রুতেঃ; তত্র কর্ম্মকাণ্ডেন পরম্পরয়া জ্ঞানকাণ্ডেন তু সাক্ষাদিতি বোধ্যম্। কথমেবং প্রত্যেতব্যমিতি চেত্তত্রাহ বেদান্তকৃদহমেবেতি। বেদানামন্তোঽর্থনির্ণয়স্তৎকৃদহমেব বাদরায়ণাত্মনা। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"তত্তু সমন্বয়াৎ" ইত্যাদিভিঃ। নন্বন্যে বেদার্থমন্যথা ব্যাচক্ষ্যতে? তত্রাহ,—বেদবিদেব চাহমিত্যহমেব বেদবিদিতি; বাদরায়ণঃ সন্ যমর্থমহং নিরূপৈষং, স এব বেদার্থস্ততোঽন্যথা তু ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত ইতি। তথা চ মোক্ষপ্রদস্য সর্ব্বেশ্বরতত্ত্বস্য বেদৈরবোধনাদহমেব মোক্ষসাধনমিতি॥

বাদরায়ণাত্মনা নির্ণীতং বেদার্থং সংক্ষিপ্যাহ,—দ্বাবিতি। 'লোক্যতে

পূর্ব্বোক্ত ক্ষর ও অক্ষর, উভয়ের অতীত যে উত্তম পুরুষ, তিনিই 'ঈশ্বর' এবং লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভর্ত্তৃস্বরূপে বিরাজমান ॥ ১৭ ॥

'আমি—'ক্ষর' ও 'অক্ষর'-বাচ্য উভয়বিধ পুরুষ হইতেই অতীত ও উৎকৃষ্ট; অতএব লোকে ও বেদে আমাকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া গান করে॥

'যিনি নানা-মতবাদ-দ্বারা মোহ-প্রাপ্ত না হইয়া আমার এই সচ্চিদানন্দস্বরূপকে 'পুরুষোত্তম-তত্ত্ব' বলিয়া জানেন, তিনিই সর্ব্ববিৎ এবং তিনিই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরপ্রভৃতি সর্ব্বভাবে আমাকে ভজন করিতে সমর্থ ॥১৯॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

তত্ত্বমনেন' ইতি ব্যুৎপত্তের্লোকে বেদে, দ্বৌ পুরুষৌ প্রথিতৌ ইমাবিতি প্রমাণসিদ্ধতা সূচ্যতে। তৌ কাবিত্যাহ,—ক্ষরশ্চেতি। শরীরস্মরণাৎ ক্ষরোঽনেকাবস্থো বদ্ধোঽচিৎসংসর্গৈকধর্ম্মসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ; অক্ষরস্তদভাবাদেকাবস্থো মুক্তোঽচিদ্বিয়োগৈকধর্ম্মসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। ক্ষরাক্ষরৌ স্ফুটয়তি,—সর্ব্বাণি ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তানি ভূতানি ক্ষরঃ; কূটস্থঃ সদৈকাবস্থো মুক্তস্ত্বক্ষরঃ। একত্বনির্দ্দেশঃ প্রাগুক্তযুক্তের্বোধ্যঃ;—"বহবো জ্ঞানতপসা" ইত্যাদেঃ, "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য" ইত্যাদেশ্চ বহুত্বসংখ্যাকঃ সঃ ॥ ১৬ ॥

যদর্থং দ্বৌ পুরুষৌ নিরূপিতৌ, তমাহ,—উত্তম ইতি। অন্যঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যাং, ন তু তয়োরেবৈকঃ সংকল্প ইতি ভাবঃ। তত্র শ্রুতিদৃষ্টিমাহ,—পরমাত্মেতি। উত্তমতাপ্রযোজকং ধর্ম্মমাহ,—যো লোকেতি। ন চৈতজ্জগদ্বিধারণপালনরূপমীশনং,—বদ্ধস্য জীবস্য কর্ম্মাসম্ভবাৎ; ন চ মুক্তস্য "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" ইতি প্রতিষেধাচ্চ ॥ ১৭ ॥

অথ পুরুষোত্তম-নাম-নির্ব্বচনং স্বস্য তত্ত্বমাহ,—যস্মাদিতি। উত্তম উৎকৃষ্টতমঃ। লোকে পৌরুষেয়াগমে,—"লোক্যতে বেদার্থোঽনেন" ইতি

হে অনঘ! এই পুরুষোত্তম-যোগটি—সর্ব্বগুহ্যতম শাস্ত্র; ইহা অবগত হইলে, বুদ্ধিমান্ জীব কৃতকৃত্য হয়। হে ভারত! এই যোগ অবগত হইলে ভক্তির আশ্রয়গত ও বিষয়গত সমস্ত কষায় দূর হয়। ভক্তি—একটি চিন্ময়ী নিত্যা বৃত্তিবিশেষ; তাহার সুন্দর-ক্রিয়া-সম্পাদনার্থ, তাহার আশ্রয় যে জীব, তাহার স্বীয় 'শুদ্ধতা' ও বিষয় যে ভগবান্, তাঁহার 'পূর্ণ আবির্ভাব',—এই দুইটি নিতান্ত আবশ্যক। ভগবত্তত্ত্বে যে-পর্য্যন্ত শুদ্ধবুদ্ধি উদিত না হয়, সে-পর্য্যন্ত বিশুদ্ধভক্তি কার্য্য করে না; পরন্তু পুরুষোত্তম-বুদ্ধি হইলেই ভক্তি বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত হয় ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

নিরুক্তেঃ; বেদে,—"তাবদেষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতীরূপঃ সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ" ইত্যাদৌ প্রথিতঃ;—যৎ পরং জ্যোতিঃ সংপ্রসাদেনোপসম্পন্নং, স উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মেত্যর্থঃ। লোকে চ,—"তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ" ইত্যাদৌ প্রথিতঃ ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্যদ্যোতনায় পুরুষোত্তমত্ব-বেত্তুঃ ফলমাহ,—যো মামিতি। এবং মদুক্তনিরুক্ত্যা, ন ত্বশ্বকর্ণাদিবৎ সংজ্ঞামাত্রত্বেন, যো মাং পুরুষোত্তমং জানাত্যসংমূঢ়ঃ—প্রোক্তে পুরুষোত্তমত্বে সংশয়শূন্যঃ সন্, স শ্লোকত্রয়স্যৈবার্থং জানন্ সর্ব্ববিৎ, নিখিলস্য বেদস্য তত্রৈব তাৎপর্য্যাৎ। পুরুষোত্তমত্বজ্ঞো মাং সর্ব্বভাবেন সর্ব্বপ্রকারেণ ভজত্যুপাস্তে। সর্ব্ববেদার্থবেত্তরি সর্ব্বভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠাতরি চ যো মে প্রসাদঃ, স তস্মিন্ ভবেদিতি মে পুরুষোত্তমত্বে সন্দিহানস্ত্বধীতসর্ব্ববেদোঽপ্যজ্ঞঃ, সর্ব্বথা ভজন্নপ্যভক্ত ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

অথৈতদপাত্রেষ্বপ্রকাশ্যমিতি ভাবেনাহ,—ইতীতি। ইত্যেবং সংক্ষেপরূপং পুরুষোত্তমত্ব-নিরূপকমিদং ত্রিশ্লোকীশাস্ত্রং তুভ্যং পরমভক্তায় ময়োক্তম্। হে অনঘ!—ত্বয়াপ্যপাত্রেষু নৈতৎ প্রকাশ্যমিতি ভাবঃ। এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ পরোক্ষজ্ঞানী স্যাৎ, কৃতকৃত্যোঽপরোক্ষজ্ঞানী চেতি পুরুষোত্তমত্ব-জ্ঞানমভ্যর্চ্যতে ॥ ২০ ॥

ভক্তিযোগ-সাধনকালে সাধুসঙ্গ ও শুদ্ধভজনাঙ্গের শরণ-বলে যে চারিটি বৃহৎ অনর্থের নিবৃত্তি হওয়া আবশ্যক, তন্মধ্যে সংসারাসক্তিরূপ হৃদয়-দৌর্ব্বল্যটি—'তৃতীয়' অনর্থ। শুদ্ধজীব ভগবদ্দত্ত স্বতন্ত্রতা-ক্রমে যে মায়া-ভোগের বাসনা করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার 'প্রথম' হৃদয়দৌর্ব্বল্য।

বদ্ধান্মুক্তাচ্চ যঃ পুংসো ভিন্নস্তদ্ভৃত্তদুত্তমঃ।
স পুমান্ হরিরেবেতি প্রাপ্তং পঞ্চদশাদতঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

পরে সংসারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যে বিষয়াসক্তি, তাহাই তাঁহার 'দ্বিতীয়' হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এই দ্বিবিধ হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতেই অন্য সমস্ত অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথম পাঁচটি শ্লোকে উক্ত-দৌর্ব্বল্য-নাশের লক্ষণ শুদ্ধবৈরাগ্য কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ শ্লোক হইতে অধ্যায়-সমাপ্তি-পর্য্যন্ত ভক্তিজনিত যুক্তবৈরাগ্য-সহকারে পুরুষোত্তম-তত্ত্বালোচনার ব্যবস্থা লক্ষিত হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ,—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥ ১॥

দৈবীং তথাসুরীং কৃষ্ণঃ সম্পদং ষোড়শেঽব্রবীৎ।
উপাদেয়ত্বহেয়ত্বে বোধয়ন্ ক্রমতস্তয়োঃ॥

পূর্ব্বত্র 'অশ্বত্থমূলান্যনুসন্ততানি' ইত্যাদিনা প্রাচীনকর্ম্মনিমিত্তাঃ শুভাশুভবাসনাঃ সংসারতরোরবান্তরমূলত্বেনোক্তাঃ। এতা এব নবমে দৈব্যাসুরী রাক্ষসী চেতি প্রাণিনাং প্রকৃতয়ো নিগদিতাঃ। তত্র বৈদিকার্থানুষ্ঠানহেতুঃ সাত্ত্বিকী শুভবাসনা মোক্ষোপযোগিনী দৈবী প্রকৃতিঃ; সৈবেহ দৈবী-সম্পত্তরোরুপাদেয়ং ফলম্। স্বাভাবিকরাগদ্বেষানুসারিণী সর্ব্বানর্থহেতু রাজসী তামসী চাশুভবাসনা আসুরী রাক্ষসী চ প্রকৃতির্নিরয়নিপাতোপযোগিনী সা; সা চাসুর-সম্পত্তরোর্হেয়ং ফলমিত্যেতদ্বোধয়িতুং ষোড়শস্যারম্ভঃ। অত্র দৈবীং সম্পদং ভগবানুবাচ,—অভয়মিত্যাদিনা ত্রিকেণ। চতুর্ণামাশ্রমাণাং বর্ণানাঞ্চ ধর্ম্মাঃ ক্রমাদিহ কথ্যন্তে। সন্ন্যাসিনাং তাবদাহ,—অভয়ং নিরুত্থমঃ

এখন তোমার মনে এরূপ সংশয় হইতে পারে যে, সর্ব্বশাস্ত্রেই সাত্ত্বিক-ধর্ম্ম আচরণপূর্ব্বক জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা আছে। তাহার তত্ত্ব কি? সেই সংশয় দূর করিবার অভিপ্রায়ে আমি বলিতেছি যে, সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের দুইটি ফল আছে; একটি ফল—জীবের গাঢ়-বন্ধ-সাধক, এবং একটি ফল—

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

কথমেকাকী জীবিষ্যামীতি ভয়শূন্যত্বম্, সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ স্বাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানেন মনোনৈর্ম্মল্যম্, জ্ঞানযোগে শ্রবণাদৌ জ্ঞানোপায়ে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠেতি ত্রয়ম্ ; অথ গৃহস্থানামাহ,—দানং স্বভোগ্যস্য ন্যায়ার্জ্জিতস্য অন্নাদেঃ সৎপাত্রে যথাযোগ্যং সমর্পণম্. দমো বাহ্যেন্দ্রিয়বর্গস্য যথাযোগ্যং সংযমঃ, যজ্ঞোঽগ্নিহোত্রাদের্বিহিতস্যানুষ্ঠানমিতি ত্রয়ম্ ; অথ ব্রহ্মচারিণামাহ,—স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞঃ শক্তিমতো ভগবতঃ প্রতিপাদকোঽয়মপৌরুষেয়োঽক্ষর-রাশিরিত্যনুসন্ধায় বেদাভ্যাসনিষ্ঠতেত্যেকম্ ; অথ বানপ্রস্থানামাহ,—তপ ইতি ; তচ্চ শরীরাদিত্রিভেদমিত্যষ্টাদশে বক্ষ্যমাণং বোধ্যমিত্যেকম্ অথ বর্ণেষু বিপ্রাণামাহ,—আর্জ্জবং সারল্যম্, তচ্চ শ্রদ্ধালুশ্রোতৃষু স্ব-জ্ঞাতার্থাগোপনং জ্ঞেয়ম্ ; অহিংসা প্রাণিজীবিকানুচ্ছেদকতা ; সত্যমনর্থা-

সংসারমুক্তিজনক। জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধসত্ত্বময় ; বদ্ধদশায় তাহার শুদ্ধসত্ত্ব-ধর্ম্মটি গুণীভূত হইয়াছে। সত্ত্বসংশুদ্ধিই জীবের পক্ষে অভয়। সত্ত্বসংশুদ্ধির অভিপ্রায়েই শাস্ত্রসকল জ্ঞানযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সত্ত্বসংশুদ্ধির উদ্দেশে যে-সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেইসকলই 'দৈবী সম্পদ্', আর যে-সকল কার্য্য-দ্বারা জীবের সত্ত্বসংশুদ্ধির ব্যাঘাত হয়, সেইসকলই 'আসুরী সম্পদ্'। অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি, জ্ঞানযোগ, দান, দম, যজ্ঞ, তপঃ, আর্জ্জব, বেদ-পাঠ, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা-বর্জ্জন, দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, হ্রী, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, অনভিমানতা,—এই ছাব্বিশটি গুণকে 'দৈবী সম্পদ্' বলা যায়। শুভবাসনা অভিলক্ষ্য করিয়া জন্মলব্ধ পুরুষের ঐ সম্পদ্ হয় ॥ ১-৩ ॥

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা ।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

নন্নুবন্ধিযথাদৃষ্টার্থবিষয়ং বাক্যম্ ; অক্রোধো দুর্জ্জনকৃতে স্ব-তিরস্কারেঽভ্যু-দিতস্য কোপস্য নিরোধঃ ; ত্যাগো দ্রুক্তেরপি তত্রাপ্রকাশঃ ; শান্তির্মনসঃ সংযমঃ ; অপৈশুনং পরোক্ষে পরানর্থকারি-বাক্যাপ্রকাশনম্ ; ভূতেষু দয়া তদ্দুঃখাসহিষ্ণুতা ; অলোলুপ্ত্বং নির্লোভতা,—পলোপশ্ছান্দসঃ ; মার্দ্দবং কোম-লত্বং সৎপাত্রসঙ্গবিচ্ছেদাসহনম্ ; হ্রীর্বিকর্ম্মণি লজ্জা ; অচাপলং ব্যর্থক্রিয়া-বিরহ ইতি দ্বাদশ। অথ ক্ষত্রিয়াণামাহ,—তেজস্তচ্ছজনানভিভাব্যত্বম্ ; ক্ষমা সত্যপি সামর্থ্যে স্বাসমানং পরিভাবকং প্রতি কোপানুদয়ঃ ; ধৃতিঃ শরীরেন্দ্রিয়েষ্ববসন্নেষ্বপি তদুত্তম্ভকঃ প্রযত্নো যেন তেষাং নাবসাদঃ স্যাদিতি ত্রয়ম্। অথ বৈশ্যানামাহ,—শৌচং ব্যাপারে বাণিজ্যে মায়ানৃতাদি-রাহিত্যম্ ; অদ্রোহঃ পরজিঘাংসয়া খড়্গাদ্যগ্রহণমিতি দ্বয়ম্। অথ শূদ্রাণামাহ,—নাতি-মানিতা আত্মনি পূজ্যত্বভাবনা-শূন্যতা বিপ্রাদিষু ত্রিষু নম্রতেত্যেকমিতি ষড়্‌বিংশতিঃ। এতে তত্র তত্র প্রধানভূতা বোধ্যা অনুক্তানামপ্যুপলক্ষণার্থাঃ।

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অবিবেক,—এই ছয়টি অসদ্-বাসনার সহিত (অভিলক্ষ্য করিয়া) জাত-ব্যক্তিগণের আসুরী সম্পদ্ ॥ ৪ ॥

দৈবী সম্পদের দ্বারাই মোক্ষচেষ্টা সম্ভব এবং আসুরী সম্পৎ ক্রমেই বন্ধন হইয়া পড়ে। হে অর্জ্জুন ! বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম আচরণপূর্ব্বক জ্ঞানযোগ-দ্বারা সত্ত্বসংশুদ্ধি হয়। ক্ষত্রিয়বর্ণলব্ধ তোমার দৈবসম্পৎ লাভ হইয়াছে ; কেননা, ধর্ম্মযুদ্ধে বন্ধুনাশ ও শরাঘাতাদি-কার্য্য যথাশাস্ত্র কৃত হইলে তাহা আসুরী সম্পদের মধ্যে পরিগণিত নয় ; অতএব এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তুমি শোক পরিত্যাগ কর ॥ ৫ ॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

দেহারম্ভকালোন্মুখৈঃ সুকৃতৈর্ব্যক্তাং দৈবীং শুভবাসনামভিলক্ষীকৃত্য জাতস্য পুরুষস্য ভবন্তি উদয়ন্তে,—"পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন" ইতি শ্রুতেঃ। দেবাঃ খলু পরেশানুবৃত্তিশীলাস্তেষামিয়ং সম্পদনয়া তৎপ্রাপকজ্ঞানভক্তিসম্ভবাৎ সংসারতরোরুপাদেয়ং ফলমেতৎ ॥ ১-৩ ॥

অথ নরকহেতুমাসুরীং সম্পদমাহ,—দম্ভ ইত্যেকেন। দম্ভো ধার্ম্মিকত্ব-খ্যাতয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠানম্, দর্পো বিদ্যাভিজনজন্যো গর্ব্বঃ, অভিমানঃ স্বস্মিন্নভ্য-র্চ্চত্ববুদ্ধিঃ, ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ, পারুষ্যং প্রত্যক্ষং রুক্ষভাষিতম্, চকারশ্চাপ-লাদেঃ সমুচ্চায়কঃ, অজ্ঞানং কার্য্যাকার্য্যবিবেকধীশূন্যত্বম্, চকারোঽধৃত্যাদেঃ সমুচ্চায়কঃ। এতে দেহারম্ভকালোন্মুখৈর্দুষ্কৃতৈর্ব্যক্তামাসুরীমশুভবাসনা-মভিলক্ষ্য জাতস্য পুরুষস্য ভবন্তি,—"পাপঃ পাপেন" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥

এতয়োঃ সম্পদোঃ ফলভেদমাহ,—দৈবীত্যর্দ্ধকেন স্ফুটম্। বাণবৃষ্ট্যা পূজ্যান্ দ্রোণাদীন্ জিঘাংসোঃ ক্রোধপারুষ্যবতো মমেয়মাসুরী সম্পন্নরকং জনয়েদিতি শোচয়ন্তং পার্থমালক্ষ্যাহ,—মা শুচ ইতি। হে পাণ্ডবেতি ক্ষত্রিয়স্য তে যুদ্ধে বাণনিক্ষেপ-পারুষ্যাদিকং বিহিতত্বাৎ দৈব্যেব সম্পত্ত-তোঽন্যত্র ত্বাসুরীতি মা শুচঃ—শোকং মা কুরু ॥ ৫ ॥

হে পার্থ! এই জগতে দুইপ্রকার ভূতসৃষ্টি—অর্থাৎ দৈব ও আসুর। দৈবসম্পৎ-সম্বন্ধে আমি তোমাকে বিশেষরূপে বলিয়াছি; এক্ষণে আসুর-সম্পদ্ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মভেদ জানে না; শৌচ, আচার ও সত্য তাহাদের নিকট আদৃত হয় না ॥ ৭ ॥

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্ ॥ ৮ ॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥

তথাপ্যনিবৃত্তশোকং তমালক্ষ্যাসুরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়তি,—দ্বাবিতি। অস্মিন্ কর্ম্মাধিকারিণি মনুষ্যলোকে দ্বিবিধৌ ভূতসর্গৌ মনুষ্যসৃষ্টী ভবতঃ। যদায়ং মনুষ্যঃ শাস্ত্রাৎ স্বাভাবিকৌ রাগদ্বেষৌ বিনির্ধূয় শাস্ত্রীয়ার্থানুষ্ঠায়ী, তদা দৈবঃ; যদা শাস্ত্রমুৎসৃজ্য স্বাভাবিক-রাগদ্বেষাধীনোঽশাস্ত্রীয়ান্ ধর্ম্মান্ আচরতি, তদা ত্বাসুরঃ; ন হি ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যামন্যা কোটিস্তৃতীয়াস্তি। শ্রুতি-শ্চৈবমাহ,—"দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ" ইত্যাদিনা। তত্র দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ 'অভয়ম্' ইত্যাদিনা। অথাসুরং শৃণু বিস্তরশো বক্ষ্যামি ॥

আসুরং সর্গমাহ,—প্রবৃত্তিঞ্চেতি দ্বাদশভিঃ। আসুরা জনা ধর্ম্মে প্রবৃত্তিমধর্ম্মান্নিবৃত্তিঞ্চ ন জানন্তি; চকারাভ্যাং তয়োঃ প্রতিপাদকে বিধিনিষেধবাক্যে চ ন জানন্তি,—বেদেষ্বাস্থাভাবাদিত্যুক্তম্। তেষু শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরং তৎপ্রবৃত্তি-তন্নিবৃত্ত্যুপযোগি ন বিদ্যতে। নাপ্যাচারো মন্বা-দিভিরুক্তঃ। ন চ সত্যং প্রাণিহিতানুবন্ধি যথাদৃষ্টার্থবিষয়বাক্যমিতি গৃধ্রগোমায়ুবত্তেষামুপদেশাদি ॥ ৭ ॥

অসুরস্বভাব লোকেরাই এই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়হীন ও অনীশ্বর বলিয়া থাকে। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, কার্য্যকারণের পরস্পর সম্বন্ধ বিশ্বসৃষ্টির কারণ নয়, অর্থাৎ কারণশূন্য কার্য্যসত্ত্বে আর ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই; যদি কেহ ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, তিনি কামপরবশ হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,—আমাদের উপাসনার যোগ্য ন'ন ॥ ৮ ॥

এইপ্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বহীন, অল্পবুদ্ধি ও উগ্রকর্ম্মা আসুরস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জগৎক্ষয়কার্য্যে প্রভাব লাভ করে ॥ ৯ ॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥
আশাপাশ-শতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

তেষাং সিদ্ধান্তান্ দর্শয়তি তত্রৈকজীববাদিনামাহ,—অসত্যমিতি। ইদং জগদসত্যং শুক্তিরজতাদিবদ্‌ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতম্; অপ্রতিষ্ঠং খপুষ্প-বন্নিরাশ্রয়ম্; নাস্ত্যেবেশ্বরো জন্মাদিহেতুর্যস্য তৎ। সোঽপি তদ্বদ্‌ভ্রান্তি-রচিত এব, পারমার্থিকে তস্মিন্ স্থিতে তন্নির্ম্মিতজগত্তদ্বদ্‌দৃষ্টনষ্টপ্রায়ং ন স্যাৎ; তস্মাদসত্যং জগৎ ত এব মন্যন্তে। একৈব নির্ব্বিশেষা সর্ব্বপ্রমাণা-বেদ্যা চিদ্‌ভ্রমাদেকো জীবস্ততোঽন্যজ্জড়জীবেশ্বরাত্মকং তদজ্ঞানাৎ প্রতি-ভাষতে; আত্মস্বরূপসাক্ষাৎকারাদবিসম্বাদি স্বাপ্নিকমিব হস্ত্যশ্বরথাদিক-মাজাগরাৎ, সতি চ স্বরূপসাক্ষাৎকারে তদজ্ঞানকল্পিতং তজ্জীবত্বেন সহ নিবর্ত্তেত স্বাপ্নিকরথাশ্বাদীব সুষুপ্তাবিতি। অথ স্বভাব-বাদিনাং বৌদ্ধানামাহ,—অপরস্পরসম্ভূতমিতি স্ত্রীপুরুষসম্ভোগজন্যং জগন্ন ভবতি ঘটোৎপাদনে কুলালস্যেব বাল্যোৎপাদনে পিত্রাদের্জ্ঞানাভাবাৎ সত্যপ্য-সকৃৎসম্ভোগে সন্তানানুৎপত্তেশ্চ স্বেদজাদীনামকস্মাদুৎপত্তেশ্চ; তস্মাৎ

দুষ্পূর কামকে আশ্রয় করত দম্ভ, মান ও মদ-যুক্ত সেই পুরুষগণ অশুচিকার্য্যে ব্রতী হইয়া মোহবশতঃ অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১০ ॥

প্রলয়পর্য্যন্ত-ব্যাপী অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করত কামের উপ-ভোগকে চরমকার্য্য নিশ্চিতরূপে জানে ॥ ১১ ॥

শত শত আশাপাশে আবদ্ধ কাম ও ক্রোধ-দ্বারা আবিষ্ট সেই ব্যক্তিগণ অন্যায়রূপে কামভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে ॥ ১২ ॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্দ্ধনম্ ॥ ১৩ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

স্বভাবাদেবেদং ভবতীতি। অথ লোকায়তিকানামাহ,—কামহেতুকমিতি। কিমন্যদ্বাচ্যম্? স্ত্রীপুরুষয়োঃ কাম এব প্রবাহাত্মনা হেতুরস্যেতি স্বার্থে ঠঞ্; অথবা জৈনানামাহ,—কামঃ স্বেচ্ছৈব হেতুরস্যেতি। যুক্তিবলেন যো যৎ কল্পয়িতুং শক্নুয়াৎ, স তদেব তস্য হেতুং বদতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

স্ব-স্ব-মতনির্ণায়কানি দর্শনানি চ তৈঃ কৃতানি যান্যাস্থায় জগদ্‌বিনশ্য-তীত্যাহ,—এতামিতি জাত্যৈকবচনম্। এতানি দর্শনান্যবষ্টভ্যালম্ব্যাল্পবুদ্ধয়-স্তুচ্ছমতয়োনষ্টাত্মানোঽদৃষ্টদেহাদিবিবিক্তাত্মতত্ত্বা উগ্রকর্ম্মাণো হিংসা-পৈশুন্য-

---

তাহারা মনে করে যে, 'অদ্য আমি এই ধন লাভ করিলাম, এই মনোরথ আমার সিদ্ধ হইল, আমার এই আছে ও পুনরায় আমার এই ধন লাভ হইবে; এই শত্রুটিকে নাশ করিলাম এবং অন্যান্য শত্রুগণকেও শীঘ্রই নাশ করিব; আমিই ঈশ্বর, আমিই সিদ্ধ, আমিই সুখী; আমিই আঢ্য অর্থাৎ সম্পন্ন, আমিই কুলীন; আমার ন্যায় আর কে আছে? আমি যাগ করিব, দান করিব ও স্ত্রীসঙ্গাদি আনন্দ ভোগ করিব,—অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়া তাহারা এইরূপ বলে। অনেক-বিষয়ে বিভ্রান্তচিত্ত ও মোহজাল-দ্বারা আবৃত হইয়া কামভোগে প্রসক্তচিত্ত ঐ পুরুষেরা বৈতরণ্যাদি অশুচি নরকে পতিত হয় ॥ ১৩-১৬ ॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥ ১৭॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮॥

পারুষ্যাদি-কর্ম্মনিষ্ঠা জগতোঽহিতাঃ শত্রবশ্চ সন্তস্তস্য ক্ষয়ায় প্রভবন্তি—পরমার্থাজ্জগদ্ভ্রংশয়ন্তীত্যর্থঃ॥ ৯॥

অথ তেষাং দুর্বৃত্ততাং দুরাচারতাঞ্চাহ,—কামমিতি। দুষ্পূরং কামং বিষয়তৃষ্ণামাশ্রিত্য মোহান্ন তু শাস্ত্রাদসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বাশুচিব্রতাঃ সন্তঃ প্রবর্ত্তন্তে। অসদ্গ্রাহান্ দুষ্টনক্রবদাত্মবিনাশকান্ কল্পিতদেবতা-তন্মন্ত্র-তদারাধননিমিত্তক-কামিনীপার্থিবনিধ্যাকর্ষণরূপান্ দুরাগ্রহানিত্যর্থঃ; অশুচীনি শ্মশাননিষেবণ-মদ্যমাংসবিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে; দম্ভেনাধর্ম্মিষ্ঠত্বেঽপি ধর্ম্মিষ্ঠত্ব-খ্যাপনেন মানেনাপূজ্যত্বেঽপি পূজ্যত্ব-খ্যাপনেন মদেনানুৎকৃষ্টত্বেঽপ্যুৎকৃষ্টত্বারোপণেন চান্বিতাঃ॥ ১০॥

অপরিমেয়ামপরাং প্রলয়ান্তাঞ্চ মরণকালাবধি-সাধ্যবস্তুবিষয়াং চিন্তামুপাশ্রিতঃ কামোপভোগঃ সম্যগ্বিষয়সেবৈব পরমঃ পুমর্থো যেষাং তে; এতাবদেব কামোপভোগমাত্রমেবৈহিকম্; ন ত্বতোঽন্যৎ পারলৌকিকং সুখমস্তীতি কৃতনিশ্চয়াঃ॥ ১১॥

আশেতি স্পষ্টম্। ঈহন্তে কর্ত্তুং চেষ্টন্তে, অন্যায়েন কূটসাক্ষ্যেণ চৌর্য্যেণ চ॥ ১২॥

সেই স্বয়ং-সম্মানলব্ধ, অনম্র এবং ধন, মান ও মদান্বিত পুরুষগণ অবিধি-পূর্ব্বক দম্ভের সহিত নামে-মাত্র যজ্ঞের দ্বারা যজন করে॥ ১৭॥

তাহারা—অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত, স্বীয় দেহ ও পর-দেহে অবস্থিত পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে, এবং সাধুদিগের গুণেতে দোষ আরোপ করে॥ ১৮॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০॥

তেষাং ধনাশানুবৃত্তিং মনোরাজ্যোক্ত্যা বিবৃণ্বন্ নরকনিপাতমাহ,—ইদমিতিচতুর্ভিঃ। ইদং ক্ষেত্রং পশুপুত্রাদি ময়ৈবাদ্য স্ব-ধী-বলেন লব্ধম্; ইমং মনোরথং মনঃপ্রিয়মর্থমহমেব স্ববলেন প্রাপ্স্যামি; স্ববলেনৈব লব্ধমিদং ধনং মম সম্প্রত্যস্তি; ইদমিষ্যমাণং ধনমাগামিবর্ষে মদ্বলেনৈব মে ভবিষ্যতি, ন ত্বদৃষ্টবলেন ঈশ্বরপ্রসাদেন বেত্যর্থঃ। এবং ধনতৃষ্ণাং প্রপঞ্চ্য দুষ্টং ভাবং প্রপঞ্চয়তি,—অসাবিতি। যজ্ঞদত্তাখ্যোঽসৌ শত্রুর্ময়াতিবলিনা হতঃ; অপরানপি শত্রূনহমেব হনিষ্যামি; তেষাং দারধনাদি চ নেষ্যামীতি চ-শব্দাৎ—মত্তো ন কোঽপি জীবেদিতি ভাবঃ। নন্বীশ্বরেচ্ছামদৃষ্টং চ কেচিজ্জয়হেতুমাহুস্তত্রাহ,—অহমেবেশ্বরঃ স্বতন্ত্রো যদহং ভোগী স্বতো নিখিলভোগসম্পন্নঃ সিদ্ধোঽস্মীতি; যদি কশ্চিদীশ্বরং কল্পয়তি, তর্হি স মামেবেশ্বরং কল্পয়তু, ন তু মত্তোঽন্যমনুপলব্ধেরিতি ভাবঃ। নন্বু সম্পদা কুলেন চাঢ্যে ত্বৎসমা বীক্ষ্যন্তে তৎ কথমীশ্বরস্ত্বমিতি চেদাহ,—আঢ্যঃ সম্পন্নঃ স্বতোঽহমস্মাভিজনবান্ কুলীনশ্চ, ন তু কেনচিন্নিমিত্তেনাতো মৎসদৃশোঽন্যঃ কোঽস্তি,—ন কোঽপীত্যহমেবেশ্বরঃ; অতোঽহং স্ববলেনৈব যক্ষ্যে, দিব্যাঙ্গনানাং সঙ্গতিং করিষ্যে,দাস্যামি,তাসামধরাদি খণ্ডয়িষ্যামোবংমোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ

সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদিগকে আমি এই সংসার-মধ্যেই অশুভ আসুরী যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবজনিত ক্রিয়াদ্বারা তাহাদের আসুর ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়॥ ১৯॥

আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়সকল জন্মে-জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হয় এবং তাহা হইতেও অধমগতি লাভ করে॥ ২০॥

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥
এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥

সন্তো নরকে পতন্তীত্যগ্রিমেণান্বয়ঃ। অনেকেষু চিরপ্রয়াসসাধ্যেষু বস্তুষু যচ্চিত্তং, তেন বিভ্রান্তা বিক্ষিপ্তা মোহময়েন জালেন সমাবৃতা মৎস্যা ইব ততো নির্গন্তুমক্ষমাঃ; কামভোগেষু প্রসক্তা মধ্যে মৃতাঃ সন্তো নরকে পতন্ত্যশুচৌ বৈতরণ্যাদৌ ॥ ১৩-১৬ ॥

আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ শ্রৈষ্ঠ্যং নীতাঃ, ন তু শাস্ত্রজ্ঞৈঃ সদ্ভিঃ; স্তব্ধাঃ অনম্রাঃ; ধনেন সম্পদা মানেন চ পরমহংসো মহাশ্রমণঃ শ্রীপূজ্যপাদো মহাপূজাবিদিত্যেবংলক্ষণেন সৎকারেণ যো মদো গর্ব্বস্তেনান্বিতাঃ; নাম-যজ্ঞৈর্নামমাত্রেণ যজ্ঞৈঃ পূজাবিধিভিঃ স্বকল্পিতা দেবতা যজন্তে স্ব-স্বকানাং গৃহিণামভ্যুদয়ায় দম্ভেন ধর্ম্মধ্বজিত্বেন বিশিষ্টা বিরক্তবেশাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। অবিধিপূর্ব্বকমবেদবিহিতং যথা ভবতি তথা ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বথা বেদ-তৎপ্রতিপাদ্যেশ্বরাবমন্তারস্ত ইত্যাহ,—অহঙ্কারমিতি।

আত্মনাশী নরকদ্বার—তিনপ্রকার অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ; অতএব উত্তম লোকসকল ঐ তিনটি পরিত্যাগ করিবেন ॥ ২১ ॥

এই তিনপ্রকার তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য আত্মার শ্রেয়ঃ আচরণ করিবে; তাহা হইলেই পরা গতি লাভ করিবে। তাৎপর্য্য এই যে, সত্ত্বসংশুদ্ধির উপায়স্বরূপ বৈধ-জীবন অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে পরা গতি কৃষ্ণভক্তি লব্ধ হয়। শাস্ত্রে কর্ম্ম ও জ্ঞানের যে উপায় ও উপেয়ত্ব কথিত হইয়াছে, তাহার মূলতত্ত্ব এই যে, বিশুদ্ধ কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ উত্তমরূপ থাকিলে জীবের সত্ত্বসংশুদ্ধিরূপ অভয়পদ লাভ হয়; তাহাই ভক্তিদেবীর দাসীস্বরূপা মুক্তি ॥ ২২ ॥

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

অহঙ্কারাদীন্ সংশ্রিতাস্তে আত্মনঃ পরেষাঞ্চ দেহেষু নিয়ামকতয়া ভর্ত্তৃতয়া চাবস্থিতং মাং সর্ব্বেশ্বরং মদ্বিষয়কং বেদঞ্চ প্রদ্বিষন্তোঽবজ্ঞয়াপকুর্ব্বন্তো ভবন্তি; অভ্যসূয়কাঃ কুটিলযুক্তিভির্মম বেদস্য চ গুণেষু দোষানারোপয়ন্তঃ। অহমেব স্বতন্ত্রঃ করোমীত্যহঙ্কারঃ, অহমেব পরাক্রমীতি বলম্, মৎতুল্যো ন কোঽপ্যস্তীতি দর্পঃ, মদিচ্ছৈব সর্ব্বাধিকেতি কামঃ, মৎপ্রতীপমহমেব হনিষ্যামীতি ক্রোধশ্চ ॥ ১৮ ॥

এষামাসুরস্বভাবাৎ ক্বচিদপি বিমোক্ষো ন ভবতীত্যাহ,—তানিতি দ্বাভ্যাম্। আসুরীষ্বেব হিংসা-তৃষ্ণাদিযুক্তাসু ম্লেচ্ছ-ব্যাধ-যোনিষু তত্তৎকর্ম্মানুগুণফলদঃ সর্ব্বেশ্বরোঽহমজস্রং পুনঃ পুনঃ ক্ষিপামি ॥ ১৯ ॥

নন্বু বহুজন্মান্তে তেষাং কদাচিদ্বদনুকম্পয়াসুরযোনের্বিমুক্তিঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—আসুরীমিতি। তে মূঢ়া জন্মন্যাসুরীযোনিমাপন্না মামপ্রাপ্যৈব ততোঽপ্যধমামতিনিকৃষ্টাং শ্বাদিযোনিং যান্তি; মামপ্রাপ্যৈব (অত্র) এব-কারেণ মদনুকম্পায়াঃ সম্ভাবনাপি নাস্তি। তল্লাভোপায়যোগ্যা সজ্জাতিরপি দুর্লভেতি; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"অথ কপূয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে কপূয়াং

শাস্ত্রবিধি এই যে, স্বধর্ম্ম আচরণ করিবে; ইহা পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি কামাচারে বর্ত্তমান হন, তিনি সিদ্ধি, সুখ বা পরা গতি লাভ করেন না। মূলতত্ত্ব এই যে, মানব সর্ব্বপ্রকার ঐন্দ্রিয়-জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি নীতির আশ্রয় না লয়, তবে সে নরাধম; আর ঐন্দ্রিয়জ্ঞান ও নীতিসম্পন্ন হইয়াও যদি ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার না করে, তবে তাহার সকলই অমঙ্গল। ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াও যদি কেহ বিশুদ্ধজ্ঞান-সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন না করে, তবে সেও পরা গতির যোগ্য হয় না। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহাই জীবের শ্রেয়ঃ ॥ ২৩ ॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা" ইত্যাদিকা। নন্বীশ্বরঃ সত্যসংকল্পত্বাদযোগ্যস্যাপি যোগ্যতাং শক্নুয়াৎ কর্ত্তুমিতি চেৎ, শক্নুয়াদেব; যদি সংকল্পয়েৎ বীজাভাবান্ন সংকল্পয়তীত্যতস্তস্য বৈষম্যমাহ সূত্রকারঃ,—"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যেন" ইত্যাদিনা; ততশ্চ 'তানহম্' ইত্যাদিদ্বয়ং সুপপন্নম্। এতে নাস্তিকাঃ সর্ব্বদা নারকিণো দর্শিতাঃ; যে তু শাপাদসুরাস্তদনুযায়িনশ্চ রাজন্যাঃ প্রত্যক্ষে উপেন্দ্রনৃহরি-বরাহাদৌ বিষ্ণৌ স্বশত্রু-পক্ষিত্বেন বিদ্বেষিণোঽপি বেদবৈদিককর্ম্মপরাঃ সর্ব্বনিয়ন্তারং কালশক্তিকমপ্রত্যক্ষং সর্ব্বেশ্বরং মন্যন্তে, তে তূপেন্দ্রাদিভির্নিহতাঃ ক্রমাৎ ত্যজন্ত্যাসুরীযোনিম্; কৃষ্ণেন নিহতাস্তু বিমুচ্যন্তে চেতি, ন তে বেদ-বাহ্যাঃ ॥ ২০ ॥

নন্বাসুরীং প্রকৃতিং নরকহেতুং শ্রুত্বা যে মনুষ্যাস্তাং পরিহর্ত্তুমিচ্ছন্তি, তৈঃ কিমনুষ্ঠেয়মিতি চেত্তত্রাহ,—ত্রিবিধমিতি। এতত্ত্রয়পরিহারে তস্যাঃ পরিহারঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তত্ত্যাগে ফলমাহ,—এতৈরিতি। শ্রেয়ঃ স্বাশ্রমকর্ম্মাদিশ্রেয়ঃসাধনম্; পরাং গতিং মুক্তিম্ ॥ ২২ ॥

কামাদিত্যাগঃ স্বধর্ম্মাদ্বিনা ন ভবেৎ, স্বধর্ম্মশ্চ শাস্ত্রাদ্বিনা ন সিধ্যেদতঃ শাস্ত্রমেবাস্থেয়ং সুধিয়েত্যাহ,—য ইতি। কামচারতঃ স্বাচ্ছন্দ্যেন যো

অতএব কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ; সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা অবগত হইয়া তুমি কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও ॥২৪॥

স্বতন্ত্রতা-ক্রমে ভগবৎসেবা-পরাঙ্মুখতাই মূল অপরাধ; সেইজন্য ভগবদ্দাসীরূপা মায়াই জীবের বন্ধহেতুকা। মায়াবদ্ধ হইয়া ভগবৎপ্রকাশিকা সাত্ত্বিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক তমোধর্ম্মগত জীব আসুরস্বভাব হয়। তখন

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

বর্ত্ততে—বিহিতমপি ন করোতি, নিষিদ্ধমপি করোতীত্যর্থঃ, স সিদ্ধিং পুমর্থোপায়ভূতাং হৃদ্বিশুদ্ধিং নৈবাপ্নোতি, সুখমুপশমাত্মকং চ পরাং গতিং মুক্তিং কুতো বাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩ ॥

যস্মাচ্ছাস্ত্রবিমুখতয়া কামাদ্যধীনা প্রবৃত্তিঃ পুমর্থাদ্বিভ্রংশয়তি, তস্মাত্তব কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ কিং কর্ত্তব্যং কিমকর্ত্তব্যমিত্যস্মিন্ বিষয়ে নির্দ্দোষমপৌরুষেয়ং বেদরূপং শাস্ত্রমেব প্রমাণম্; ন তু ভ্রমাদিদোষবতা পুরুষেণোৎপ্রেক্ষিতং বাক্যম্। অতঃ শাস্ত্রবিধানেন কুর্য্যান্ন কুর্য্যাদিতি প্রবর্ত্তনানিবর্ত্তনাত্মকেন লিঙ্তব্যাদি-পদেনোক্তম্। কর্ম্ম বিহিতং নিষিদ্ধঞ্চ জ্ঞাত্বা নিষিদ্ধং তৎ পরিত্যজন্ ইহ কর্ম্মভূমৌ বিহিতকর্ম্মাগ্নিহোত্রাদি যুদ্ধাদি চ কর্ত্তুমর্হসি লোকসংগ্রহায় ॥ ২৪ ॥

বেদার্থনৈষ্ঠিকা যন্তি স্বর্গং মোক্ষঞ্চ শাশ্বতম্।
বেদবাহ্যাস্তু নরকানিতি ষোড়শনির্ণয়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সাধুনিন্দা, বহ্বীশ্বরবুদ্ধি বা অনীশ্বরবুদ্ধি, গুর্ব্ববজ্ঞা, শাস্ত্রাবহেলন, ভক্তির মহিমাকে 'প্রশংসা-মাত্র' বলিয়া জ্ঞান, কর্ম্ম ও জ্ঞানকে 'ভক্তি' বলিয়া স্থাপন, ভক্তিবলে পাপাচার, ভক্তির সহিত কর্ম্মজ্ঞানাদির সমবুদ্ধি, ভক্তিতে অবিশ্বাস, অপাত্রে ভক্তিবিক্রয় ইত্যাদি বহুবিধ অপরাধ হইয়া উঠে। এই আসুর স্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা-সহকারে নববিধা ভক্তি সাধন করার কর্ত্তব্যতাই এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ,—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

সাত্ত্বিকং রাজসং বস্তু তামসঞ্চ বিবেকতঃ।
কৃষ্ণঃ সপ্তদশেঽবাদীৎ পার্থপ্রশ্নানুসারতঃ ॥

বেদমধীত্য তদ্বিধিনা তদর্থাননুতিষ্ঠন্তঃ শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্তা দেবাঃ ; বেদমবজ্ঞায় যথেচ্ছাচারিণো বেদবাহ্যাস্ত্বাসুরা ইতি পূর্ব্বস্মিন্নধ্যায়ে ত্বয়োক্তম্। অথেয়ং মে জিজ্ঞাসা,—যে শাস্ত্রেতি। যে জনাঃ পাঠতোঽর্থতশ্চ দুর্গমং বেদং বিদিত্বালস্যাদিনা তদ্বিধিমুৎসৃজ্য লোকাচারজাতয়া শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো দেবাদীন্ যজন্তে, তেষাং শাস্ত্রবিধ্যুপেক্ষা-শ্রদ্ধাভ্যাং পূর্ব্বনির্ণীতদৈবাসুরবিলক্ষণানাং কা নিষ্ঠা? সত্ত্বং সংশ্রয়া তেষাং স্থিতিরথবা রজস্তমঃসংশ্রয়েতি কোটিদ্বয়াববোধায়াহো-শব্দো মধ্যে নিবেশিতঃ ॥ ১ ॥

এতাবৎ শ্রবণ করত অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! আমার একটি সংশয় উপস্থিত হইল। আপনি কহিয়াছেন (৪র্থ অঃ ৩৯ শ্লোঃ) যে, শ্রদ্ধাবান্ লোকেই জ্ঞান লাভ করেন ; পুনরায় বলিলেন যে, শাস্ত্রবিধি ত্যাগপূর্ব্বক যিনি কামসহকারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার সিদ্ধিসুখ বা পরা-গতি হয় না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি শাস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধা হয়, তবে কি হয়? সেরূপ শ্রদ্ধাবান্ লোক জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতির ফল যে সত্ত্বশুদ্ধি, তাহা লাভ করিবে কি না? অতএব আমাকে স্পষ্ট বলুন,—যাঁহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকাচারজাত-শ্রদ্ধাশ্রয়ে দেবতাদিগকে যজন করেন, তাঁহাদের নিষ্ঠাকে 'সাত্ত্বিকী', 'রাজসিকী', কি 'তামসিকী' বলা যাইবে? ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ,—ত্রিবিধেতি। আলস্যাৎ ক্লেশাচ্চ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যে শ্রদ্ধয়া দেবাদীন্ যজন্তে দেহিনঃ, সা তেষাং স্বভাবজা বোধ্যা ;—প্রাক্তনঃ শুভাশুভসংস্কারঃ স্বভাবস্তস্মাজ্জাতেত্যর্থঃ। অনাদিত্রিগুণপ্রকৃতিসংসৃষ্টানাং দেহিনামনাদিতোঽনুবৃত্তস্য সংসারস্য সাত্ত্বিকত্বাদিনা ত্রৈবিধ্যাত্তজ্জাতশ্রদ্ধাপি ত্রিবিধেত্যাহ,—সাত্ত্বিকীত্যাদি। স্বভাবমন্যথয়িতুং সমর্থা খলু সদুপদিষ্টশাস্ত্রজন্যা বিবেকসম্বিৎ; সা তেষাং নাস্ত্যতঃ স্বভাবজা শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি। তাদৃক্শাস্ত্রজন্যা শ্রদ্ধা ত্বন্যৈব যথা তদুক্তিবিধিনৈব তদর্থানুষ্ঠানম্ ॥২॥

ভগবান্ কহিলেন,—দেহীদিগের স্বভাব-জনিত শ্রদ্ধা তিন প্রকার,—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ॥ ২ ॥

হে ভারত! সকল পুরুষই শ্রদ্ধাময় ; যে পুরুষের যে-প্রকার সত্ত্ব, তাহার সেইরূপ শ্রদ্ধা এবং যাহার যাহাতে শ্রদ্ধা, সে তৎস্বরূপ। মূলতত্ত্ব এই যে, জীব—স্বভাবতঃ মদংশ, অতএব নির্গুণ ; আমার সম্বন্ধবিস্মৃতিপ্রযুক্ত জীব সগুণ হইয়াছে ;—বদ্ধদশায় প্রবেশাবধি প্রাচীন-সংস্কার-বশতঃ তাহার একটি সগুণ স্বভাব হইয়াছে। সেই স্বভাব হইতেই তাহার অন্তঃকরণের গঠন ; সেই অন্তঃকরণকেই 'সত্ত্ব' বলি। সত্ত্বসংশুদ্ধিই অভয়পদ ; সংশুদ্ধ-সত্ত্বের শ্রদ্ধাই নির্গুণ-ভক্তিবীজ, আর অসংশুদ্ধ-সত্ত্বের শ্রদ্ধাই সগুণ। শ্রদ্ধা যতদিন নির্গুণ বা নির্গুণের উদ্দেশিনী না হয়, সে-পর্য্যন্তই তাহার নাম 'কাম'। এখন কামাত্মিকা সগুণ-শ্রদ্ধার বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

যদ্যপি শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণবৃত্তিস্তথাপ্যন্তঃকরণধর্ম্মস্য স্বভাবস্যান্তঃকরণস্য চ ধর্ম্মিণস্ত্রৈবিধ্যাত্তদুদিতায়াস্তস্যাস্ত্রৈবিধ্যং সিদ্ধেদিতি ভাবেনাহ,—সত্ত্বানুরূপেতি। সত্ত্বমন্তঃকরণং ত্রিগুণাত্মকং, তদনুরূপা সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য শ্রদ্ধা ভবতি ;—সত্ত্বপ্রধানান্তঃকরণস্য শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রজঃপ্রধানান্তঃকরণস্য রাজসী, তমঃপ্রধানান্তঃকরণস্য তু তামসীতি। অতোঽয়ং পূজ্যপূজকরূপো লৌকিকঃ পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়স্ত্রিবিধশ্রদ্ধা-প্রচুরো যঃ পুরুষো যচ্ছ্রদ্ধো যস্মিন্ পূজ্যে দেবাদৌ যক্ষাদৌ প্রেতাদৌ চ শ্রদ্ধাবান্ ভবতি, স পূজকোঽপি ; স এব তত্তচ্ছব্দেন ব্যপদেশ্য পূজ্যগুণবান্ পূজক ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

কার্য্যভেদেন সাত্ত্বিকাদিভেদং প্রপঞ্চয়তি,—যজন্ত ইতি। শাস্ত্রীয়বিবেকসম্বিদ্বিহীনা যে জনাঃ স্বভাবজয়া শ্রদ্ধয়া দেবান্ সাত্ত্বিকান্ বসুরুদ্রাদীন্

সাত্ত্বিক-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট পুরুষগণ দেবতাদিগকে, রাজসিক-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যক্ষরাক্ষসগণকে এবং তামস-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভূতপ্রেতদিগকে যজন করে ॥ ৪ ॥

যে-সকল ঘোর তপস্যা শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই, তাহা কাম, রাগ ও বল-যুক্ত, তথা দম্ভ ও অহঙ্কার-বিশিষ্ট লোকেরাই অবলম্বন করে ; তাহারা শরীরস্থ ভূতসকলকে উপবাসাদিরূপ কঠিন-তপস্যা-দ্বারা কর্ষণ করে এবং তদন্তর্ভূত আমার অংশভূত জীবকে দুঃখ দেয়, সুতরাং তাহারা আসুরনিষ্ঠায় অবস্থিত ॥ ৫-৬ ॥

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

যজন্তে, তেঽন্যে সাত্ত্বিকাঃ ; যে যক্ষরক্ষাংসি কুবেরনির্ঋত্যাদীনি রাজসানি যজন্তে, তেঽন্যে রাজসাঃ ; যে প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ তমসা যজন্তে, তেঽন্যে তামসাঃ। দ্বিজাঃ স্বধর্ম্মবিভ্রষ্টা দেহপাতোত্তরলব্ধবায়বীয়দেহা উল্কামুখকটপূতনাদিসংজ্ঞাঃ প্রেতা মনূক্তাঃ পিশাচবিশেষা বেতি ব্যাখ্যাতারশ্চাৎ সপ্তমাতৃকাদয়ঃ। এবমালস্যাত্ত্যক্তবেদবিধীনাং স্বভাবাৎ সাত্ত্বিকতাদ্যা নিরূপিতাঃ ;

মানবগণের আহারও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ ; তদ্রূপ তাহাদের যজ্ঞ, তপঃ ও দানও তত্তদ্ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া জানিবে ॥ ৭ ॥

সাত্ত্বিকপ্রিয় আহারসকলই আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বিবর্দ্ধক ; উহারা রসকারী, স্নেহকারী, স্থৈর্য্যকারী ও দেহের হিতকারী ; অতিকটু নিম্বাদি, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ লঙ্কামরিচাদি, অতিবিদাহী পিষ্টসর্ষপাদি, দুঃখ, শোক ও রোগ-কারী আহারসকলই রাজস-লোকের প্রিয়, এক-প্রহরের অধিক-কাল পক্ক হইয়া থাকিলে যে খাদ্যদ্রব্য শৈত্য লাভ করে, যে খাদ্য নীরস, যে খাদ্যে পূতিগন্ধ হইয়াছে, যে খাদ্য পূর্ব্বদিনে পক্ক হইয়া পর্য্যুষিত আছে, যে খাদ্যদ্রব্য গুরুজন ব্যতীত অপরের উচ্ছিষ্ট, এবং মদ্য-মাংসাদি যে সকল অমেধ্য খাদ্য, সেইরূপ খাদ্যসকলই তামস-লোকের প্রিয় ॥ ৮-১০ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধা-বিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষ্যতে ॥ ১৩ ॥

এতে চ বলবদ্বৈদিকসৎপ্রসঙ্গাৎ স্বভাবান্ বিজিত্য কদাচিদ্বেদেঽপ্যধিকৃতো ভবন্তীতি বোধ্যম্ ॥ ৪ ॥

বেদবাহ্যানাং কদাচিদপি দুর্গতের্নিস্তারো নেতি পূর্ব্বাধ্যায়োক্তং দৃঢ়য়ন্নাহ,—অশাস্ত্রেতি দ্বাভ্যাম্। অশাস্ত্রেণ বেদবিরুদ্ধেন স্বাগমেন বিহিতং ঘোরং পরপীড়কং তপো যে তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি কামরাগো বিষয়স্পৃহা বলং চ ময়া শক্যমেতৎ সিদ্ধং কর্ত্তুমিতি দুরাগ্রহঃ শরীরস্থমারম্ভকতয়া শরীরে স্থিতং ভূতগ্রামং পৃথিব্যাদিসংঘাতং কর্ষয়ন্তো বৃথোপবাসাদিনা কৃশং কুর্ব্বন্তোঽন্তঃশরীরস্থং শরীরমধ্যগতান্তর্যামিণং মাং চাবজ্ঞয়া কর্ষয়ন্তোঽচেতসঃ শাস্ত্রীয়বিবেকসম্বিদ্বিহীনাস্তান্ বেদবাহ্যানাসুরনিশ্চয়ান্ নিশ্চয়েনাসুরান্ বিদ্ধীতি পূর্ব্বোক্তানাং তেষাং দুর্গতিরবর্জ্জনীয়েবেতি ভাবঃ। স্বভাবজয়া শ্রদ্ধয়া যক্ষরক্ষঃপ্রেতাদীন্ যজতাং বলবদ্বৈদিকসদনুগ্রহে সতি শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধয়াসুরভাব-

---

যজ্ঞসমূহের ভেদ এই যে, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন, বিধিসম্মত ও কর্ত্তব্য-বোধে অনুষ্ঠিত যজ্ঞই 'সাত্ত্বিক-যজ্ঞ' ॥ ১১ ॥

ফলাভিসন্ধির সহিত ও দম্ভের জন্য কৃত যজ্ঞকেই 'রাজস-যজ্ঞ' বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥

বিধিহীন, অন্নদান-রহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞই 'তামস-যজ্ঞ'; এ-স্থলে নিতান্ত স্বরূপভ্রষ্ট বলিয়া তামস-শ্রদ্ধাকে 'শ্রদ্ধা'নামে স্বীকার করা গেল না ॥ ১৩ ॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

বিনাশঃ স্যাদেব ; দেবান্ যজতাং তু বস্তুতঃ সাত্ত্বিকত্বাত্তদনুগ্রহে সতি শাস্ত্রীয়া সুলভেতি স্থিতম্ ॥ ৫-৬ ॥

এবং স্থিতে তদাহারাদীনামপি ত্রৈবিধ্যাজ্ঞাপকং ত্রৈবিধ্যমাহ,—আহারস্থিতি। শ্রদ্ধাবৎ সর্ব্বস্য প্রিয়োঽন্নাদিরাহারোঽপি ত্রিবিধো ভবতি ; এবং যজ্ঞাদীনি চ ত্রিবিধানি। তেষামাহারাদীনাং চতুর্ণাম্ ॥ ৭ ॥

তত্র সাত্ত্বিকাহারমাহ,—আয়ুরিতি। আয়ুশ্চিরজীবনং সত্ত্বং চিত্তধৈর্য্যং বলং দেহসামর্থ্যং সুখংতৃপ্তিঃ প্রীতিরভিরুচিঃ। এতাসাং বিবর্দ্ধনাঃ রস্যত্বাদিগুণবন্তঃ সগব্যশর্করাঃ শালিগোধূমাদয়ঃ সাত্ত্বিকানাং প্রিয়াস্তৈরুপাদেয়া ইত্যর্থঃ। রস্যা ইতি নীরসানাং চণকাদীনাং, স্নিগ্ধা ইতি রুক্ষাণাং গুড়াদীনাং, স্থিরা ইত্যস্থিরাণাং, দুগ্ধফেনাদীনাং, হৃদ্যেত্যহৃদ্যানাং পনসফলাদীনাঞ্চ ব্যাবৃত্তিঃ ; ক্ষুদ্রদরাস্থহিতত্বমহৃদ্যত্বম্। অত্র পবিত্রা ইতি জ্ঞেয়ং,—তামসপ্রিয়েষ্বমেধ্যপদ-দর্শনাৎ। রাজসাহারমাহ,—কট্বিতি। সপ্তম্বতিশব্দো

তপস্যা-সমূহের ভেদ এই যে, দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসাই 'শরীরসম্বন্ধি-তপঃ' ॥ ১৪ ॥

অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের ব্যবহার এবং বেদপাঠ ও অভ্যাসই "বাঙ্ময়তপঃ" ॥ ১৫ ॥

চিত্তপ্রসন্নতা, সরলতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ এবং ভাব-সংস্কারই (নিষ্কপট ব্যবহারই) 'মানস-তপঃ' ॥ ১৬ ॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষ্যতে ॥ ১৭ ॥
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

যোজ্যঃ। অতিকটুরিতি তিক্তো নিম্বাদির্ন চ মরিচাদিস্তস্য তীক্ষ্ণশব্দেনোক্তেরত্যুষ্ণোঽতিলবণোঽত্যুষ্ণশ্চ ; খ্যাতোঽতিতীক্ষ্ণো মরীচাদিরতিরুক্ষঃ কঙ্গুকাদিরতিবিদাহী রাজিকাদিঃ ; এতে রাজসস্যেষ্টাঃ,সাত্ত্বিকানাং তু হেয়াঃ। দুঃখং তাৎকালিকং জিহ্বা-কণ্ঠাদিশোষণজং, শোকো দৌর্মনস্যং পাশ্চাত্যমাময়ো রুধিরকোপঃ। তামসাহারমাহ,—যাতেতি। যাতোঽতিক্রান্তো যামঃ প্রহরো যস্য রাদ্ধস্যান্নাদেস্তদ্যাতযামং, গতরসং বৈরস্যবৎ, পূতিঃ দুর্গন্ধং, পর্য্যুষিতং পূর্ব্বেঽহ্নি রাদ্ধমুচ্ছিষ্টং গুরোরন্যেষাং ভুক্তাবশিষ্টমমেধ্যমপবিত্রং কলঞ্জাদি। ঈদৃগ্ভোজনং তামসানাং প্রিয়ং সাত্ত্বিকানাং ত্বতিদূরতো হেয়ম্ ॥ ৮-১০ ॥

অথ যজ্ঞত্রৈবিধ্যমাহ,—অফলেতি ত্রিভিঃ। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলেচ্ছাশূন্যৈর্যো যজ্ঞ ইজ্যতে ক্রিয়তে বিধিদৃষ্টো বিধিবাক্যাজ্জাতঃ, স সাত্ত্বিকঃ।

এই ত্রিবিধা তপস্যা নিষ্কাম-ব্যক্তির দ্বারা পরা শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা-সহকারে কৃত হইলেই 'সাত্ত্বিক-তপস্যা' পর্য্যনুষ্ঠিত হয় ॥১৭॥

'আপনাকে সাধু বলিবে' এই মানসে অপরকে যে স্তুতি ও সম্মান, এবং স্বয়ং পূজা-লাভের জন্য দম্ভের সহিত যে তপঃ সম্পাদিত হয়, তাহাই অনিত্য ও অনিশ্চিত 'রাজস-তপঃ' ॥ ১৮ ॥

মূঢ়-বুদ্ধির সহিত আত্মপীড়া-দ্বারা ও পরের বিনাশার্থ যে তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই 'তামস-তপঃ' ॥ ১৯ ॥

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

নন্বু ফলেচ্ছাং বিনা তত্র কথং প্রবৃত্তিস্তত্রাহ,—যষ্টব্যমেবেতি। মাং প্রতি বেদেনোক্তত্বাৎ তৎ যজনমেব কার্য্যং, ন তু তেন ফলং সাধ্যমিতি মনঃসমাধায়ৈকাগ্রং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ফলং স্বর্গাদিকমভিসন্ধায় যদিজ্যতে দম্ভার্থং বা স্বমহিমখ্যাপনায়, তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২ ॥

বিধীতি। অসৃষ্টান্নমন্নদানরহিতং মন্ত্রহীনং স্বরতো বর্ণতশ্চ হীনেন মন্ত্রেণোপেতং শ্রদ্ধা-বিরহিতং ঋত্বিগ্বিদ্বেষাৎ ॥ ১৩ ॥

ক্রমপ্রাপ্তস্য তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং বক্তুং তস্যাদৌ শারীরাদিভাবেন ত্রৈবিধ্যমাহ,—দেবেতি ত্রিভিঃ। দেবা বসুরুদ্রাদয়ো দ্বিজা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠা গুরবো মাতৃপিতৃদৈশিকাঃ প্রাজ্ঞা বিদিতবেদবেদাঙ্গাঃ পরেঽত্র তেষাং

দানসমূহের ভেদ এই যে, প্রত্যুপকার-লাভের উদ্দেশ্যরহিত হইয়া কর্ত্তব্য-বোধে, দেশ, কাল ও পাত্র বিচারপূর্ব্বক দানই 'সাত্ত্বিক' ॥ ২০ ॥

প্রত্যুপকারের আশা করিয়া বা স্বর্গাদিলাভের উদ্দেশে পশ্চাত্তাপ-সহকারে যে দান, তাহাই 'রাজস' ॥ ২১ ॥

যে-স্থানে দানের প্রয়োজন নাই, সেই স্থানে যে দান, যে-কালে দান করিলে কাহারও উপকার হয় না, সেইকালে যে দান এবং নর্ত্তক, বেশ্যা ও অভাবশূন্য ব্যক্তি প্রভৃতি অপাত্রসমূহে যে দান, তাহাই 'তামস' ; আবার সৎপাত্রকে অসৎকার ও অবজ্ঞার সহিত দান করিলেও 'তামস-দান' হয় ॥

ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

পূজনম্; শৌচং দ্বিবিধমুক্তম্; আর্জ্জবং বিহিতনিষিদ্ধয়োরৈক্যরূপেণ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমত্ত্বম্; ব্রহ্মচর্য্যং বিহিতমৈথুনঞ্চ—এতচ্ছারীরং শরীর নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ ॥

অনুদ্বেগকরমুদ্বেগং ভয়ং কস্যাপি যন্ন করোতি, সত্যং প্রামাণিকং, শ্রোতুঃ প্রিয়ং, পরিণামে হিতং চ। এতদ্বিশেষণচতুষ্টয়বদ্বাক্যং তথা স্বাধ্যায়স্য বেদস্যাভ্যসনঞ্চ বাঙ্ময়ং বাচা নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ ॥ ১৫ ॥

মনসঃ প্রসাদো বৈমল্যং বিষয়স্মৃত্যবৈয়গ্র্যম্; সৌম্যত্বমক্রৌর্য্যং সর্ব্বসুখেচ্ছুত্বম্; মৌনমাত্মমননম্; আত্মনো মনসো বিনিগ্রহো বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ; ভাবসংশুদ্ধির্ব্যবহারে নিষ্কপটতা;—এতন্মানসং মনসা নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ ॥ ১৬ ॥

উক্তস্য তপসঃ সাত্ত্বিকাদিতয়া ত্রৈবিধ্যমাহ,—শ্রদ্ধয়েতি ত্রিভিঃ। তদুক্তং

এখন তাৎপর্য্য বলিতেছি, শুন। তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও আহার, এ সমুদায়ই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ। সগুণ অবস্থায় ইহাদিগের অনুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা থাকে, তাহা উত্তম, মধ্যম ও অধম হইলেও সগুণা ও অকিঞ্চিৎকরী; আর নির্গুণা শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তির উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা-সহকারে যখন ঐ-সকল কর্ম্ম কৃত হয়, তখনই উহারা সত্ত্বসংশুদ্ধিরূপ অভয়-লাভের উপযোগী হয়। শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই সেই পরা শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার উপদেশ আছে। শাস্ত্রে 'ওঁ তৎ সৎ', এই তিনটি ব্রহ্ম-নির্দ্দেশক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়; সেই ব্রহ্মনির্দ্দেশের সহিত ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞসমুদয়ও বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক যে শ্রদ্ধা অবলম্বন করিবে, তাহা সগুণা, অ-ব্রহ্মনির্দ্দেশিকা এবং কামফল-দায়িকা হইবে; অতএব পরা শ্রদ্ধার ব্যবস্থাই শাস্ত্রবিধান। তোমার শাস্ত্র ও শ্রদ্ধা-সম্বন্ধে যে সংশয়, তাহা—কেবল অবিবেক-জনিত ॥ ২৩ ॥

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

ত্রিবিধং তপঃ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈর্যুক্তৈরেকাগ্রচিত্তৈর্নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তমনুষ্ঠিতং সাত্ত্বিকম্ ॥ ১৭ ॥

সৎকারঃ সাধুরয়ং তপস্বীতি স্তুতির্মানঃ প্রত্যুত্থানাদিরাদরঃ, পূজা চরণ-প্রক্ষালনধনদানাদিস্তদর্থং যত্তপো দম্ভেন চ ক্রিয়তে, তদ্রাজসং প্রোক্তম্; চলং কিঞ্চিৎকালিকমধ্রুবমনিয়তসৎকারাদিফলকম্ ॥ ১৮ ॥

মূঢ়গ্রাহেণাবিবেকজেন দুরাগ্রহেণাত্মনো দেহেন্দ্রিয়াদেঃ পীড়য়া চ যত্তপঃ পরস্যোৎসাদনার্থং বিনাশায় বা ক্রিয়তে, তত্তামসম্ ॥ ১৯ ॥

অথ দানস্য ত্রৈবিধ্যমাহ,—দাতব্যমিতি। নিশ্চয়েন যদ্দানমনুপকারিণে পাত্রে বিদ্যাতপোভ্যাং দাতৃ রক্ষকায় ব্রাহ্মণায় যদ্দীয়তে, তদ্দানং সাত্ত্বিকম্; অনুপকারিণে প্রত্যুপকারমনুদ্দিশ্যেত্যর্থঃ। দেশে তীর্থে কালে চ সংক্রান্ত্যাদৌ ॥ ২০ ॥

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং দৃষ্টফলার্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমদৃষ্টমুদ্দিশ্যানুসন্ধায় দীয়তে, তদ্দানং রাজসম্; পরিক্লিষ্টং কথমেতাবদ্ব্যয়িতব্যমিতি পশ্চাত্তাপ-যুক্তং যথা স্যাত্তথা, গুরুবাক্যানুরোধাদ্বা, যদ্দীয়তে, তদ্রাজসম্ ॥ ২১ ॥

অদেশেঽশুচিস্থানে, অকালেঽশুচিসময়ে যদপাত্রেভ্যো নটাদিভ্যো

এতন্নিবন্ধন ব্রহ্মবাদিগণ সর্ব্বদাই ব্রহ্মোদ্দেশক 'ওঁ'শব্দ ব্যবহারপূর্ব্বক সমস্ত-শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপঃ ও ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন ॥ ২৪ ॥

এই জড়বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য অতৎ-বস্তুর অতীত যে 'তৎ'-বস্তু, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া জড়ীয় সাক্ষাৎফলাশা ত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদি বিবিধ-ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৫ ॥

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

দীয়তে ; দেশাদি-সম্পত্তাবপি যদসৎকৃতং চরণপ্রক্ষালনাদি-সৎকারশূন্যম-বজ্ঞাতং তুংকারাদ্যনাদরভাষণোপেতং চ যদ্দানং, তত্তামসম্ ॥ ২২ ॥

তদেব যজ্ঞ-তপো-দানানাং ত্রৈবিধ্যকথনেন সাত্ত্বিকানাং তেষামুপা-দেয়ত্বং, রাজসাদীনাং হেয়ত্বঞ্চ দর্শিতম্। অথ সাত্ত্বিকাধিকারিণাং যজ্ঞাদীনি বিষ্ণুনামপূর্ব্বকাণ্যেব ভবন্তীত্যুচ্যতে,—ওমিতি। ওমিত্যাদিকস্ত্রিবিধো ব্রহ্মণো বিষ্ণোর্নির্দ্দেশো নামধেয়ং শিষ্টৈঃ স্মৃতঃ ; "ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্টং নাম" ইতি শ্রুতেঃ ওমিত্যেকং নাম ; "তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুতেঃ তদিতি দ্বিতীয়ং নাম ; "সদেব সৌম্য" ইতি শ্রুতেঃ সদিতি তৃতীয়ং নাম উপলক্ষণ-মিদম্। বিষ্ণ্বাদিনাম্নাং তেন ত্রিবিধেন নির্দ্দেশেন ব্রাহ্মণা বেদা যজ্ঞাশ্চ পুরা চতুর্ম্মুখেন বিহিতাঃ প্রকটিতাস্তস্মান্মহাপ্রভাবোঽয়ং নির্দ্দেশস্তৎপূর্ব্বকাণাং যজ্ঞাদীনাং নাঙ্গবৈগুণ্যং, তেন ফলবৈগুণ্যঞ্চ নেতি ॥ ২৩ ॥

যস্মাদেবং তস্মাদোমিতি নির্দ্দেশমুদাহৃত্যোচ্চার্য্যানুষ্ঠিতা ব্রহ্মবাদিনাং

'সৎ'শব্দে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবাদিতেই অর্থসঙ্গতি হয় ; তদ্রূপ 'সৎ'শব্দে তদু-দ্দেশক প্রশস্ত কর্ম্মসমূহকেও বুঝাইয়া থাকে। যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানেই 'সৎ'শব্দের তাৎপর্য্য ; যেহেতু ঐসকল কর্ম্ম তদর্থীয় অর্থাৎ ব্রহ্মোদ্দেশক হইলেই 'সৎ'শব্দ লাভ করে ; পরন্তু ব্রহ্মোদ্দেশক না হইলে যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি কর্ম্ম, সমস্তই অসৎ। সমস্ত জড়ীয় কর্ম্মই জীবের স্বরূপবিরোধী, কিন্তু যে-সময়ে ঐসকল কর্ম্ম ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া পরাভক্তিকে উদয় করাইতে প্রতিজ্ঞা করে, তখনই উহারা জীবের সত্ত্ব-সংশুদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধিরূপ কৃষ্ণদাস্যের উপযোগী হয় ॥ ২৬-২৭ ॥

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

সাত্ত্বিকানাং ত্রৈবর্ণিকানাং যজ্ঞাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে ;—অঙ্গবৈকল্যেঽপি সাঙ্গতাং ভজন্তীতি ॥ ২৪ ॥

তদিতি। নির্দ্দেশমুদাহৃত্য ফলমনভিসন্ধায় যজ্ঞাদিক্রিয়া মোক্ষকাঙ্ক্ষি-ভিস্তৈঃ ক্রিয়ন্তে অনুষ্ঠীয়ন্তে। নিষ্কামতয়া মুমুক্ষাসম্পাদনান্মহাপ্রভাবস্তচ্ছব্দঃ ॥

সদিতি নির্দ্দেশঃ প্রশস্তেষ্বর্থান্তরেষু বর্ত্ততে, তস্মাৎ প্রশস্তে কর্ম্মমাত্রে স প্রযোজ্য ইতি ভাবেনাহ,—সদ্ভাব ইতি দ্বাভ্যাম্। সদ্ভাবে ব্রহ্মত্বে সাধুভাবে চ ব্রহ্মজ্ঞত্বেঽভিধায়কতয়া সচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে—"সদেব সৌম্য" ইত্যাদৌ, "সতাং প্রসঙ্গাৎ" ইত্যাদৌ চ ; তথা প্রশস্তে উপনয়নবিবাহাদিকে চ মাঙ্গলিকে কর্ম্মণি সচ্ছব্দো যুজ্যতে সঙ্গচ্ছতে ; যজ্ঞাদৌ যা তেষাং স্থিতিস্তাৎ-পর্য্যেণাবস্থিতিস্তদপি সদিত্যুচ্যতে ; যস্তেদং নাম ত্রয়ং, তদর্থীয়ং কর্ম্ম চ তন্মন্দিরনির্ম্মাণ-তদ্বিমার্জ্জনাদি সদিত্যভিধীয়তে। অত্র ত্রিবিধোঽয়ং নির্দ্দেশঃ স্মর্ত্তব্য ইতি বিধিঃ কল্প্যতে। "বষট্কর্ত্তুঃ প্রথমং ভক্ষ্যঃ" ইত্যা-দাবিব বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাদিতি ন্যায়াদ্ঘৃতদানাদিসংযোগাচ্চাস্য তদ্বৈগুণ্যমেব ফলম্ ;—"প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥" ইতি স্মরণাচ্চ ॥ ২৬-২৭ ॥

অথ সাত্ত্বিক্যা শ্রদ্ধয়া সর্ব্বেষু কর্ম্মসু প্রবর্ত্তিতব্যম্ ; তয়া বিনা কৃতং সর্ব্বং ব্যর্থমিতি নিন্দতি,—অশ্রদ্ধয়েতি। হুতং হোমো দত্তং দানং, তপ্তমনুষ্ঠিতং

হে অর্জ্জুন ! নির্গুণ-শ্রদ্ধা ব্যতীত যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, সে-সমুদায়ই অসৎ ; সেইসকল ক্রিয়া ইহকাল ও পরকাল, কোন-কালেই মানবের উপকার করে না। শাস্ত্রসমুদায় নির্গুণ-শ্রদ্ধারই উপদেশ করেন ; শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিলে নির্গুণ শ্রদ্ধাকে সুতরাং পরিত্যাগ করিতে হয়। অতএব নির্গুণ-শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার একমাত্র বীজ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

যচ্চান্যদপি স্তুতিপ্রণত্যাদিকর্ম্ম কৃতং,তৎ সর্ব্বমসন্নিন্দ্যমিত্যুচ্যতে। কুত ইত্যত্রাহ,—ন চেতি। হেতৌ চ-শব্দো যতোঽশ্রদ্ধয়া কৃতং, তৎ প্রেত্য পরলোকে ন ফলতি বিগুণাত্তস্মাৎ পূর্ব্বানুৎপত্তের্নাপীহ লোকে কীর্ত্তিঃ,সদ্ভির্নিন্দিতত্বাৎ॥

শ্রদ্ধাং স্বভাবজাং হিত্বা শাস্ত্রজাং তাং সমাশ্রিতঃ।
নিঃশ্রেয়সাধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশী স্থিতিঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

বদ্ধজীবের পক্ষে শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাই কর্ত্তব্য। তাহার বদ্ধদশায় দেব, যক্ষ, ভূত-সমূহের পূজাদিময়ী সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী-ভেদে স্বভাবজা শ্রদ্ধা—তিনপ্রকার। যদিও সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা অপেক্ষাকৃত উত্তমা, তথাপি নৈর্গুণ্য লাভ করিবার জন্য যে শাস্ত্রীয় নির্গুণ শ্রদ্ধা, তাহাই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়ণীয়া; প্রথম-ছয়-অধ্যায়োক্ত কর্ম্মযোগের দ্বারা নির্ব্বেদক্রমে নির্গুণ-শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা কষ্টসাধ্য। 'নির্গুণ-শ্রদ্ধা' আবার 'সাধুসঙ্গ'-বলে মধ্য-ছয়-অধ্যায়োক্ত হরিকথা-বিষয়িণী হইয়া উদিতা হয়, তাহা—অত্যন্ত-সুখসাধ্য। এই শেষোক্ত-শ্রদ্ধা-ক্রমে 'গুরুপাদাশ্রয়' ও 'ভজনক্রিয়া'-দ্বারা পূর্ব্বোক্ত চারিটি অনর্থ দূর (নিবৃত্তি) হয়; তখন ঐ শ্রদ্ধার নাম—'নিষ্ঠা'; সেই নিষ্ঠা পক্ক হইলে 'রুচি'ক্রমে 'আসক্তি' ও 'ভাব' হইয়া অবশেষে 'প্রেম'রূপে উদিত হয়;—ইহাই জীবের 'চরম প্রয়োজন'। অতএব নির্ব্বেদাদি চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ-শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক ওমিত্যাদি-নির্দ্দিষ্ট হরিনাম করিলে সমস্ত-সংসার-প্রবৃত্তি বিজিত হয়।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ,—

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন॥ ১॥

গীতার্থানিহ সংগৃহ্নন্ হরিরষ্টাদশেঽখিলান্।
ভক্তেস্তত্র প্রপত্তেশ্চ সোঽব্রবীদতিগোপ্যতাম্॥

"সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী" ইত্যাদৌ 'সন্ন্যাস'শব্দেন কিমুক্তং "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গম্" ইত্যাদৌ 'ত্যাগ'শব্দেন চ কিমুক্তং ভগবতা, তত্র সন্দিহানোঽর্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি,—সন্ন্যাসস্যেতি। 'সন্ন্যাস'-'ত্যাগ'-শব্দৌ শৈল-তরু-শব্দাবিব বিজাতীয়ার্থৌ কিংবা কুরু-পাণ্ডব-শব্দাবিব সজাতীয়ার্থৌ? যদ্যাদ্যস্তর্হি সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথগ্বেদিতুমিচ্ছামি; যদ্যন্ত্যস্তর্হি তত্রাবান্তরোপাধিমাত্রং ভেদকং ভাবি, তচ্চ বেদিতুমিচ্ছামি। হে

ভক্তিই যে সমস্ত-কর্ম্মের মঙ্গলময় চরম ফল, ইহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে; দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে নির্গুণ-ভক্তির স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে; তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য, কার্য্যাকার্য্যবিবেক ও সগুণ-নির্গুণ-বিচার-দ্বারা ভক্তির চরমফলত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গীতা-শাস্ত্রের এরূপ গূঢ় তাৎপর্য্যই পূর্ব্ব মহাজনগণ-কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত সমস্ত উপদেশই সপ্তদশ-অধ্যায়-পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইল। তাহা শ্রবণ করত অর্জ্জুন মহাশয় পুনরায় সংক্ষেপে উপসংহাররূপ ঐ সমস্ত তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! 'সন্ন্যাস' ও 'ত্যাগ',—এই দুই শব্দের তাৎপর্য্য পৃথক্‌রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

মহাবাহো কৃষ্ণ, হৃষীকেশেতি ধীবৃত্তিপ্রেরকত্বাত্ত্বমেব মৎসন্দেহমুৎপাদয়সি ; কেশিনিসূদনেতি ত্বং মৎসন্দেহং কেশিনমিব বিনাশয়েতি ॥ ১ ॥

এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ,—কাম্যানামিতি। "পুত্রকামো যজেত স্বর্গ-কামো যজেত" ইত্যেবং কামোপনিবন্ধেন বিহিতানাং পুত্রেষ্টিজ্যোতিষ্টো-মাদীনাং কর্ম্মণাং ন্যাসং স্বরূপেণ ত্যাগং কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ সন্ন্যাসং বিদুর্ন তু নিত্যানামগ্নিহোত্রাদীনামিত্যর্থঃ ; তেষু বিচক্ষণাস্তু সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলত্যাগমেব, ন তু স্বরূপতস্ত্যাগং সন্ন্যাসলক্ষণং ত্যাগং প্রাহুঃ। নিত্যকর্ম্মণাং চ ফলমস্তি,—"কর্ম্মণা পিতৃলোকো ধর্ম্মেণ পাপম-পনুদতি" ইত্যাদি-শ্রবণাৎ। যদ্যপি "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত", "যাবজ্জীবন-মগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদৌ "পুত্রকামো যজেত" ইত্যাদাবিব ফলবিশেষো ন শ্রুতস্তথাপি "বিশ্বজিতা যজেত" ইত্যাদাবিব বিধিঃ কিঞ্চিৎ ফলমাক্ষি-

---

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—কাম্যকর্ম্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মকে নিষ্কামরূপে অনুষ্ঠান করার নামই 'সন্ন্যাস'। নিত্য, নৈমিত্তিক ও সর্ব্বপ্রকার কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও সর্ব্বকর্ম্মের ফল ত্যাগ করার নামই 'ত্যাগ'। বিচক্ষণ কবিসকল এইরূপ সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য বলিয়াছেন ॥ ২ ॥

ত্যাগ-সম্বন্ধে কতকগুলি পণ্ডিত এরূপ স্থির করিয়াছেন যে, কর্ম্মকে 'দোষ' বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিবে। অপর কতকগুলি পণ্ডিত যজ্ঞ, দান ও তপঃপ্রভৃতি কর্ম্মসকলকে অত্যাজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ॥৩॥

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥

পেদেব ; ইতরথা পুরুষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তের্দুষ্পরিহরতাপত্তিঃ। তথা চ কাম্য-কর্ম্মণাং স্বরূপতস্ত্যাগো, নিত্যকর্ম্মণাং তু ফলত্যাগঃ 'সন্ন্যাস'-শব্দার্থঃ ; সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং ফলেচ্ছাং ত্যক্ত্বানুষ্ঠানং খলু 'ত্যাগ'-শব্দার্থঃ। পূর্ব্বোক্ত-রীত্যা জ্ঞানোদয়ফলস্য সত্ত্বাদ প্রবৃত্তের্দুষ্পরিহরত্বং প্রত্যুক্তম্ ॥ ২ ॥

ত্যাগে পুনরপি মতভেদমাহ,—ত্যাজ্যমিতি। একে মনীষিণো "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি শ্রুতিদর্শিনঃ কাপিলাঃ কর্ম্মদোষবৎ পশু-হিংসাদি দোষযুক্তং ভবত্যতস্ত্যাজ্যং স্বরূপতো হেয়মিত্যাহুঃ ;"অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইতি শ্রুতিস্তু হিংসায়াঃ ক্রত্বঙ্গত্বমাহ, ত্বনর্থহেতুত্বং তস্যা নিবারয়তি। তথা চ দ্রব্যসাধ্যত্বেন হিংসায়াঃ সম্ভবাৎ, সর্ব্বং কর্ম্ম ত্যাজ্য-মিতি। অপরে জৈমিনীয়াস্তু যজ্ঞাদিকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং, তস্য বেদবিহিতত্বেন নির্দ্দোষত্বাদিত্যাহুঃ ;—যদ্যপি হিংসানুগ্রহাত্মকং কর্ম্ম, তথাপি তস্য বেদেন ধর্ম্মত্বাভিধানান্ন দোষবত্ত্বমতঃ কার্য্যমেবেত্যর্থঃ। "ন হিংস্যাৎ" ইতি সামান্যতো নিষেধস্তু ক্রত্বতারন্যত্র তস্যাঃ পাপতামাহেতি ন কিঞ্চিদবদ্যম্ ॥ ৩ ॥

এবং মতভেদমুপবর্ণ্য স্বমতমাহ,—নিশ্চয়মিতি। মতভেদগ্রস্তে ত্যাগে মে পরমেশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য নিশ্চয়ং শৃণু। ননু ত্যাগস্য খ্যাতত্বাত্তত্র শ্রোতব্যং

হে ভরতসত্তম! ত্যাগ-সম্বন্ধে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত এই যে, ত্যাগও ত্রিবিধ ॥ ৪ ॥

যজ্ঞ, দান, তপঃস্বরূপ কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাজ্য নয় ; সেই সকলই বুদ্ধিমান লোকের কর্ত্তব্য-কার্য্য ; বদ্ধজীবের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ ও সত্ত্বসংশুদ্ধির উপায়স্বরূপ তাহাদিগকে অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৫ ॥

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

কিমস্তি ? তত্রাহ,—ত্যাগো হীতি। হি যতস্ত্যাগস্তামসাদি-ভেদেন বিজ্ঞে-স্ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতো বিবিচ্যোক্তঃ। তথা চ দুর্বোধোঽসৌ শ্রোতব্য ইতি ত্যাগত্রৈবিধ্যম্ ;—'নিয়তস্য তু' ইত্যাদিভিরগ্রে বাচ্যম্ ॥ ৪ ॥

প্রথমং তস্মিন্ স্বনিশ্চয়মাহ,—যজ্ঞেতি দ্বাভ্যাম্। যজ্ঞাদীনি মনীষিণাং কার্য্যাণ্যেব ন ত্যাজ্যানি, যদমূনি বিষতন্তবদন্তরভ্যুদিতজ্ঞানদ্বারা পাবনানি সংস্থিতিদোষবিনাশকানি ভবন্তি ॥ ৫ ॥

যজ্ঞাদীনাং পাবনতাপ্রকারমাহ,—এতান্যপীতি। সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভি-নিবেশং ফলানি চ প্রতিপদোক্তানি পিতৃলোকাদীনি চ সর্ব্বাণি ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরার্চ্চনধিয়া কর্ত্তব্যানীতি মে ময়া নিশ্চিতমত উত্তমমিদং মতম্। কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশত্যাগস্যাপি প্রবেশাৎ পার্থসারথের্মতং বরীয়ঃ ॥ ৬ ॥

প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগত্রৈবিধ্যমাহ,—নিয়তস্যেতি ত্রিভিঃ। কাম্যস্য কর্ম্মণো বন্ধকত্বাত্তৎত্যাগো যুক্তঃ। নিয়তস্য নিত্যনৈমিত্তিকস্য মহাযজ্ঞাদেঃ কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসস্ত্যাগো নোপপদ্যতে। আত্মোদ্দেশাদ্বিশোর্ণাদিবদন্তর্গতজ্ঞানস্য তস্য মোচকত্বাদ্দেহযাত্রাসাধকত্বাচ্চ তত্ত্যাগো ন যুক্তঃ। তেন হি দেবতা-ভগবদ্বিভূতিরর্চ্চতাং তচ্ছেষৈঃ পূতৈঃ সিদ্ধা দেহযাত্রা তত্ত্বজ্ঞানায় সংপদ্যতে। বৈপরীত্যে পূর্ব্বমভিহিতং 'নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্' ইত্যাদিভিস্তৃতীয়ে

উত্তম সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সমস্ত কর্ম্ম আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-বোধে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক ॥ ৬ ॥

নিত্য-কর্ম্মের সন্ন্যাস সম্ভব নয় ; ভ্রম-সহকারে যাঁহারা নিত্যকর্ম্ম পরি-ত্যাগ করেন, তাঁহাদের ত্যাগই 'তামস' ত্যাগ ॥ ৭ ॥

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলেনানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

তস্যাপি মোহাদ্বন্ধকমিদমিত্যজ্ঞানাৎ পরিতঃ স্বরূপেণ ত্যাগস্তামসো ভবাত,—মোহস্য তমোধর্ম্মত্বাৎ ॥ ৭ ॥

নিষ্কামতয়ানুষ্ঠিতং বিহিতং কর্ম্ম মুক্তিহেতুরিতি জানন্নপি দ্রব্যোপার্জ্জন-প্রাতঃস্নানাদিনা দুঃখরূপমিতি কায়ক্লেশভয়াচ্চৈতন্মুমুক্ষুরপি ত্যজেৎ। স ত্যাগো রাজসঃ,—দুঃখস্য রজোধর্ম্মত্বাৎ। তং ত্যাগং কৃত্বাপি জনস্তস্য ফলং জ্ঞাননিষ্ঠাং ন লভতে ॥ ৮ ॥

কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম নিয়তং যথা ভবতি, তথা সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ফলং চ নিখিলং ত্যক্ত্বা ক্রিয়ত ইতি যৎ। স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকস্তাদৃশজ্ঞানস্য সত্ত্বধর্ম্মত্বাৎ ॥ ৯ ॥

সাত্ত্বিকত্যাগিনো লক্ষণমাহ,—ন দ্বেষ্টীতি। অকুশলং দুঃখদং হেমন্ত-প্রাতঃস্নানাদি ন দ্বেষ্টি, কুশলে সুখদে নিদাঘমধ্যাহ্নে স্নানাদৌ ন সজ্জতে; যতঃ সত্ত্ব-সমাবিষ্টোঽতিধীরো মেধাবী স্থিরধীশ্ছিন্নো বিহিতানি কর্ম্মাণি

যিনি নিত্য-কর্ম্মকে ক্লেশকর জানিয়া ভয়ের সহিত তাহা ত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগই 'রাজস'-ত্যাগ হয় ; তিনি ত্যাগফল প্রাপ্ত হন না ॥ ৮ ॥

হে অর্জ্জুন ! যিনি কর্ত্তব্যবোধে নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন এবং সেই কর্ম্মের আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করেন; তাঁহার ত্যাগই 'সাত্ত্বিক' ॥ ৯ ॥

অকুশল কর্ম্মে বিদ্বেষ করেন না এবং কুশল কর্ম্মে আসক্ত হন না,—এরূপ মেধাবী সত্ত্বগুণ-পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির কোন সংশয় থাকে না ॥ ১০ ॥

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥
পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

ক্লেশেনানুষ্ঠিতানি জ্ঞানং জনয়েয়ুর্ন বেত্যেবংলক্ষণঃ সংশয়ো যেন সঃ। ঈদৃশঃ সাত্ত্বিকত্যাগী বোধ্যঃ ॥ ১০ ॥

নন্বীদৃশাৎ ফলত্যাগাৎ স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগো বরীয়ান্ বিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠা সাধকত্বাদিতি চেত্তত্রাহ,—ন হীতি। দেহভৃতা কর্ম্মাণ্যশেষতস্ত্যক্তুং ন হি শক্যং ন শক্যানি; যদুক্তং,—'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি'

দেহধারি-জীবের সমস্ত-কর্ম্ম-পরিত্যাগ সম্ভব নয়; অতএব যিনি—সমস্ত-কর্ম্মফলত্যাগী, তিনিই বাস্তবিক ত্যাগী ॥ ১১ ॥

যাঁহারা কর্ম্মফল ত্যাগ করেন নাই, পরকালে তাঁহাদের 'অনিষ্ট', 'ইষ্ট' ও 'মিশ্র,'—এই তিনপ্রকার কর্ম্মফল ঘটিয়া থাকে; কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের ফল ভোগ করিতে হয় না ॥ ১২ ॥

হে মহাবাহো! বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে কর্ম্মসকলের সিদ্ধির উদ্দেশে পাঁচটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বলি, শুন ॥ ১৩ ॥

অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, কর্ত্তা অর্থাৎ চিজ্জড়গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার, বিভিন্ন করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল, বহুবিধ চেষ্টা ও দৈব অর্থাৎ জগদ্ব্যাপার-নিয়ামকের সহায়তা, এই পাঁচটি কারণ; এই পাঁচটি কারণ ব্যতীত কোন কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয় না ॥ ১৪ ॥

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

ইত্যাদি; তস্মাদ্যঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নেব তৎফলত্যাগী, স এব ত্যাগীত্যুচ্যতে। তথা চ সনিষ্ঠোঽধিকারী কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশফলেচ্ছা-শূন্যো যথাশক্তি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি জ্ঞানার্থী সন্ কুর্য্যাদিতি পার্থসারথের্মতম্ ॥ ১১ ॥

ঈদৃশত্যাগাভাবে দোষমাহ,—অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নারকিত্বম্, ইষ্টং স্বর্গিত্বম্, মিশ্রং মনুষ্যত্বম্; দুঃখসুখযোগীতি ত্রিবিধং কর্ম্মফলম্। অত্যাগিনামুক্তত্যাগরহিতানাং প্রেত্য পরকালে ভবতি, ন তু সন্ন্যাসিনামুক্তত্যাগবতাম্; তেষাং তু কর্ম্মান্তর্গতেন জ্ঞানেন মোক্ষো ভবতীতি ত্যাগফলমুক্তম্ ॥ ১২ ॥

নন্বু কর্ম্মাণি কুর্ব্বতাং তৎফলানি কুতো ন স্যুরিতি চেৎ স্বস্মিন্ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশত্যাগেন পরমেশ্বরে মুখ্যকর্ত্তৃত্বনিশ্চয়েন ভবন্তীত্যাশয়েনাহ,—পঞ্চৈতানীতি পঞ্চভিঃ। হে মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে এতানি পঞ্চকারণানি মে মত্তো নিবোধ জানীহি। প্রমাণমাহ,—সাংখ্য ইতি। সাংখ্যং জ্ঞানং তৎপ্রতিপাদকং বেদান্তশাস্ত্রং সাংখ্যং তস্মিন্; কীদৃশীত্যাহ,—কৃতান্তে কৃতনির্ণয়ে; সর্ব্বেষাং কর্ম্মহেতূনাং প্রবর্ত্তকঃ পরমাত্মেতি নির্ণয়কারিণীত্যর্থঃ। অন্তর্য্যামি-ব্রহ্মণে বিদিতমেতৎ; ইহাপি 'সর্ব্বস্য চাহং হৃদি' ইত্যাদ্যুক্তং বক্ষ্যতে চ, 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্' ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মনোদ্বারা যে কার্য্যই করিয়া থাকে, তাহা ন্যায্যই হউক বা অন্যায্যই হউক, উক্ত পঞ্চবিধ কারণ-দ্বারা সাধ্য হয় ॥ ১৫ ॥

এ-স্থলে যিনি কেবল আপনাকেই 'কর্ত্তা' মনে করেন, তিনি—অকৃতবুদ্ধি, অতএব দুর্ম্মতি; তিনি যাথার্থ্য দেখিতে পান না ॥ ১৬ ॥

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥ ১৮॥

তানি গণয়তি,—অধীতি। অধিষ্ঠীয়তে জীবেনেত্যধিষ্ঠানং শরীরম্; কর্ত্তা জীবঃ; অস্য জ্ঞাতৃত্বকর্তৃত্বে শ্রুতিরাহ,—"এষ হি দ্রষ্টা স্রষ্টা" ইত্যাদিনা; সূত্রকারশ্চ,—"জ্ঞোঽতএবেতি কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" ইত্যাদি চ। করণং শ্রোত্রাদিসমনস্কম্; পৃথিগ্বধং কর্ম্মনিষ্পত্তৌ পৃথগ্ব্যাপারম্; বিবিধা চ পৃথক্ চেষ্টা প্রাণাপানাদীনাং নানাবিধা ব্যাপারাঃ; দৈবঞ্চেত্যত্র কর্ম্মনিষ্পাদকে হেতুপ্রচয়ে দৈবং সর্ব্বারাধ্যং পরং ব্রহ্ম পঞ্চমম্। কর্ম্ম-

---

হে অর্জ্জুন! তোমার যে যুদ্ধবিষয়ে মোহ হইয়াছিল, তাহা কেবল অহঙ্কৃত ভাব হইতে উদিত; উক্ত পাঁচটি কারণকে সকল-কর্ম্মের কারক বলিয়া জানিলে আর তোমার সে মোহ হইতে পারিত না। অতএব যাঁহার বুদ্ধি অহঙ্কৃত-ভাবে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত-লোককে হনন করিয়াও কাহাকেও হনন করেন না এবং হনন-কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না॥ ১৭॥

'জ্ঞান', 'জ্ঞেয়' ও 'পরিজ্ঞাতা,' এই তিনটি—কর্ম্মচোদনা; এবং করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, এই তিনটি—কর্ম্মসংগ্রহ। মানব-কর্ত্তৃক যে-কর্ম্মই কৃত হউক, তাহাতে দুইটি অবস্থা আছে অর্থাৎ চোদনা ও সংগ্রহ। কর্ম্ম কৃত হইবার পূর্ব্বে যে বিধি অবলম্বিত হয়, তাহার নামই 'চোদনা'; চোদনা-শব্দের অর্থ—'প্রেরণা'। প্রেরণাই কর্ম্মের সূক্ষ্মাংশ, অর্থাৎ কর্ম্মের স্থূল-সত্তা-প্রাপ্তির পূর্ব্বে যে বৈজ্ঞানিক-সত্তা থাকে, তাহাই 'প্রেরণা'। ক্রিয়ার পূর্ব্ব-অবস্থায় তাহা 'কর্ম্ম-করণের জ্ঞান', 'কর্ম্মের স্বরূপগত জ্ঞেয়ত্ব' ও 'কর্ম্মকর্ত্তার পরিজ্ঞাতৃত্ব' এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। ক্রিয়াগত অবস্থার স্থূল-আকারে, কর্ম্মের করণত্ব, স্বরূপ ও কর্ত্তৃত্ব, এই তিনটি বিভাগ॥ ১৮॥

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥ ১৯॥
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ২০॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১॥

নিষ্পত্তাবন্তর্যামী হরির্মুখ্যো হেতুরিত্যর্থঃ। দেহেন্দ্রিয়প্রাণজীবোপকরণোঽসৌ কর্ম্মপ্রবর্ত্তক ইতি নিশ্চয়বতাং কর্ম্ম তৎফলেষু কর্তৃত্বাভিনিবেশস্পৃহা-বিরহিতানাং কর্ম্মাণি ন বন্ধকানীতি ভাবঃ। নন্বু জীবস্য কর্তৃত্বে পরেশায়ত্তে সতি তস্য কর্ম্ম স্বনিযোজ্যত্বাপত্তিঃ, কাষ্ঠাদিতুল্যত্বাৎ? বিধিনিষেধশাস্ত্রাণি চ ব্যর্থানি স্যুঃ? স্বধিয়া প্রবর্ত্তিতুং নিবর্ত্তিতুং চ শক্তো নিযোজ্যো দৃষ্টঃ? উচ্যতে,—পরেশেন দত্তৈর্দেহেন্দ্রিয়াদিভিস্তেনৈবাহিতশক্তিভিস্তদাধারভূতো জীবস্তদাহিত-শক্তিকঃ সন্ কর্ম্মসিদ্ধয়ে স্বেচ্ছয়ৈব দেহেন্দ্রিয়াদিকমধিতিষ্ঠতি। পরেশস্তু তৎসর্ব্বান্তঃস্থস্তস্মিন্ননুমতিং দদানস্তং প্রেরয়তীতি জীবস্য স্বধিয়া প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমত্ত্বমস্তীতি ন কিঞ্চিচ্চোদ্যম্।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণ-ভেদে এবম্ভূত জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তার ত্রিবিধত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১৯॥

এক জীবাত্মাই নানাবিধ ফল-ভোগের জন্য ক্রমে মনুষ্যাদি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান; নশ্বরবস্তু-মধ্যে থাকিয়াও তিনি অনশ্বর এবং অনেক জীব পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও চিজ্জাতীয়ত্বে একরূপ। এইরূপ জ্ঞানকেই 'সাত্ত্বিক' জ্ঞান বলা যায়॥ ২০॥

সর্ব্বভূতে অর্থাৎ মনুষ্য-তির্য্যগাদি-যোনিতে যে-সকল জীব আছেন, তাঁহারাই পৃথগ্জাতীয় জীব; তাঁহাদের স্বরূপভাব—পৃথগ্বিধ। ঐরূপ জ্ঞানই 'রাজসিক'॥ ২১॥

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তেঽবহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

এবমেব সূত্রকারো নির্ণীতবান্,—"পরাত্তচ্ছ্রুতেঃ" ইত্যাদিনা। নন্থ মুক্তস্য জীবস্য কর্ত্তৃত্বং ন স্যাৎ, তস্য দেহেন্দ্রিয়প্রাণানাং বিগমাদিতি চেন্ন,—তদা সংকল্পসিদ্ধানাং দিব্যানাং তেষাং সত্ত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

শরীরেতি। ন্যায্যং শাস্ত্রীয়ং, বিপরীতমশাস্ত্রীয়ম্ ॥ ১৫ ॥

ততঃ কিমত আহ,—তত্রেতি। এবং সতি জীবস্য কর্ত্তৃত্বে পরেশানুমতি-পূর্ব্বকে তদ্দত্তদেহাদিসাপেক্ষে চ সতি,তত্র কর্ম্মণি কেবলমেবাত্মানং জীবমেব যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি, স দুর্ম্মতিরকৃতবুদ্ধিত্বাদলব্ধজ্ঞানত্বান্ন পশ্যতি যথান্ধঃ ॥ ১৬ ॥

যিনি স্নান-ভোজন ইত্যাদি ব্যাপারকে বৃহৎ কার্য্য মনে করিয়া তাহাতে আসক্ত হন, তাঁহার জ্ঞান অল্প ও তামস ; যেহেতু সেই জ্ঞান অযথাভূত হইয়াও অহৈতুক অর্থাৎ ঔৎপত্তিক বলিয়া প্রতিভাত হয় ; তাহাতে তত্ত্বরূপ কোন অর্থ-লাভ হয় না। সিদ্ধান্ত এই যে, দেহাদির অতিরিক্ত তৎপদার্থ-জ্ঞানকে 'সাত্ত্বিক' জ্ঞান বলে ; নানাবাদপ্রতিপাদক ন্যায়াদিশাস্ত্রজ্ঞানই 'রাজস' জ্ঞান, এবং স্নানভোজনাদি ব্যবহারিক জ্ঞানই 'তামস' জ্ঞান ॥ ২২ ॥

রাগদ্বেষরহিত, সঙ্গশূন্য, নিষ্কাম নিত্য-কর্ম্মই 'সাত্ত্বিক' কর্ম্ম ॥ ২৩ ॥

ফলকামনা ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশের সহিত অতিশয় আয়াস-সিদ্ধ কর্ম্মই 'রাজস' কর্ম্ম ॥ ২৪ ॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

কস্তর্হি চক্ষুষ্মান্ সুমতিস্তত্রাহ,—যস্যেতি। যস্য পুরুষস্য মনোবৃত্তি-লক্ষণো ভাবো নাহংকৃতঃ স্বকর্ত্তৃত্বে পরেশায়ত্তেঽনুসন্ধিতে সতি কর্ম্মাণ্যহমেব করোমীত্যভিমানকৃতো ন ভবেৎ। যস্য চ বুদ্ধির্ন লিপ্যতে কর্ম্মফল-স্পৃহয়া, স ইমাঁল্লোকান্ন কেবলং ভীষ্মাদীন্ হত্বাপি ন হন্তি ; ন চ তেন সর্ব্বলোকহননেন কর্ম্মণা নিবধ্যতে লিপ্যতে ॥ ১৭ ॥

জ্ঞানকাণ্ডবৎ কর্ম্মকাণ্ডেঽপি জ্ঞানাদিত্রয়মস্তি ; তচ্চ সনিষ্ঠেন কর্ম্মঠেন বোধ্যমিতি উপদিশতি,—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতেত্যেবংত্রিক-যুক্তা কর্ম্মচোদনা জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মবিধিঃ ;— চোদনা চোপদেশশ্চ বিধি-শ্চৈকার্থবাচিন ইত্যভিযুক্তোক্তেঃ। তত্রিকং স্বয়মেব ব্যাখ্যাতি,—করণ-মিতি। যজ্ জ্ঞানং, তৎ করণং,—'জ্ঞায়তেঽনেন' ইতি নিরুক্তেঃ, করণকারক-মিত্যর্থঃ ; যজ্ জ্ঞেয়ং কর্ত্তব্যং জ্যোতিষ্টোমাদি, তৎ কর্ম্মকারকম্ ; যস্তু তস্য পরিতোঽনুষ্ঠানেন জ্ঞাতা, স কর্ত্তেতি কর্ত্তৃকারকম্। এবং কর্ম্মসংগ্রহো জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মবিধিস্ত্রিবিধঃ করণাদিকারকত্রয়সাধ্যশ্চোদনা-সংগ্রহ-শব্দয়োরৈক্যার্থঃ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানমিতি। গুণসংখ্যানে গুণনিরূপকে শাস্ত্রে চতুর্দ্দশে 'তত্র সত্ত্বং

ভাবী ক্লেশ, ধর্ম্মজ্ঞানাদির অপচয় ও পরপীড়ন, এই সমুদায় আলোচনা না করিয়া মোহ-বশতঃ কেবল ব্যবহারিক পৌরুষকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, সেই কর্ম্মকে 'তামস' কর্ম্ম বলা যায় ॥ ২৫ ॥

মুক্তসঙ্গ, অহঙ্কারশূন্য, ধৃতি ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার,—এরূপ কর্ত্তাই 'সাত্ত্বিক' ॥ ২৬ ॥

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥

নির্ম্মলত্বাৎ' ইত্যাদিনা গুণানাং বন্ধকতা-প্রকারঃ; সপ্তদশে 'যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্' ইত্যাদিনা গুণকৃতস্বভাবভেদশ্চোক্তঃ। ইহ তু গুণসংজ্ঞানাং জ্ঞানাদীনাং ত্রৈবিধ্যমুচ্যত ইতি বোধ্যম্ ॥ ১৯ ॥

সাত্ত্বিকজ্ঞানমাহ,—সর্ব্বেতি। সর্ব্বভূতেষু দেবমানবাদিষু দেহেষু নানা-কর্ম্মফলভোগাৎ ক্রমেণ বর্ত্তমানভাবং জীবাত্মানং যেনৈকং বীক্ষ্যতে। অব্যয়ং নশ্বরেষু তেষ্বনশ্বরং, বিভক্তেষু মিথোভিন্নেষু তেষ্ববিভক্তমেক-রূপঞ্চ যেন তৎ বীক্ষ্যতে, তজ্‌জ্ঞানং সাত্ত্বিকমৌপনিষদবিবিক্তাত্মজ্ঞানং তদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

রাজসজ্ঞানমাহ,—পৃথক্ত্বেনেতি। সর্ব্বেষু ভূতেষু দেবমনুষ্যাদিদেহেষু জীবাত্মনঃ পৃথক্ত্বেন যজ্‌জ্ঞানং দেহবিনাশ এবাত্মবিনাশ ইতি যজ্‌জ্ঞানমি-ত্যর্থঃ; যেন চ নানাবিধান্ ভাবানভিপ্রায়ান্ বেত্তি; দেহ এবাত্মেতি, দেহাদন্যো দেহপরিমাণ আত্মেতি, ক্ষণিকবিজ্ঞানমাত্মেতি, নিত্যবিজ্ঞান-

---

কর্ম্মাসক্ত, কর্ম্মফললুব্ধ, বিষয়াসক্ত, হিংসাপ্রিয়, অশুচি, হর্ষশোকাদির বশীভূত যে কর্ত্তা, সে-ই 'রাজস' কর্ত্তা ॥ ২৭ ॥

অনুচিতকার্য্যপ্রিয়, জড়চেষ্টাযুক্ত, স্তব্ধ, শঠ, পরের অপমান-কার্য্যে রত, অলস, সর্ব্বদা বিষাদযুক্ত দীর্ঘসূত্রী যে কর্ত্তা, সে-ই 'তামস' কর্ত্তা ॥২৮॥

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি ও ধৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-দ্বারা যে ত্রিবিধ ভেদ, তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

মাত্রবিভুরাত্মেতি, দেহাদন্যো নববিশেষগুণাশ্রয়োঽজড়ো বিভুরাত্মেত্যেবং লৌকায়তিক-জৈন-বৌদ্ধ-মায়িতার্কিকাদিবাদান্ যেন জানাতি, তদ্‌রাজসং জ্ঞানম্ ॥ ২১ ॥

তামসং জ্ঞানমাহ,—যত্ত্বিতি। যত্তু জ্ঞানমহৈতুকং স্বাভাবিকং, ন তু শাস্ত্রাদ্ধেতোর্জ্ঞানম্; অতএবৈকস্মিন্ লৌকিকে স্নান-ভোজন-যোষিৎ-প্রসঙ্গাদৌ কার্য্যে, ন তু বৈদিকে যাগদানাদৌ সক্তং কৃৎস্নবৎ পূর্ণং নাতোঽধিকমস্তীত্যর্থঃ। অতএবাতত্ত্বার্থবদ্‌যত্র তত্ত্বরূপোঽর্থো নাস্তি; অল্পং পশ্বাদিসাধারণ্যাত্তুচ্ছং তল্লৌকিক-স্নান-ভোজনাদিজ্ঞানং তামসম্ ॥২২॥

অথ কর্ম্মত্রৈবিধ্যমাহ,—নিয়তমিতি ত্রিভিঃ। নিয়তং স্ববর্ণাশ্রম-বিহিতম্, সঙ্গরহিতং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশবর্জ্জিতম্, অরাগদ্বেষতঃ কৃতং কীর্ত্তৌ রাগাদকীর্ত্তৌ দ্বেষাচ্চ যন্ন কৃতং, কিন্ত্বীশ্বরার্চ্চনতয়ৈবাফলপ্রেপ্সুনা ফলেচ্ছা-শূন্যেন যৎ কর্ম্ম কৃতং, তৎ সাত্ত্বিকম্ ॥ ২৩ ॥

যে বুদ্ধিদ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ, এই সকলের পার্থক্য নিশ্চিত হয়, সে বুদ্ধিই 'সাত্ত্বিকী' ॥৩০॥

যে-বুদ্ধি-দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য-প্রভৃতির পার্থক্য অসম্যক্ রূপে স্থিরীকৃত হয়, সে বুদ্ধিই 'রাজসী' ॥ ৩১ ॥

অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ও অর্থসমুদয়কে বিপরীত বলিয়া যে মোহাবৃতা বুদ্ধি কার্য্য করে, তাহাকেই 'তামসী' বুদ্ধি বলিয়া জানিবে ॥ ৩২

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥

যৎ কামেপ্সুনা ফলাকাঙ্ক্ষিণা সাহঙ্কারেণ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশিনা জনেন বহুলায়াসমতিক্লেশযুক্তং কর্ম্ম ক্রিয়তে, তদ্রাজসম্ ॥ ২৪ ॥

অনু কর্ম্মানুষ্ঠানানন্তরং বন্ধং রাজদূতযমদূতকৃতম্, ক্ষয়ং ধর্ম্মাদিবিনাশম্, হিংসাং প্রাণিপীড়াম্, পৌরুষং সবলঞ্চানবেক্ষ্য যৎ কর্ম্ম মোহাদারভ্যতে, তত্তামসম্ ॥ ২৫ ॥

অথ কর্ত্তৃত্রৈবিধ্যমাহ,—মুক্তেতি ত্রিভিঃ। মুক্তসঙ্গঃ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশফলেচ্ছাশূন্যঃ; অনহংবাদী গর্ব্বোক্তিশূন্যঃ; ধৃতিরারব্ধকর্ম্মপূর্ত্তিপর্য্যন্তা-বর্জ্জনীয়দুঃখসহিষ্ণুতা, উৎসাহস্তদনুষ্ঠানোদ্যতচিত্ততা তাভ্যাং সমন্বিতঃ; আনুষঙ্গিকস্য ফলস্য সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ নির্ব্বিকারঃ—সুখেন দুঃখেন চ রহিতঃ; ঈদৃশঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ ॥ ২৬ ॥

রাগী স্ত্রীপুত্রাদিষ্বাসক্তঃ; কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ পশুপুত্রান্নস্বর্গাদিষ্বতিস্পৃহ-য়ালুঃ; লুব্ধঃ কর্ম্মাপেক্ষিতদ্রব্যব্যয়াক্ষমঃ; হিংসাত্মকঃ পরান্ প্রপীড্য কর্ম্ম

হে পার্থ! যে অব্যভিচারী ধৃতি-যোগ-দ্বারা মনঃ প্রাণ ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়াসকলকে ধারণ করে, সেই ধৃতিই 'সাত্ত্বিকী' ॥ ৩৩ ॥

যে-ধৃতি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ করে, তাহাই 'রাজসী' ॥ ৩৪ ॥

যে ধৃতি স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, মদ ইত্যাদিকে ত্যাগ করে না, সেই বুদ্ধিহীন ধৃতিই 'তামসী' ॥ ৩৫ ॥

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

কুর্ব্বাণঃ; অশুচিঃ কর্ম্মাপেক্ষিতবিহিতশুদ্ধিশূন্যঃ; কর্ম্মফলসিদ্ধি-তদসিদ্ধ্যো-র্হর্ষশোকাভ্যামন্বিতঃ; ঈদৃশঃ কর্ত্তা রাজসঃ ॥ ২৭ ॥

অযুক্তোঽনৌচিত্যকৃৎ; প্রাকৃতঃ প্রকৃতৌ স্বভাবে বর্ত্তমানঃ স্ব প্রকৃত্যনু সারেণৈব, ন তু শাস্ত্রানুসারেণ কর্ম্মকৃদিত্যর্থঃ; স্তব্ধোঽনম্রঃ; শঠঃ স্বশক্তি-গোপনকৃৎ; নৈষ্কৃতিকঃ পরাপমানকৃৎ; অলসঃ প্রারব্ধে কর্ম্মণি শিথিলঃ; বিষাদী শোকাকুলঃ; দীর্ঘসূত্রী দিবসৈককর্ত্তব্যং বর্ষেণাপি যো ন করোতি; ঈদৃশঃ কর্ত্তা তামসঃ ॥ ২৮ ॥

এবং জ্ঞানজ্ঞেয়পরিজ্ঞাতৃণাং ত্রৈবিধ্যমুক্ত্বা বুদ্ধিধৃত্যোস্তদ্বক্তুং প্রতি-জানীতে। বুদ্ধেরিতি স্ফুটার্থম্ ॥ ২৯ ॥

তত্র বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যমাহ,—প্রবৃত্তিঞ্চেতি ত্রিভিঃ। যা বুদ্ধির্ধর্ম্মে প্রবৃত্তিম-ধর্ম্মান্নিবৃত্তিঞ্চ বেত্তি, যয়া বেত্তীতি বক্তব্যে যা বেত্তীতি করণে কর্ত্তৃত্বমুপ-চরিতম্, কুঠারশ্ছিনত্তীতিবৎ। নিষ্কামং কর্ম্ম কার্য্যং সকামং ত্বকার্য্যমিতি কার্য্যাকার্য্যে যা বেত্তি; অশাস্ত্রীয়-প্রবৃত্তিতো ভয়ং শাস্ত্রীয়প্রবৃত্তিতস্ত্বভয়-মিতি ভয়াভয়ে যা বেত্তি; বন্ধং সংসারযাথাত্ম্যং মোক্ষং তচ্ছেদযাথাত্ম্যং চ যা বেত্তি, সা বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

হে ভরতর্ষভ! এখন তুমি ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর। বদ্ধজীব পুনঃপুনঃ অনুশীলন-দ্বারা অভ্যাসক্রমে সেই সুখে রমণ করেন; কোন-কোন স্থলে উপরতি লাভ করত সংসাররূপ দুঃখের অন্ত পাইয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

প্রথমে কষ্টকর ও পরিণামে অমৃতের ন্যায় আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ সুখই 'সাত্ত্বিক' সুখ ॥ ৩৭ ॥

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

রাজসীং বুদ্ধিমাহ,—যয়েতি। অযথাবদসম্যক্তেন ॥ ৩১ ॥

তামসীং বুদ্ধিমাহ,—অধর্ম্মমিতি। বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ। সর্ব্বার্থান্ বিপরীতানিতি সাধুমসাধুমসাধুঞ্চ সাধুং, পরং তত্ত্বমপরমপরঞ্চ তত্ত্বং পরমিত্যেবং সর্ব্বানর্থান্ বিপরীতান্মন্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ,—ধৃত্যেতি ত্রিভিঃ। যয়া মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়াণাং যোগোপায়ভূতাঃ ক্রিয়াঃ পুরুষো ধারয়তে, সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী। কীদৃশেত্যাহ,—যোগেনেতি। যোগঃ পরাত্মচিন্তনং, তেনাব্যভিচারিণ্যা তদন্যং বিষয়মগৃহ্ণন্ত্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

সকামবিদ্বৎপ্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী পুরুষঃ, যয়া ধর্ম্মাদীন্ তৎসাধনভূতা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়া ধারয়তে, সা ধৃতিঃ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

যয়া স্বপ্নাদীন্ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধাস্তান্ ধারয়ত্যেব, সা ধৃতিস্তামসী। স্বপ্নো নিদ্রা; মদো বিষয়ভোগজো গর্ব্বঃ; স্বপ্নাদিশব্দৈস্তদ্ধেতুভূতা বিষয়া লক্ষ্যান্তৎসাধনভূতা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়া যয়া ধারয়তে, সা তামসী ধৃতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অথ সুখত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে,—সুখং ত্বিত্যর্দ্ধকেন। তত্র সাত্ত্বিকং সুখমাহ,— অভ্যাসাদিতি সার্দ্ধকেন। অভ্যাসাৎ পুনঃপুনঃপরিশীলনাদ্‌যত্র

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগক্রমে প্রথমে অমৃতের ন্যায় ও পরিণামে বিষের ন্যায় যাহার অনুভূতি হয়, তাহাকেই 'রাজস' সুখ বলা যায় ॥ ৩৮ ॥

প্রথমে ও পরিণামে আত্মার মোহজনক নিদ্রালস্য-প্রমাদাদি-জনিত যে সুখ, তাহাই 'তামস' ॥ ৩৯ ॥

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

রমতে, ন তু বিষয়েম্বিবোৎপত্ত্যা; যস্মিন্ রমমাণো দুঃখান্তং নিগচ্ছতি—সংসারং তরতি ॥ ৩৬ ॥

যচ্চাগ্রে প্রথমং বিষমিব মনঃসংযমক্লেশসত্ত্বাদ্বিবিক্তাত্মপ্রকাশাচ্চাতিদুঃখাবহমিব ভবতি, পরিণামে সমাধিপরিপাকে সত্যমৃতোপমং বিবিক্তাত্মপ্রকাশাৎ পীযূষপ্রবাহনিপাতবদ্ভবতি। যচ্চাত্মসম্বন্ধিন্যা বুদ্ধেঃ প্রসাদাজ্জায়তে, তৎ সাত্ত্বিকং সুখম্; তৎপ্রসাদশ্চ বিষয়সম্বন্ধমালিন্যবিনিবৃত্তিঃ ॥৩৭॥

বিষয়ৈর্যুবতিরূপস্পর্শাদিভিঃ সহেন্দ্রিয়াণাং চক্ষুস্ত্বগাদীনাং সংযোগাৎ

পৃথিবীতে মানবদিগের মধ্যে অথবা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমত কোন জীব নাই,—যিনি প্রকৃতিজ গুণ হইতে স্বরূপতঃ মুক্ত; জ্ঞানী ও কর্ম্মিসকল প্রকৃতির গুণে বশীভূত হইয়া থাকে। ভক্তগণ কেবল দেহযাত্রানির্ব্বাহের জন্য প্রকৃতিজ-গুণকে স্বীকার করেন; বস্তুতঃ তাঁহাদের স্বসত্তা—প্রাকৃত-গুণ হইতে পৃথক্। অতএব সাক্ষাদ্‌দৃষ্টিতে সকলকেই প্রাকৃত-গুণাবৃত দেখিবে ॥ ৪০ ॥

হে পরন্তপ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণই প্রকৃতিবদ্ধ জীবের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। সেই স্বভাবজনিত-গুণ-দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্মসকল বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য, এই কয়েকটী—ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥
কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

সম্বন্ধাৎ যদগ্রে পূর্ব্বমমৃতোপমমতিস্বাদুপরিণামেঽবসানে তু নিরয়হেতুত্বাদ্বিষোপমমতিদুঃখাবহং ভবতি, তদ্রাজসং সুখম্ ॥ ৩৮ ॥

যদগ্রেঽনুভবকালে অনুবন্ধে পশ্চাদ্বিপাককালে চাত্মনো মোহনং বস্তুযাথাত্ম্যাবরকং, যচ্চ নিদ্রাদিভ্য উত্তিষ্ঠতি জায়তে, তত্তামসং সুখম্। আলস্যমিন্দ্রিয়ব্যাপারমান্দ্যম্; প্রমাদঃ কার্য্যাকার্য্যাবধানাভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রকরণার্থমুপসংহরন্নুক্তমপি সংগৃহ্লাতি,—ন তদিতি। পৃথিব্যাং মনুষ্যাদিষু দিবি স্বর্গাদৌ দেবেষু চ প্রকৃতিং সংসৃষ্টেষু ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তেষিত্যর্থঃ। তৎ সত্ত্বং প্রাণিজাতং, অন্যচ্চ বস্তু নাস্তি। যদেভিঃ প্রকৃতিজৈস্ত্রিভির্গুণৈর্মুক্তং বিরহিতং স্যাৎ, তথা চ ত্রিগুণাত্মকেষু বস্তুষু সাত্ত্বিকস্যৈবোপযোগিত্বাত্তদেব গ্রাহ্যমন্যত্তু ত্যাজ্যমিতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৪০ ॥

যদ্যপি সর্ব্বাণি বস্তূনি ত্রিগুণাত্মকানি, তথাপি ব্রাহ্মণাদয়শ্চেৎ স্ববিহিতানি কর্ম্মাণি ভগবদারাধনভাবেনানুতিষ্ঠেয়ুস্তদা তানি জ্ঞাননিষ্ঠামুৎপাদ্য মোচকানি ভবন্তীতি বক্তুং প্রকরণমারভতে,—ব্রাহ্মণেতি ষট্কেন। শূদ্রাণাং সমাসাৎ পৃথক্করণং দ্বিজত্বাভাবাৎ। ব্রাহ্মণাদীনাং

শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দাক্ষ্য, সমরে অপরাঙ্মুখতা, দান, লোকনিয়ন্তৃত্ব, এই কয়েকটি—ক্ষত্রস্বভাবজ কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য, এই কয়েকটি—বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম, আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যাত্মক-কর্ম্মই শূদ্রদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম। এই চারি প্রকার স্বভাব হইতেই মানবগণের বর্ণ নিরূপিত হয়; কেবল জন্ম-দ্বারা হয় না ॥ ৪৪ ॥

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥

চতুর্ণাং কর্ম্মাণি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ সহ শাস্ত্রেণ প্রবিভক্তানি;—স্বভাবঃ প্রাক্তনসংস্কারস্তস্মাৎ প্রভবন্তি যে গুণাঃ সত্ত্বাদ্যাস্তৈঃ সহ শাস্ত্রেণ তেষাং কর্ম্মাণি বিভজ্যোক্তানি। এবংগুণক-ব্রাহ্মণাদয়স্তেষামেতানি কর্ম্মাণীতি; তত্র সত্ত্বপ্রধানো ব্রাহ্মণঃ প্রশান্তত্বাৎ, সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানঃ ক্ষত্রিয় ঈশ্বরস্বভাবত্বাৎ, তমউপসর্জ্জনরজঃপ্রধানো বিট্ ইহাপ্রধানত্বাৎ, রজউপসর্জ্জনতমঃপ্রধানঃ শূদ্রঃ মূঢ়স্বভাবত্বাৎ। কর্ম্মাণি ত্বগ্রে বাচ্যানি ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকং কর্ম্মাহ,—শম ইতি। শমোঽন্তঃকরণস্য সংযমঃ; দমো বহিঃকরণস্য; তপঃ শাস্ত্রীয়কায়ক্লেশঃ; শৌচং দ্বিবিধমুক্তম্; ক্ষান্তিঃ সহিষ্ণুতা; আর্জ্জবমবক্রত্বম্; জ্ঞানং শাস্ত্রাৎ পরাবরতত্ত্বাবগমঃ; বিজ্ঞানং

স্বকর্ম্মনিরত ব্যক্তি স্বকর্ম্মে অভিরত হইয়া যেরূপে সংসিদ্ধি লাভ করেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥

যিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টি-স্বরূপে এই জগতে ব্যাপ্ত আছেন এবং যাঁহার ফলদাতৃত্ব-প্রযুক্ত ভূতসকলের পূর্ব্ববাসনানুরূপা প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাঁহাকে স্বকর্ম্ম-দ্বারা অর্চ্চন করত মানব সিদ্ধি লাভ করে ॥ ৪৬ ॥

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অসম্যক্ অনুষ্ঠিত স্বধর্ম্মই শ্রেয়ঃ; যেহেতু স্বভাববিহিত কর্ম্মের নামই 'স্বধর্ম্ম', কোন সময়ে তাহা অসম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও স্বধর্ম্ম হইতেই সার্ব্বকালিক উপকার হইয়া থাকে। স্বভাববিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা কোন পাপ হইবার সম্ভাবনা থাকে না ॥৪৭॥

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥

তস্মাদেব তদেকান্তধর্ম্মাধিগমঃ ; আস্তিক্যং সর্ব্ববেদবেদ্যো হরির্নিখিলৈক-কারণং স্ববিহিতৈঃ কর্ম্মভিরারাধিতঃ কেবলয়া ভক্ত্যা চ সন্তোষিতঃ স্বপর্য্যন্তং সর্ব্বমর্পয়তীতি শাস্ত্রাধিগতেঽর্থে সত্যত্ববিনিশ্চয়ঃ ;—এতৎ স্বাভাবিকং ব্রহ্মকর্ম্ম। যদ্যপি সত্ত্ববৃদ্ধৌ ক্ষত্রিয়াদেরপ্যেতে ধর্ম্মা ভবন্তি, তথাপি সত্ত্বপ্রাধান্যাদ্ব্রাহ্মণস্যেতি ভণিতিঃ। এবমুক্তং বিষ্ণুনা,—"ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ। অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া॥ আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনম্। অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মসামান্য উচ্যতে॥" ইতি ॥ ৪২ ॥

ক্ষত্রিয়স্যাহ,—শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং যুদ্ধে নির্ভয়া প্রবৃত্তিঃ ; তেজঃ

হে কৌন্তেয়! সহজ কর্ম্ম সদোষ হইলেও ত্যাজ্য নয়। সকল-কর্ম্মের আরম্ভেই দোষ আছে ; অগ্নি থাকিলেই ধূম যেরূপ তাহাকে আবরণ করে, তদ্রূপ কর্ম্মমাত্রকেই দোষ আবরণ করে। তথাপি দোষাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বভাব-বিহিত কর্ম্মের গুণাংশকেই সত্ত্বসংশুদ্ধির জন্য আশ্রয় করিবে ॥৪৮॥

প্রাকৃত-বস্তুতে আসক্তিশূন্য-বুদ্ধি, বশীকৃতচিত্ত ও ব্রহ্মলোক-পর্য্যন্ত সুখাদিতেও নিস্পৃহ হইয়া আরুরুক্ষু ব্যক্তি স্বরূপতঃ কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক নৈষ্কর্ম্ম্যরূপা পরম সিদ্ধি লাভ করেন ॥ ৪৯ ॥

নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করত জীব যেরূপে জ্ঞানের পরা নিষ্ঠারূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন, তাহা সংক্ষেপতঃ বলিতেছি ॥ ৫০ ॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

পরৈরধৃষ্যত্বম্ ; ধৃতির্মহত্যপি সঙ্কটে দেহেন্দ্রিয়ানবসাদঃ ; দাক্ষ্যং ক্রিয়াসিদ্ধি-কৌশলম্, যুদ্ধে স্বমৃত্যুনিশ্চয়েঽপ্যপলায়নং তত্রাবৈমুখ্যম্ ; দানমসঙ্কোচেন স্ববিত্তত্যাগঃ ; ঈশ্বরভাবঃ প্রজাপালনার্থমীশিতব্যেষু শাসনাতিগেষু প্রভুত্ব-শক্তিপ্রকাশঃ ;—এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

বৈশ্যস্যাহ,—কৃষীতি। অন্নাদ্যোৎপত্তয়ে হলাদিনা ভূমের্বিলেখনং কৃষিঃ ; পাশুপাল্যং গোরক্ষম্ ; বণিক্‌কর্ম্ম বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়লক্ষণম্ ; বৃদ্ধৌ ধনপ্রয়োগঃ কুশীদমপ্যত্রান্তর্গতম্ ;—এতৎ স্বভাবসিদ্ধং বৈশ্যকর্ম্ম। অথ শূদ্রস্যাহ,— পরীতি। ব্রাহ্মণাদীনাং দ্বিজন্মনাং পরিচর্য্যা শূদ্রস্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম। এতানি চাতুরাশ্রম্যকর্ম্মণামুপলক্ষণানি ॥ ৪৪ ॥

উক্তানাং কর্ম্মণাং জ্ঞানহেতুতামাহ,—স্বে স্বে ইতি। স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রম-বিহিতে কর্ম্মণ্যভিরতস্তদনুষ্ঠাতা নরঃ সংসিদ্ধিং বিশতস্তদ্বৎ কর্ম্মান্তর্গতাং জ্ঞাননিষ্ঠাং লভতে। নন্বু বন্ধকেন কর্ম্মণা বিমোচিকা জ্ঞাননিষ্ঠা কথমিতি চেদ্বুদ্ধিবিশেষাদিত্যাহ,—স্বকর্ম্মেতি ॥ ৪৫ ॥

বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া মনকে ধৃতি দ্বারা নিয়মিত করত শব্দাদি বিষয়সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক বিগত-রাগদ্বেষ, বিবিক্তসেবী, লঘুভোজী, সংযতকায়বাঙ্মানস, ধ্যানযোগ ও বৈরাগ্যের আশ্রিত এবং অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ হইতে পরিমুক্ত, নির্ম্মম ও শান্ত পুরুষ অষ্টগুণস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভবে সমর্থ হন ॥ ৫১—৫৩ ॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

তমাহ,—যত ইতি। যতঃ পরমেশ্বরাদ্ভূতানাং জন্মাদিলক্ষণা প্রবৃত্তির্ভবতি, যেন চেদং সর্ব্বং জগত্ততং ব্যাপ্তং, তমিন্দ্রাদিদেবতাত্মনাবস্থিতং স্ববিহিতেন কর্ম্মণাভ্যর্চ্য 'এতেন কর্ম্মণা স্বপ্রভুস্তুষ্যতু' ইতি মনসা তস্মিংস্তৎ সমর্প্য মানবঃ সিদ্ধিং জ্ঞাননিষ্ঠাং বিন্দতি ॥ ৪৬ ॥

নন্থ ক্ষত্রিয়াদিধর্ম্মাণাং রাজসাদিত্বাত্তেষু রুচিশূন্যৈঃ ক্ষত্রিয়াদিভিঃ সাত্ত্বিকো ব্রহ্মধর্ম্ম এবানুষ্ঠেয় ইতি চেত্তত্রাহ,—শ্রেয়ানিতি। স্বধর্ম্মো বিগুণো নিকৃষ্টোঽপি সম্যগনুষ্ঠিতোঽপি বা পরধর্ম্মাত্ত্বৎকৃষ্টাৎ স্বনুষ্ঠিতাচ্চ শ্রেয়ানতিপ্রশস্তো বিহিতত্বাৎ। ন চ হিংসানৃতাদি-দোষযুক্তাদ্যুদ্ধবাণিজ্যাদেঃ স্বধর্ম্মাচ্ছিলোঞ্ছবৃত্ত্যাদিঃ পরধর্ম্মস্তদ্দোষবিরহাৎ শ্রেয়ানিতি মন্তব্যম্; যতঃ স্বভাবেন পূর্ব্বোক্তেন নিয়তং নিয়মেন বিহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ জনঃ কিল্বিষং দোষং নাপ্নোতি। ক্রত্বঙ্গহিংসায়া বিহিতত্বাদ্যথা ন দোষত্বং, তথা যুদ্ধাদ্যঙ্গস্য হিংসানৃতাদের্বিহিতত্বাদেব ন তদিতি ভাবঃ। ব্যাখ্যাতং চৈতদ্বিস্তরেণ তৃতীয়ে ॥ ৪৭ ॥

ন খলু ক্ষত্রিয়াদিধর্ম্মা এব যুদ্ধাদয়ঃ সদোষাঃ; ব্রহ্মধর্ম্মাশ্চ তথেত্যাহ,—সহজমিতি। সহজং স্বভাবপ্রাপ্তং কর্ম্ম সদোষমপি হিংসাদিমিশ্রমপি ন ত্যজেদপি তু বিহিতত্বাৎ কুর্য্যাদেব—নির্দ্দোষত্ববুদ্ধ্যা ব্রহ্মকর্ম্মণা চরেদিত্যর্থঃ; যতঃ সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণাদি-বর্ণানামারম্ভাঃ কর্ম্মাণি ত্রিগুণাত্মকত্বাদ্দ্রব্যসাধ্যতাচ্চ সামান্যতঃ কেনচিদ্দোষেণাবৃতা ব্যাপ্তা এব

জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অষ্টগুণিত স্ব-স্বরূপে ব্রহ্মতা লাভ করেন; এবম্ভূত ব্রহ্মস্বরূপসংপ্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরা অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪ ॥

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

ভবন্তি। ধূমেনেবাগ্নিরিতি যথাগ্নের্ধূমাংশমপাকৃত্য শীতাদিনিবৃত্তয়ে তাপঃ সেব্যতে, তথা কর্ম্মণাং ভগবদর্পণেন দোষাংশং নির্ধূয়াত্মদর্শনায় জ্ঞানজনকত্বাংশঃ সেব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

এবমারুরুক্ষুঃ সনিষ্ঠো জ্ঞানগর্ভয়া কর্ম্মনিষ্ঠয়ানুভূতস্বস্বরূপস্ততঃ কর্ম্মনিষ্ঠাং স্বরূপতস্ত্যজেদিত্যাহ,—অসক্তেতি। সর্ব্বত্রাত্মাতিরিক্তেষু বস্তুষসক্তবুদ্ধির্যতো জিতাত্মা স্বাত্মানন্দাস্বাদেন বশীকৃতমনা অতএব বিগতস্পৃহ আত্মাতিরিক্তবস্তুসাধ্যেষু নানাবিধেষ্বানন্দেষু স্পৃহাশূন্যঃ। স্বাত্মানন্দাস্বাদবিক্ষেপকাণাং কর্ম্মণাং সন্ন্যাসেন স্বরূপতস্ত্যাগেন পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং সিদ্ধিমধিগচ্ছতি যোগারূঢ়ঃ সন্। এবমেবোক্তং তৃতীয়ে,—"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদিনা ॥ ৪৯ ॥

সিদ্ধিমিতি। বিহিতেন কর্ম্মণা হরিমারাধ্য তৎপ্রসাদজাং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগান্তামাত্মধ্যাননিষ্ঠাং প্রাপ্তো যথা যেন প্রকারেণ স্থিতো ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি—আবির্ভাবিতগুণাষ্টকং স্বরূপমনুভবতি, তথা তং প্রকারং

আমি যৎস্বরূপ ও যৎস্বভাব, নির্গুণ-ভক্তি উদিত হইলেই জীব তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারে; আমার সম্বন্ধে বস্তুজ্ঞান হইলে জীব আমাতে প্রবেশ করে;—ইহাই মৎসম্বন্ধি গুহ্যজ্ঞান এবং ইহাকেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগদ্বারা বর্ণীদিগের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলে। ইহারও চরমফল—নির্গুণ ভক্তি বা প্রেম। "বিশতে মাম্" এই শব্দের প্রয়োগদ্বারা শুষ্ক আত্মবিনাশরূপ দুর্ব্বুদ্ধিকে বুঝিতে হয় না। জড় হইতে স্বরূপতঃ মুক্তি হইলে পরমচিত্তস্বরূপ আমার স্বরূপ-লাভকেই 'বিশতে মাম্' শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। সেই স্বরূপ-লাভকে বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেম বলিলেও হয় ॥ ৫৫ ॥

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

সমাসেন গদতো মে মত্তো নিবোধ। জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠা পরেশ-বিষয়া জ্ঞাননিষ্ঠা ত্বাং প্রতি ময়োচ্যতে, তাঞ্চ শৃণু ॥ ৫০ ॥

তং প্রকারমাহ,—বুদ্ধেতি। বিশুদ্ধয়া সাত্ত্বিক্যা বুদ্ধ্যা যুক্তস্তাদৃশ্যা ধৃত্যা চাত্মানং মনো নিয়ম্য সমাধিযোগ্যং কৃত্বা, শব্দাদীন্ বিষয়ানস্ত্যক্ত্বা তান্ সন্নিহিতান্ বিধায় রাগদ্বেষৌ চ তদ্ধেতুকৌ ব্যুদস্য দূরতঃ পরিহৃত্য, বিবিক্তসেবী নির্জ্জনস্থঃ, লঘ্বাশী মিতভুক্, যতানি ধ্যেয়াভিমুখীকৃতানি বাগাদীনি যেন সঃ, নিত্যং ধ্যানযোগপরো হরিচিন্তননিরতঃ, বৈরাগ্য-মাত্মেতরবস্তুমাত্রবিষয়কম্; অহমিতি। অহঙ্কারো দেহাত্মাভিমানঃ, বলং তদ্বর্দ্ধকং বাসনারূপম্, দর্পস্তদ্ধেতুকঃ, প্রারব্ধশেষবশাদুপাগতেষু ভোগ্যেষু কামোঽভিলাষঃ, তেষ্বন্যৈরপহৃতেষু ক্রোধঃ, পরিগ্রহশ্চ তৎকর্ম্মকঃ; তানেতানহঙ্কারাদীন্ বিমুচ্য নির্ম্মমঃ সন্ ব্রহ্মভূয়ায় গুণাষ্টকবিশিষ্টাত্ম-রূপত্বায় কল্পতে তদনুভবতি; শান্তো নিস্তরঙ্গসিন্ধুরিব স্থিতঃ ॥ ৫১-৫৩ ॥

তস্য ব্রহ্মভূয়োত্তরভাবিনং লাভমাহ,—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতঃ সাক্ষাৎ-কৃতাষ্টগুণকস্বস্বরূপঃ; প্রসন্নাত্মা ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ানাং বিগমাদতি-স্বচ্ছঃ,—'নষ্টাঃ প্রসন্নসলিলাঃ' ইত্যাদাবতিবৈমল্যং 'প্রসন্ন'শব্দার্থঃ; স এবং-

আমার একান্ত ভক্ত সর্ব্বদা সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও আমার প্রসাদে নিত্য অব্যয়পদরূপ পরব্যোম লাভ করেন ॥ ৫৬ ॥

তুমি কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করত শুদ্ধভক্তি-সহকারে বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সমস্ত ভক্তিপর কর্ম্মসাধন-দ্বারা সর্ব্বদা আমার 'একান্ত ভক্ত' হও ॥ ৫৭ ॥

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

ভূতো মদন্যান্ কাংশ্চিৎ প্রতি ন শোচতি ন চ তান্ কাঙ্ক্ষতি; সর্ব্বেষু মদন্যেষূচ্চাবচেষু ভূতেষু সমঃ—হেয়ত্বাবিশেষাল্লোষ্ট্রকাষ্ঠবস্তানি মন্যমানঃ; ঈদৃশঃ সন্ পরাং মদ্ভক্তিং লভতে—'নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা' ইত্যুক্তাং মদনুভবলক্ষণাং মদ্বীক্ষণসমানাকারাং সাধ্যাং ভক্তিং বিন্দতীত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

ততঃ কিং তদাহ,—ভক্ত্যেতি। স্বরূপতো গুণতশ্চ যোঽহং বিভূতিতশ্চ যাবানহমস্মি তং মাং পরয়া মদ্ভক্ত্যা তত্ত্বভিজানাত্যনুভবতি। ততো মৎপরভক্তিতো হেতোরুক্তলক্ষণং মাং তত্ত্বতো যাথাত্ম্যেন জ্ঞাত্বানুভূয় তদনন্তরং তত এব হেতোর্মাং বিশতে ময়া সহ যুজ্যতে। 'পুরং প্রবিশতি' ইত্যত্র পুরসংযোগ এব প্রতীয়তে, ন তু পুরাত্মকত্বম্। অত্র তত্ত্বতো-ঽভিজ্ঞানে প্রবেশে চ ভক্তিরেব হেতুরুক্তো বোধ্যঃ,—'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তেঃ। তদনন্তরমিতি মৎস্বরূপগুণবিভূতি-তাত্ত্বিকানু-ভবাদুত্তরস্মিন্ কালে ইত্যর্থঃ; যদ্বা, পরয়া ভক্ত্যা মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা ততস্তাং ভক্তিমাদায়ৈব মাং বিশতে "ল্যব্লোপে কর্ম্মণি পঞ্চমী"। মোক্ষে-

এরূপ মচ্চিত্ত হইলে সমস্ত দুর্গ অর্থাৎ জীবনযাত্রার সমস্ত প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হইবে; তাহা না করিয়া দেহাত্মাভিমানরূপ অহঙ্কার-দ্বারা 'নিজেই কর্ত্তা' বলিয়া আপনাকে মনে করত যদি আমার মত (উপদেশ) আশ্রয় না কর, তাহা হইলে তুমি সংসাররূপ বিনাশই লাভ করিবে ॥ ৫৮ ॥

যদি সেই অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া, 'যুদ্ধ করিব না' মনে কর, তাহা হইলে তুমি মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ হইবে; কেন না, তোমার ক্ষত্রিয়প্রকৃতি তোমাকে অবশ্য যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবে ॥ ৫৯ ॥

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

ঽপি ভক্তিরস্তীত্যাহ সূত্রকৃৎ—"আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্" ইতি—"আপ্রায়ণাদামোক্ষাত্তত্রাপি মোক্ষে চ ভক্তিরনুবর্ত্ততে" ইতি শ্রুতৌ দৃষ্টমিতি সূত্রার্থঃ। ভক্ত্যা বিনষ্টাবিদ্যানাং ভক্ত্যাঃ স্বাদো বিবর্দ্ধতে,—সিতয়া নষ্টপিত্তানাং সিতাস্বাদবদিতি রহস্যবিদঃ। ইত্থঞ্চ সনিষ্ঠানাং সাধনসাধ্যপদ্ধতিরুক্তা ॥ ৫৫ ॥

অথ পরিনিষ্ঠিতানামাহ,—সর্ব্বেতি সার্দ্ধদ্বয়াভ্যাম্। মদ্ব্যপাশ্রয়ো মদেকান্তী সর্ব্বাণি স্ববিহিতানি কর্ম্মাণি যথাযোগং কুর্ব্বাণঃ; 'অপি'-শব্দাদ্গৌণকালে,—মদেকান্তিনস্তস্য মুখ্যকালাভাবাৎ। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"সর্ব্বথাপি তত্র বোভয়লিঙ্গাৎ" ইতি। ঈদৃশঃ স মৎপ্রসাদান্মদত্যন্তানুগ্রহাৎ শাশ্বতং নিত্যমব্যয়মপরিণামিজ্ঞানানন্দাত্মকং পদং পরমব্যোমাখ্যমবাপ্নোতি লভতে ॥ ৫৬ ॥

তাদৃশত্বাদেব ত্বং সর্ব্বাণি স্ববিহিতানি কর্ম্মাণি কর্ত্তৃত্বাভিমানাদিশূন্যেন চেতসা স্বামিনি ময়ি সংন্যস্যার্পয়িত্বা মৎপরো মদেকপুরুষার্থো

মোহ-প্রযুক্ত তুমি এখন যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, কিন্তু স্বভাবজাত স্বকর্ম্ম-দ্বারা তুমিই অবশ হইয়া পরে তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৬০ ॥

সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে আমিই অবস্থিত; পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে-যে কর্ম্ম করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল দান করেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমত ভ্রামিত হয়, জীবসকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন। ঈশ্বর-প্রেরণা-দ্বারাই পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে তোমার প্রবৃত্তি সহজে কার্য্য করিতে থাকিবে ॥ ৬১ ॥

ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২ ॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

মামেব বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য সততং কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মচ্চিত্তো ভব। এতচ্চ ত্বাং প্রতি প্রাগপ্যুক্তং 'যৎ করোষি' ইত্যাদিনা;—অর্পয়িত্বৈব কর্ম্মাণি কুরু, ন তু কৃত্বার্পয়েতি ॥ ৫৭ ॥

এবং মচ্চিত্তস্ত্বং মৎপ্রসাদাদেব সর্ব্বাণি দুর্গাণি দুস্তরাণি সংসারদুঃখানি তরিষ্যসি; তত্র তে ন চিন্তা। তান্যহং ভক্তবন্ধুরপনেষ্যামি দাস্যামি চাত্মানমিতি পরিনিষ্ঠিতানাং সাধনসাধ্যপদ্ধতিরুক্তা। অথ চেদহঙ্কারাৎ কৃত্যাকৃত্যবিষয়কজ্ঞানাভিমানাত্ত্বং মদুক্তং ন শ্রোষ্যসি, তর্হি বিনঙ্ক্ষ্যসি—স্বার্থাৎ বিভ্রষ্টো ভবিষ্যসি। ন হি কশ্চিৎ প্রাণিনাং কৃত্যাকৃত্যয়োর্বিজ্ঞাতা প্রশাস্তা বা মত্তোঽন্যো বর্ত্ততে ॥ ৫৮ ॥

হে ভারত! তুমি সর্ব্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও; তাঁহার প্রসাদেই পরা শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ ॥

ইতঃপূর্ব্বে যে ব্রহ্মজ্ঞান তোমাকে বলিয়াছি, তাহা—'গুহ্য'; এখন যে পরমাত্মজ্ঞান তোমাকে বলিলাম, তাহা—'গুহ্যতর'। এই সব অশেষরূপে বিচার করত তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহা কর। তাৎপর্য্য এই যে, যদি নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা জ্ঞানক্রমে ব্রহ্ম এবং তৎক্রমে আমার নির্গুণ-ভক্তি পাইতে বাসনা কর, তবে নিষ্কাম-কর্ম্মরূপ যুদ্ধ কর আর যদি পরমাত্মার শরণাগত হও, তবে ঈশ্বর-প্রেরিত নিজের ক্ষাত্রস্বভাব হইতে উত্থিত প্রবৃত্তি-সহকারে ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ-পূর্ব্বক যুদ্ধ কর; তাহা হইলে মদবতাররূপ ঈশ্বর তোমাকে ক্রমশঃ নির্গুণা মদ্ভক্তি প্রদান করিবেন। যে প্রকারেই সিদ্ধান্ত কর, তোমার পক্ষে যুদ্ধই শ্রেয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫॥

যদ্যপি ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধমেব ধর্ম্মস্তথাপি গুরুবিপ্রাদিবধহেতুকাৎ পাপাদ্ভীতস্য মে ন তত্র প্রবৃত্তিরিতি কৃত্যাকৃত্যবিজ্ঞাতৃত্বাভিমানমহঙ্কারমাশ্রিত্য 'নাহং যোৎস্যে' ইতি যদি ত্বং মন্যসে, তর্হি তবৈষ ব্যবসায়ো নিশ্চয়ো মিথ্যা নিষ্ফলো ভাবী ;—প্রকৃতির্ম্মায়া রজোগুণাত্মনা পরিণতা মদ্বাক্যাবহেলিনং ত্বাং গুর্ব্বাদিবধে নিমিত্তে যুদ্ধে নিযোক্ষ্যতি প্রবর্ত্তয়িষ্যত্যেব ॥৫৯॥

উক্তমুপপাদয়তি,—স্বভাবেতি। যদি ত্বং মোহাদজ্ঞানান্মদুক্তমপি যুদ্ধং কর্ত্তুং নেচ্ছসি, তদা স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা শৌর্য্যেণ মন্ময়োদ্ভাসিতেন নিবদ্ধোঽবশস্তৎ করিষ্যসি ॥ ৬০ ॥

বিজ্ঞাতৃত্বাভিমানিনমিবালক্ষ্যার্জ্জুনমত্যাজ্যত্বাদ্বিধান্তরেণোপদিশতি,—

গুহ্য 'ব্রহ্মজ্ঞান' ও গুহ্যতর 'ঐশ্বর জ্ঞান' তোমাকে বলিলাম ; এক্ষণে গুহ্যতম ভগবজ্জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি এই গীতাশাস্ত্রের মধ্যে যত উপদেশ দিয়াছি, সে সমুদায় অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। তুমি—আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমার হিতের জন্যই আমি বলিতেছি ॥ ৬৪ ॥

ভগবদ্ভক্ত হইয়া তুমি আমাকে চিত্ত অর্পণ কর ; কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ধ্যানযোগিগণ যেরূপ চিন্তা করেন, সেরূপ করিবে না ; সমস্ত কর্ম্মেই আমার ভগবৎস্বরূপের যজন কর। আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, তাহা হইলেই তুমি আমার এই সচ্চিদানন্দস্বরূপের নিত্যসেবকত্ব লাভ করিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া এই নির্গুণ-ভক্তির উপদেশ করিতেছি ॥ ৬৫ ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাম্। হে অর্জ্জুন! ত্বং চেৎ স্বং বিজ্ঞং মন্যসে তর্হ্যন্তর্যামিব্রাহ্মণাত্মনা জ্ঞাতো য ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি মায়য়া স্বশক্ত্যা তানি ভ্রাময়ন্ সন্। সর্ব্বভূতানি বিশিনষ্টি,—যন্ত্রেতি। যৎ কর্ম্মানুগুণং মায়া-নির্ম্মিতং দেহেন্দ্রিয়প্রাণলক্ষণং যন্ত্রং তদারূঢ়ানি। রূপকেণোপমাত্র ব্যজ্যতে,—যথা সূত্রধারো দারুযন্ত্রারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি ভ্রাময়ন্তি, তদ্বৎ ॥ ৬১ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বরজ্ঞান-লাভের উপদেশ-স্থলে বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্ম, যতি-ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদি-ধর্ম্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছি, সে সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ আমার একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর ; তাহা হইলেই আমি তোমাকে সংসারদশার সমস্ত পাপ তথা পূর্ব্বোক্তধর্ম্ম-পরিত্যাগের যে সকল পাপ, সে সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব। তুমি অকৃতকর্ম্মা বলিয়া শোক করিবে না। আমাতে নির্গুণভক্তি আচরণ করিলে জীবের চিৎস্বভাব সহজেই স্বাস্থ্য লাভ করে। ধর্ম্মাচরণ, কর্ত্তব্যাচরণ ও প্রায়শ্চিত্তাদি, তথা জ্ঞানাভ্যাস, যোগাভ্যাস ও ধ্যানাভ্যাস, কিছুই আবশ্যক হয় না। বদ্ধাবস্থায় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত কর্ম্ম করিবে, কিন্তু সেই কর্ম্মে ব্রহ্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরনিষ্ঠা ত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎসৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাকৃষ্ট হইয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপত্তি অবলম্বন কর। তাৎপর্য্য এই যে, শরীরি-জীব জীবননির্ব্বাহের জন্য যত প্রকার কর্ম্ম করে, সে সমুদায়ই উক্ত তিনপ্রকার নিষ্ঠা হইতে অথবা ইন্দ্রিয়সুখনিষ্ঠারূপ অধম-নিষ্ঠা হইতে অনুষ্ঠান করে। অধমনিষ্ঠা হইতেই অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম ; তাহা—অনর্থজনক। তিন প্রকার উত্তম নিষ্ঠার নাম—ব্রহ্মনিষ্ঠা, ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ভগবন্নিষ্ঠা। বর্ণাশ্রম ও

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

তর্হি তমেবেশ্বরং সর্ব্বভাবেন কায়াদিব্যাপারেণ শরণং গচ্ছ ; ততঃ কিমিতি চেত্তত্রাহ,—তদিতি। পরাং শান্তিং নিখিলক্লেশবিশ্লেষলক্ষণাম্, শাশ্বতং নিত্যং স্থানং চ,—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি শ্রুতিগীতং তদ্ধাম প্রাপ্স্যসি। স চেশ্বরোঽহমেব ত্বৎসখঃ "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" ইত্যাদি মৎপূর্ব্বোক্তৈর্দৈবর্ষ্যাদিসম্মতিগ্রাহিণা ত্বয়াপি 'পরং ব্রহ্ম পরং ধাম' ইত্যাদিনা স্বীকৃতত্বাচ্চ, বিশ্বরূপদর্শনে প্রত্যক্ষিতত্বাচ্চ। তস্মান্মদুপদেশে তিষ্ঠেতি ॥ ৬২ ॥

শাস্ত্রমুপসংহরন্নাহ,—ইতীতি। ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারকং জ্ঞানং গীতা-শাস্ত্রম্,—"জ্ঞায়ন্তে কর্ম্মভক্তিজ্ঞানান্যনেন" ইতি নিরুক্তেঃ ; তন্ময়া তে তুভ্যমাখ্যাতং সংপ্রোক্তম্। গুহ্যাদ্রহস্যমন্ত্রাদিশাস্ত্রাদ্ গুহ্যতরমিতি গোপ্যম্।

বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত কর্ম্মই এক-এক-প্রকার নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়া এক-এক-প্রকার ভাব প্রাপ্ত হয়। তাহারা যখন ব্রহ্মনিষ্ঠার অধীন হয়, তখন কর্ম্ম ও জ্ঞান-রূপে প্রকাশ পায় ; যখন ঈশ্বরনিষ্ঠার অধীন হয়, তখন ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম ও ধ্যানযোগাদিরূপ ভাবের উদয় হয় ; যখন ভগবন্নিষ্ঠার অধীন হয়, তখন শুদ্ধা বা কেবলা-ভক্তিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব এই ভক্তিই গুহ্যতম তত্ত্ব এবং প্রেমই জীবের চরম-প্রয়োজন,—ইহাই গীতাশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত, ইহাদিগের জীবন একই-প্রকার হইলেও নিষ্ঠা-ভেদে ইহারা—অত্যন্ত পৃথক্ ॥ ৬৬ ॥

অতপস্ক, অভক্ত, পরিচর্য্যা-হীন ও ভগবৎসচ্চিদানন্দমূর্ত্তির প্রতি অসূয়াযুক্ত ব্যক্তিগণকে গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করাইবে না ;—ইহা-দ্বারা গীতার অধিকারী নির্ণয় হইতেছে ॥ ৬৭ ॥

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

এতচ্ছাস্ত্রমশেষেণ সামস্ত্যেন বিমৃশ্য পশ্চাদ্যথেচ্ছসি, তথা কুরু। এতস্মিন্ পর্য্যালোচিতে তব মোহবিনাশো মদ্বচসি স্থিতিশ্চ ভবিষ্যতীতি ॥ ৬৩ ॥

অথ নিরপেক্ষাণাং সাধনসাধ্যপদ্ধতিমুপদেক্ষ্যন্নাদৌ তাং স্তৌতি,—সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষু গুহ্যেষু মধ্যেঽতিশয়িতং গুহ্যমিতি সর্ব্বগুহ্যতমম্। ভূয় ইতি—রাজবিদ্যাধ্যায়ে 'মন্মনা ভব' ইত্যাদিনা পূর্ব্বমপি মমাতিপ্রিয়ত্বাদস্তে পুনরুচ্যমানং শৃণু পরমং—সর্ব্বসারস্যাপি গীতাশাস্ত্রস্য সারভূতম্। পুনঃ-কথনেন হেতুঃ,—ইষ্টোঽসীতি ত্বং মমেষ্টঃ প্রিয়তমোঽসি। মদ্বাক্যং দৃঢ়নিখিলপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিনোষ্যতস্তে হিতং বক্ষ্যামি,—তয়াপ্যেত-দেবানুষ্ঠেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

এতদ্বচঃ প্রাহ,—মন্মনা ভবেতি। ব্যাখ্যাতং প্রাক্ মন্মনস্ত্বাদিবিশিষ্টো মামেব নীলোৎপলশ্যামলত্বাদিগুণকং ত্বদতিপ্রিয়ং দেবকীনন্দনং কৃষ্ণমেব মনুষ্যসংনিবেশিনমেষ্যসি ; ন তু মম রূপান্তরং সহস্রশীর্ষত্বাদিলক্ষণমঙ্গুষ্ঠমাত্র-মন্তর্যামিণং বা নৃসিংহবরাহাদিলক্ষণং বেত্যর্থঃ। তুভ্যমহমাত্মানমেব ত্বৎসখং দাস্যামীতি তে তব সত্যং শপথঃ ;—"সত্যং শপথতথ্যয়োঃ" ইতি নানার্থ-বর্গঃ ;—অত্র ন সংশয়ীষ্ঠা ইতি ভাবঃ। ননু মাথুরত্বাত্তব শপথকরণাদপি মে ন সংশয়বিনাশস্তত্রাহ,—প্রতিজ্ঞানে প্রতিজ্ঞাং কৃত্বাহমব্রুবম ; যদ্বং

যিনি আমার ভক্তদিগকে এই পরম-গুহ্য গীতাবাক্য উপদেশ করিবেন, তিনি আমার নির্গুণভক্তি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬৮ ॥

এই নরলোকে তাঁহা-অপেক্ষা আমার অত্যন্ত প্রিয়কার্য্যসাধক ও আমার প্রিয় কেহই নাই এবং কখনও হইবে না ॥ ৬৯ ॥

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১॥
কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

মে প্রিয়োঽসি স্নিগ্ধমনসা হি মাথুরাঃ প্রিয়ং ন প্রতারয়ন্তি, কিং পুনঃ প্রেষ্ঠমিতি ভাবঃ। যস্য ময্যতিপ্রীতিস্তস্মিন্ মমাপি তথা। তদ্বিয়োগং সোঢ়ুমহং ন শক্নোমীতি পূর্ব্বমেব ময়োক্তং,—'প্রিয়ো হি' ইত্যাদিনা; তস্মান্মদ্বাচি বিশ্বসিহি মামেব প্রাপ্স্যসি ॥ ৬৫ ॥

নন্থ যজনপ্রণত্যাদিস্তব শুদ্ধা ভক্তিঃ প্রাক্তনকর্ম্মরূপানন্তপাপমলিন-হৃদা পুংসা কথং শক্যা কর্ত্তুং যাবৎ ত্বদ্ভক্তিবিরোধীনি তান্যনন্তানি পাপানি কৃচ্ছ্রাদিপ্রায়শ্চিত্তৈঃ সবিহিতৈশ্চ ধর্ম্মৈর্ন বিনশ্যেয়ুরিতি চেত্তত্রাহ,—সর্ব্বেতি। প্রাক্তন-পাপপ্রায়শ্চিত্তভূতান্ কৃচ্ছ্রাদীন্ সবিহিতাংশ্চ সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য স্বরূপতস্ত্যক্ত্বা মাং—সর্ব্বেশ্বরং কৃষ্ণং নৃসিংহ-দাশরথ্যাদিরূপেণ বহুধাবির্ভূতং বিশুদ্ধভক্তিগোচরং সন্তমবিদ্যাপর্য্যন্ত-সর্ব্বকামবিনাশকমেকং, ন তু মত্তোঽন্যং শিতিকণ্ঠাদিং, শরণং ব্রজ প্রপদ্যস্ব। শরণ্যঃ সর্ব্বেশ্বরোঽহং সর্ব্বপাপেভ্যস্তেভ্যঃ প্রাক্তনকর্ম্মভ্যস্ত্বাং

যিনি আমাদের এই পরমধর্ম্মসম্বন্ধি কথোপকথন অধ্যয়ন করিবেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞ-দ্বারা আমার উপাসনা করিবেন ॥ ৭০ ॥

যিনি ভক্ত ন'ন, অথচ আমাতে শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়া-রহিত, তিনি গীতা শ্রবণ করিলে পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মাদিগের লোক লাভ করেন ॥৭১॥

হে ধনঞ্জয়! তুমি কি একাগ্রচিত্তে এই গীতা শ্রবণ করিলে? আর তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি নষ্ট হইয়াছে? ৭২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—
নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥
সঞ্জয় উবাচ,—
ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

শরণাগতং মোক্ষয়িষ্যামীতি মিথঃকর্ত্তব্যতা দর্শিতা। ত্বং মা শুচঃ—অচিরায়ুষা ময়া হৃদ্বিশুদ্ধিমিচ্ছতাতিচিরসাধ্যা দুষ্করাশ্চ তে কৃচ্ছ্রাদয়ঃ কথমনুষ্ঠেয়া ইতি শোকং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ। অত্র মৎপ্রপত্ত্যৈব নিখিলো দোষবিনাশাত্তদর্থং কৃচ্ছ্রাদিপ্রয়াসো মৎপ্রপত্তুর্ন ভবেদি-ত্যুক্তম্। শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে-ঽমৃতত্বমানশুঃ" ইতি। শ্রদ্ধা-ভক্তিধ্যানযোগাদবৈতীতি চৈবমাদ্যা। স-নিষ্ঠানাং হৃদ্বিশুদ্ধয়ে পরিনিষ্ঠিতানাং চ লোকসংগ্রহায় যথাযথং কার্য্যান্তে ধর্ম্মাঃ—"তমেতম্" ইত্যাদিভ্যঃ—"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা" ইত্যাদিভ্যশ্চ শ্রুতিভ্যঃ। ন চ বিহিতত্যাগে প্রত্যবায়লক্ষণং পাপং স্যাদিতি শোকং মা কুর্ব্বিতি ব্যাখ্যেয়ম্। বেদনিদেশেনাগ্নিহোত্রাদি-ত্যাগে যতেরিব পরেশনিদেশেন তত্ত্যাগে তৎপ্রপত্তুস্তদযোগাৎ; প্রত্যুত তন্নিদেশাতিক্রমে দোষাপত্তিঃ স্যাৎ। ন চ স্বরূপতো বিহিতত্যাগে প্রত্য-

---

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ দূর হইয়াছে, এবং জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা পুনরায় স্মরণ করিতেছি;—আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে। তোমার শরণাপত্তিই সর্ব্বপ্রধান বৈষ্ণবধর্ম্ম, তাহাতে আমি অবস্থিত হইয়া তোমার অনুমতি প্রতিপালন করিব ॥ ৭৩ ॥

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—কৃষ্ণার্জ্জুনের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণ সংবাদ শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৪ ॥

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্ ।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥

বায়াপত্তেঃ ; সর্ব্বাণি ধর্ম্মফলানাতি ব্যাখ্যেয়ম্ ; ফলত্যাগে তদনাপত্তেঃ। তস্মাৎ প্রপন্নস্য স্বরূপতো ধর্ম্মত্যাগঃ ; ন চ 'ন হি কচিৎ' ইত্যাদিন্যায়েন স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাপত্তিস্তদ্ভজনাদিনিরতস্য তেন ন্যায়েন তদনাপত্তেঃ। তথা চ সন্নিষ্ঠস্যাত্মানুভবান্তঃপরিনিষ্ঠিতস্য চ পরাত্মানুভবান্তো যথা ধর্ম্মাচারস্তথা প্রপত্তুঃ প্রপত্তিঃ শ্রদ্ধান্তঃ স ইতি এবমেবোক্তমেকাদশেঽপি—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥" "জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥" ইতি। এষা 'শরণাগতি'-শব্দিতা প্রপত্তিঃ ষড়ঙ্গিকা—"আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ ॥" ইতি বায়ুপুরাণাৎ। ভক্তিশাস্ত্রবিহিতা হরয়ে রোচমানা প্রবৃত্তিরানুকূল্যম্ ; তদ্বিপরীতন্তু প্রাতিকূল্যম্ ; আত্মনিক্ষেপঃ শরণ্যে তস্মিন্ স্বভরন্যাসঃ ; কার্পণ্যমনুধর্ষঃ ; নিক্ষেপণমকার্পণ্যমিতি কচিৎ পাঠঃ,—তত্র কার্পণ্যং ততোঽন্যস্মিন্ স্বদৈন্যপ্রকাশঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ৬৬ ॥

অথ ত্বোপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রং পাত্রেভ্য এব, ন ত্বপাত্রেভ্যো দেয়মিতি উপদিশতি—ইদমিতি। ইদং শাস্ত্রং তে ত্বয়াতপস্কায় অজিতেন্দ্রিয়ায় ন বাচ্যম্ ; তপস্বিনেঽপ্যভক্তায় শাস্ত্রোপদেষ্টরি ত্বয়ি শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যে ময়ি চ সর্ব্বেশভক্তিশূন্যায় ন বাচ্যম্ ; তপস্বিনেঽপি ভক্তায়াপ্যশুশ্রূষবে শ্রোতুমনিচ্ছবে ন বাচ্যম্। যো মাং সর্ব্বেশ্বরং নিত্যগুণবিগ্রহমসূয়তি ময়ি

স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই গুহ্যতম পরম যোগ আমি ব্যাসপ্রসাদে শুনিয়াছি ॥ ৭৫ ॥

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্ ।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

মায়িকগুণবিগ্রহতারোপয়তি, তস্মৈ তু নৈব বাচ্যমিত্যতো ভিন্নয়া বিভক্ত্যা তস্য নির্দ্দেশঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ, "অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ"—ইতি ॥ ৬৭ ॥

শাস্ত্রোপদেষ্টুঃ ফলমাহ,—য ইতি। এতদুপদেষ্টুরাদৌ মৎপরভক্তিলাভস্ততো মৎপদলাভো ভবতি ॥ ৬৮ ॥

ন চেতি। তস্মাদ্গীতোপদেষ্টুঃ সকাশাদন্যো মনুষ্যেষু মধ্যে মম প্রিয়কৃত্তমঃ পরিতোষকর্ত্তা পূর্ব্বং নাভূন্ন চ ভবিষ্যতি—মম তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি নাভূন্ন চ ভবিষ্যতি ॥ ৬৯ ॥

অথ শাস্ত্রাধ্যেতুঃ ফলমাহ,—অধ্যেষ্যতে চেতি। অত্র যো জ্ঞানযজ্ঞো বর্ণিতস্তেনাহমেতৎপাঠমাত্রেণৈবেষ্টোঽভ্যর্চ্চিতঃ স্যামিতি মে মতিস্তস্যাহং সুলভ ইত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রোতুঃ ফলমাহ,—শ্রদ্ধেতি। যঃ কেবলং শ্রদ্ধয়া শৃণোতি, অনসূয়ঃ কিমর্থং উচ্চৈরশুদ্ধং বা পঠতীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্ সোঽপি নিখিলৈঃ পাপৈর্মুক্তঃ পুণ্যকর্ম্মণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ ; যদ্বা, পুণ্যকর্ম্মণাং ভক্তিমতাং লোকান্ ধ্রুবলোকাদীন্ বৈকুণ্ঠভেদানিত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

এবং শাস্ত্রং তদ্বাচনাদিমাহাত্ম্যঞ্চোক্তম্। অথ শাস্ত্রার্থাবধানতদনুভবো পৃচ্ছতি,—কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থেঽব্যয়ম্। সম্যগনুভবানুদয়ে পুনরপ্যেতদুপদেক্ষ্যামীতি ভাবঃ ॥ ৭২ ॥

এবং পৃষ্টঃ পার্থঃ শাস্ত্রানুভবং ফলদ্বারেণাহ,—নষ্ট ইতি। মোহো বিপরীতজ্ঞানলক্ষণঃ মম নষ্টস্ত্বৎপ্রসাদাদেব স্মৃতিশ্চ যথাবস্থিতবস্তুনিষ্ঠয়া

হে রাজন্! কেশবার্জ্জুনের এই অদ্ভুত সংবাদ স্মরণ করিতে করিতে আমি বারংবার রোমাঞ্চ হইতেছি ॥ ৭৬ ॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ ॥ ৭৭ ॥

ময়া লব্ধা ; অহং গতসন্দেহশ্ছিন্নসংশয়ঃ স্থিতোঽধুনাস্মি ; তব বচনং করিষ্যে। এতদুক্তং ভবতি,—দেবমানবাদয়ো নিখিলাঃ প্রাণিনঃ সর্ব্বে স্বস্বকর্ম্মসু স্বতন্ত্রা দেহাভিমানিনো মানবৈরর্চ্চিতা দেবাস্তেভ্যোঽভীষ্টপ্রদাঃ। যস্ত্বীশ্বরঃ কোঽপ্যস্তি, স হি নির্গুণো নিরাকৃতিরুদাসীনস্তৎসংনিধানাৎ প্রকৃতির্জ্জগদ্ধেতুরিত্যেবং বিপরীতজ্ঞানলক্ষণো যো মোহঃ পূর্ব্বং মমাভূৎ, স ত্বদুপলব্ধাদুপদেশাদ্বিনষ্টঃ। পরাখ্যস্বরূপশক্তিমান্ বিজ্ঞানানন্দমূর্ত্তিঃ সার্ব্বজ্ঞ্য-সার্ব্বৈশ্বর্য্য-সত্যসংকল্পাদিগুণরত্নাকরো ভক্তসুহৃৎ সর্ব্বেশ্বরঃ প্রকৃতি-জীব-কালাখ্য-শক্তিভিঃ সংকল্পমাত্রেণ জীবকর্ম্মানুগুণো বিচিত্রসর্গকৃৎ স্বভক্তেভ্যঃ স্বপর্য্যন্তসর্ব্বপ্রদোঽকিঞ্চনভক্তবিত্তঃ। স চ ত্বমেব মৎসখো বসুদেবসূনুরিতি তাত্ত্বিকং জ্ঞানং মমাভূৎ ; অতঃপরং ত্বামহং প্রপন্নঃ স্থিতোঽস্মি ; ত্বং মাং কদাচিদপি ন ত্যক্ষ্যসীতি সন্দেহশ্চ মে ছিন্নঃ। অথ ভূভার-হরণং স্বপ্রয়োজনং চেৎ প্রপন্নেন ময়া চিকীর্ষিতং, তর্হি তদ্বচনং তব করিষ্যামীত্যর্জ্জুনো ধনুঃপাণিরুদতিষ্ঠদিতি ॥ ৭৩ ॥

সমাপ্তঃ শাস্ত্রার্থঃ। অথ কথাসম্বন্ধমনুসন্দধানঃ সঞ্জয়ো ধৃতরাষ্ট্রমুবাচ,—ইত্যহমিতি। অদ্ভুতং চেতসো বিস্ময়করং লোকেষ্বসংভাব্যমানত্বাৎ ; রোমহর্ষণং দেহে পুলকজনকম্ ॥ ৭৪ ॥

ব্যবহিততৎসংবাদশ্রবণে স্বযোগ্যতামাহ,—ব্যাসেতি। ব্যাসপ্রসাদাৎ-তদ্দত্তদিব্যচক্ষুঃশ্রোত্রাদিলাভরূপাদেতদ্‌গুহ্যং শ্রুতবান্। কিমেতদিত্যাহ,—পরং যোগমিতি। কর্ম্মযোগং জ্ঞানযোগং ভক্তিযোগং চেত্যর্থঃ। পরত্বং সম্পাদয়তি,—যোগেশ্বরাদিতি। দেব-মানবাদি-নিখিলপ্রাণিনাং স্বভাব-

---

হে রাজন্! হরির সেই অদ্ভুত রূপ স্মরণ করিতে করিতে আমি বিস্ময় লাভ করিতেছি এবং পুনঃপুনঃ হৃষ্ট হইতেছি ॥ ৭৭ ॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

সম্বন্ধো যোগঃ ; তেষামীশ্বরাচ্ছিয়স্তঃ স্বয়ংরূপাৎ কৃষ্ণাৎ স্বমুখেনৈব, ন তু পরম্পরয়া কথয়তঃ। শ্রুতবানস্মীতি স্বভাগ্যং শ্লাঘ্যতে ॥ ৭৫ ॥

রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! পুণ্যং শ্রোতুরবিদ্যাপর্য্যন্তসর্ব্বদোষহরম্ ; মুহুর্মুহুঃ প্রতিক্ষণং হৃষ্যামি—রোমাঞ্চিতোঽস্মি ॥ ৭৬ ॥

তচ্চ বিশ্বরূপং যদর্জ্জুনায়োপদর্শিতম্ ॥ ৭৭ ॥

এবঞ্চ সতি স্বপুত্রবিজয়াদিস্পৃহাং পরিত্যজেত্যাহ,—যত্রেতি। যত্র যোগেশ্বরঃ পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতঃ স্বসংকল্পায়ত্ত-স্বেতরসর্ব্বপ্রাণিস্বরূপস্থিতি-প্রবৃত্তিকঃ কৃষ্ণো বসুদেবসূনুঃ সারথ্যপর্য্যন্ত-সাহায্যকারিতয়া বর্ত্ততে ; যত্র পার্থস্তৎপিতৃস্বসৃপুত্রো নরাবতারঃ কৃষ্ণৈকান্তী ধনুর্দ্ধরোঽচ্ছেদ্যগাণ্ডীব-পাণির্বর্ত্ততে। তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনাধিষ্ঠিতে, যুধিষ্ঠিরপক্ষে শ্রীরাজলক্ষ্মীঃ, বিজয়ঃ শত্রুপরিভবহেতুকঃ পরমোৎকর্ষঃ, ভূতিরুত্তরোত্তরা রাজলক্ষ্মী-বিবৃদ্ধিঃ, নীতির্ন্যায়প্রবৃত্তির্ধ্রুবা স্থিরেতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। যত্তু যুদ্ধপরমেতচ্ছাস্ত্রমিতি শঙ্ক্যতে? তন্ন ;—'মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ' ইত্যাদেঃ, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদেশ্চোপদেশস্তস্মাচ্চতুর্ণাং বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মা বুদ্ধিশুদ্ধিহেতুতয়া লোকসংগ্রহার্থতয়া চেহ নিরূপিতা ইত্যেব সুষ্ঠু ॥ ৭৮ ॥

উপায়া বহবস্তেষু প্রপত্তির্দাস্যপূর্ব্বিকা।
ক্ষিপ্রং প্রসাদনী বিষ্ণোরিত্যষ্টাদশতো মতম্ ॥
পীতং যেন যশোদাস্তন্যং নীতং পার্থসারথ্যম্।
স্ফীতং সদ্‌গুণবৃন্দৈস্তদত্র গীতং পরং তত্ত্বম্ ॥ ১ ॥

যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেই খানেই শ্রী, বিজয়, ভূতি ও ন্যায় ; ইহাই আমার নিশ্চিতবাক্য ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

যদিচ্ছাতরিং প্রাপ্য গীতাপয়োধৌ ন্যমজ্জং গৃহীতাতিচিত্রার্থরত্নম্।
ন চোত্থাতুমস্মি প্রভুর্হর্ষযোগাৎ স মে কৌতুকী নন্দসূনুঃ প্রিয়স্তাৎ ॥ ২ ॥
শ্রীমদ্গীতাভূষণং নাম ভাষ্যং যত্নাদ্বিদ্বাভূষণেনোপচীর্ণম্।
শ্রীগোবিন্দপ্রেমমাধুর্য্যলুব্ধাঃ কারুণ্যার্দ্রাঃ সাধবঃ শোধয়ধ্বম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাদশ-অধ্যায়ে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। আত্মাবলোকন-ফলজনক ধ্যানযোগশিরস্ক কর্ম্মযোগ একটী পর্ব্ব এবং হরিবিষয়ি-শ্রদ্ধোদিত শুদ্ধভক্তিযোগ আর একটী পর্ব্ব;—ইহাই গীতাশাস্ত্রের সার-সংগ্রহ। তন্মধ্যে মানবদিগের স্বভাবসিদ্ধ-বর্ণ-ক্রমে ধর্ম্ম-জীবন অবলম্বনপূর্ব্বক নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা ক্রমশঃ যে জ্ঞানপথ-লাভ হয়, তাহাই 'গুহ্য' উপদেশ; ঐ জীবনে ধ্যানযোগকে সংযোগপূর্ব্বক ক্রমশঃ আত্মাবলোকনরূপ জ্ঞানানুষ্ঠানই 'গুহ্যতর', এবং শ্রীকৃষ্ণশরণাপত্তি-দ্বারা ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানই 'সর্ব্বগুহ্যতম' উপদেশ,—ইহাই অষ্টাদশ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

সমস্ত গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, অদ্বয়-বস্তুই একমাত্র তত্ত্ব; ভগবত্তাই সেই তত্ত্বের সম্যক্ পরিচয়। অন্য সমস্ত তত্ত্বই সেই ভগবদ্বস্তুর শক্তি-নিঃসৃত;—চিচ্ছক্তি-দ্বারা ভগবৎস্বরূপ ও চিদ্বৈভব, জীবশক্তি-দ্বারা মুক্ত ও বদ্ধভেদে দ্বিবিধ অনন্ত জীব, মায়াশক্তি-দ্বারা প্রধান হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি জড়তত্ত্ব, কালশক্তি-দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ও সর্ব্বাবস্থার কলন এবং ক্রিয়াশক্তি-দ্বারা সর্ব্ববিধ-কর্ম্মাবিষ্কার। ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব, কাল ও কর্ম্ম, এই পাঁচটি তত্ত্ব—একমাত্র ভগবত্তত্ত্ব হইতেই নিঃসৃত।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি ভাবসকল—ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত। উক্ত পঞ্চবিধ তত্ত্ব—পৃথক্ হইয়াও যুগপৎ ভগবত্তত্ত্বের আয়ত্তাধীন একতত্ত্বমাত্র, একতত্ত্ব হইয়াও বিশেষ ধর্ম্ম-বশতঃ নিত্য পৃথক্; এই গীতাশাস্ত্রোক্ত ভেদাভেদতত্ত্ব—মানবযুক্তির অতীত। এতন্নিবন্ধন পূর্ব্ব মহাজনগণ গীতাশাস্ত্রে শিক্ষিত (উপদিষ্ট) তত্ত্বের নাম "অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এতৎসম্বন্ধি জ্ঞানের নামই 'তত্ত্বজ্ঞান'।

জীব—স্বরূপতঃ শুদ্ধচেতন, চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কিরণ-পরমাণু-গত তত্ত্ববিশেষ; তিনি—স্বভাবতঃ চিৎ ও অচিৎ, উভয় জগতের যোগ্য। চিৎ ও অচিদ্জগতের সন্ধিস্থলে তাঁহার প্রথমাবস্থান। তিনি 'চেতন' বলিয়া স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র; চিজ্জগতে রত হইলে কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া চিদ্গতা হ্লাদিনী-শক্তির সাহায্যে শুদ্ধানন্দ ভোগ করিতে সমর্থ আর তদেক-পার্শ্বস্থিত মায়িক-জগতে রত হইলে মায়াশক্তির আকর্ষণে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া জড় সুখ-দুঃখে নিপতিত হন। যাঁহারা—চিদ্রতিবিশিষ্ট, তাঁহারা—নিত্য-মুক্ত, এবং যাঁহারা জড়রতিবিশিষ্ট, তাঁহারা—নিত্যবদ্ধ; উভয়বিধ জীবের সংখ্যাই অনন্ত।

বদ্ধজীব লুপ্তপ্রায়স্বভাব হইয়া জড়-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে খাইতে কোন সময়ে নির্ব্বেদ লাভ করত তদুপযুক্ত গুরুপদাশ্রয়ে কর্ম্মযোগ-দ্বারা ধ্যানপরিপাকে স্বস্বভাবরূপ ভগবদ্রতি লাভ করেন। কখনও বা ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তদুপযুক্ত গুরুপাদাশ্রয়ে সাধন, ভাব ও প্রেমপর্য্যন্ত লাভ করেন। উক্ত দ্বিবিধ উপায় ব্যতীত আত্মযাথাত্ম্য-লাভের অন্য উপায় নাই। উক্ত দ্বিবিধ উপায়ের মধ্যে ধ্যানশিরস্ক আত্মযাথাত্ম্য-প্রদ কর্ম্মযোগই সাধারণের অবলম্বনীয়; যেহেতু তাহা—স্বচেষ্টাধীন। শ্রদ্ধোদিত ভক্তিযোগ কর্ম্মযোগাপেক্ষা প্রশস্ততর ও সহজ হইলেও, ভগবৎকৃপা বা সাধুকৃপারূপ ভাগ্যোদয় না হইলে তাহা ঘটে না। সুতরাং জগতের অধিকাংশ লোকই জ্ঞানগর্ভ-কর্ম্মযোগপ্রিয়। তন্মধ্যে

যাঁহাদের ভাগ্যোদয় হইয়া পড়ে, তাঁহাদেরই ভক্তিযোগে শ্রদ্ধা হয় এবং গীতার চরমশ্লোকোক্ত প্রপত্তিরূপা শরণাপত্তি উদিত হয়;—ইহাই সর্ব্ববেদের অভিধেয়।

কাম্যকর্ম্মমার্গে যে চতুর্দ্দশ-লোকে জড়সুখ-ভোগ বা ভুক্তি-লাভ হয়, তাহা—চেতনস্বরূপ জীবের পক্ষে অত্যন্ত হেয়। গীতার প্রারম্ভেই সেই কাম্যকর্ম্ম ও তদুত্থিত ভুক্তি নিতান্ত তুচ্ছীকৃত হইয়াছে। জরামরণ-মোক্ষানন্তর কেবলাদ্বৈতসিদ্ধিরূপ সাযুজ্য-নির্ব্বাণাদি-বাচ্য মুক্তিও যে জীবের চরম প্রয়োজন নয়, তাহাও অনেকস্থানে উক্ত হইয়াছে। অদ্বৈত-সিদ্ধি ও সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ ঐশ্বর-ধাম-প্রাপ্তিরূপ মুক্তিস্থান ভেদ করত ভগবল্লীলারূপ আত্মচরম-বাথাস্থ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভাব অর্থাৎ নির্ম্মল-প্রেম লাভ করাই যে জীবের চরম প্রয়োজন, তাহাই অনেক-স্থলে সিদ্ধান্তসমাপ্তি-কালে কথিত হইয়াছে।

অতএব গীতাশাস্ত্রে সমস্ত বেদ ও বেদান্ত সংগ্রহপূর্ব্বক জীবের চরমোপাস্যরূপ দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর ভগবান্ এই মাত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সম্বন্ধ-জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করত পরম-প্রয়োজনরূপ প্রেম লাভ কর; স্ব-স্ব-অধিকারানুসারে ধর্ম্মজীবনের সহিত সর্ব্বদা শ্রবণাদি-ভক্তিযোগ অবলম্বন কর; ভক্তিযোগের অনুকূল আচরণরূপ স্বধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন নির্ব্বাহ কর এবং শ্রদ্ধা-সহকারে ক্রমশঃ স্বনিষ্ঠা ত্যাগপূর্ব্বক শরণাগতি-দ্বারা ভক্তিযোগে পরিনিষ্ঠিত হইয়াও স্বধর্ম্ম-দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। তাহা হইলে স্বল্পকাল-মধ্যেই আমি তোমাদিগকে নিরপেক্ষ-জুষ্ট বিশুদ্ধ-প্রেম দান করিব। এরূপ শুদ্ধসত্ত্ব-ব্যাপারে প্রবেশ করিবা-মাত্র অশোক, অভয় ও অমৃত-স্বরূপ মৎপ্রসাদ লাভ করত আমার নিত্য-প্রেমে আবিষ্ট হইবে।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পূর্ণা।

উপসংহার

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত গীতাভূষণভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত ভাষা-ভাষ্যের সহিত সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ৪০৬ শ্রীচৈতন্যাব্দে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গীতাশাস্ত্রের যত প্রকার ভাষ্য আছে, তন্মধ্যে এই ভাষ্যটী বিশেষ তাত্ত্বিক ও শুদ্ধভক্তির অনুকূল। এই ভাষ্যটী একাধারে মধ্বানুগ ও রূপানুগ সিদ্ধান্তপূর্ণ হওয়ায় মাধ্বগৌড়ীয়গণের পরমপ্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে। নিত্যসত্যপ্রিয় ভক্তের নিকট শ্রীল বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষা-ভাষ্য পরম উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইবে। এই উভয় ভাষ্যপাঠে ভক্তিধর্ম্মের সনাতনত্ব, সার্ব্বভৌমত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি হইবে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গাক্ষরে শ্রীগীতার শ্রীমধ্বভাষ্য, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা ও শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য ও বঙ্গভাষায় ঐ সকল ভাষ্যের তাৎপর্য্য প্রকাশিত করিয়া শুদ্ধভক্তি-রাজ্যের পথিকগণের মহোপকার সাধন করেন। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা—বহু প্রাচীন গ্রন্থের প্রকাশক ও লুপ্তগ্রন্থের উদ্ধার-কর্ত্তা। তাঁহার সিদ্ধান্তে চিজ্জড়-সমন্বয়ের পূতিগন্ধ নাই। তিনি অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির কৈতবযুক্ত ধর্ম্ম হইতে অকৈতব শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনকারী।

এই ভাষাভাষ্যের প্রতি-অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়-তাৎপর্য্য বিশদভাবে বর্ণিত আছে। ভাষ্যের শেষাংশে গীতা-শাস্ত্রের সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত অল্পাক্ষরে গ্রথিত হইয়াছে। গীতায় বর্ণিত প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়ের একটী সূচীপত্র প্রদত্ত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সংস্করণে গীতার প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় চরণের মাতৃকানুক্রমে সূচী-বিভূষিত হওয়ায় গীতাপাঠকের সর্ব্ববিধ অভাবই বিদূরিত হইয়াছে।

গীতা-মাহাত্ম্যম্

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্।
বিষ্ণোঃ পদমবাপ্নোতি ভয়শোকাদিবর্জ্জিতঃ॥ ১॥
গীতাধ্যয়নশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ।
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্ব্বজন্মকৃতানি চ॥ ২॥
মলনির্ম্মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্॥ ৩॥
গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥ ৪॥
ভারতামৃত-সর্ব্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্বিনিঃসৃতম্।
গীতা-গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৫॥
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৬॥
একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা॥ ৭॥

—০:*:০—